খ্রীষ্টধর্মশিক্ষা

সপ্তম শ্রেণি

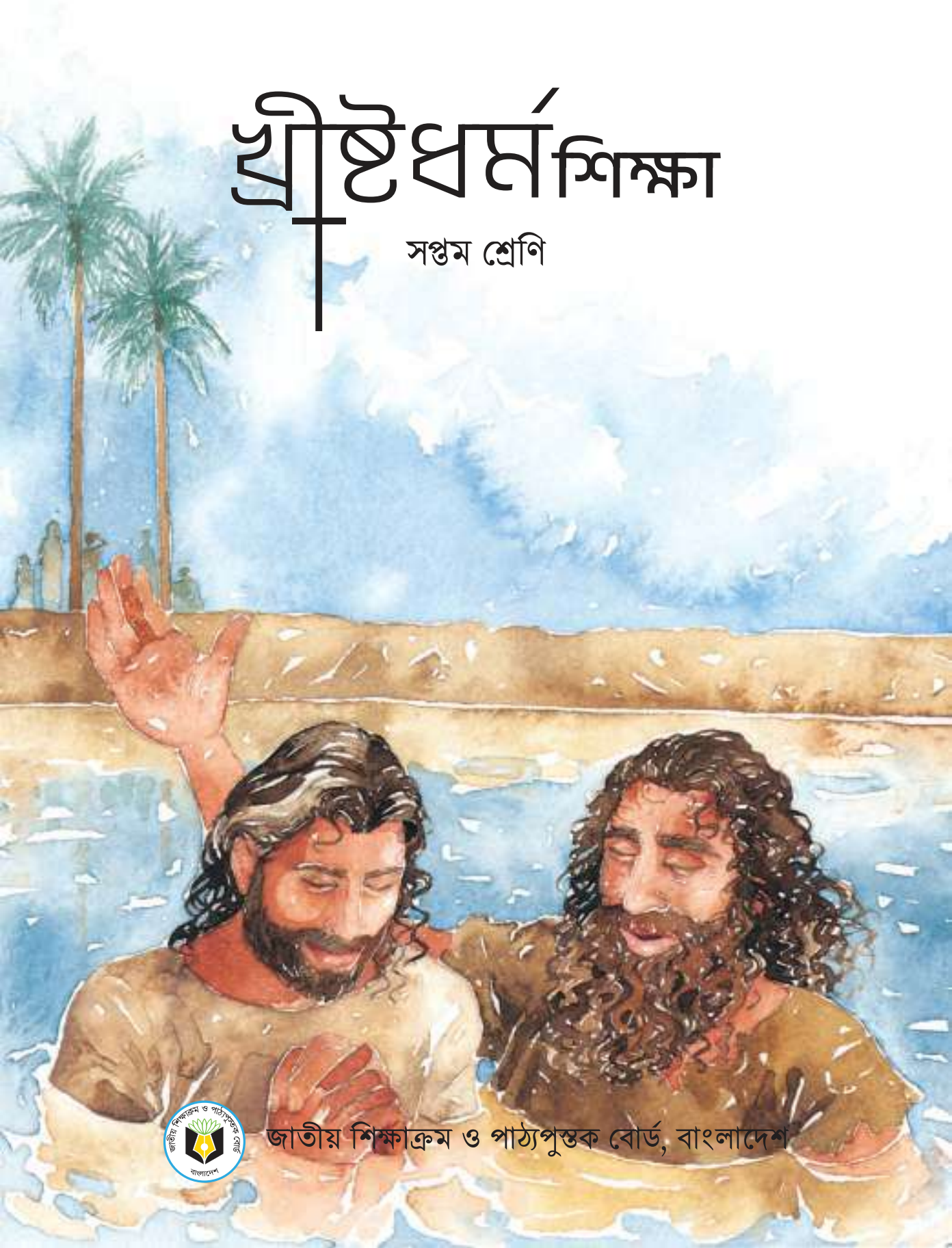

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা হাতে নারী মুক্তিযোদ্ধা

বীরপ্রতীক ক্যাপ্টেন ডা. সিতারা বেগম

যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা পরিচালিত ৪০০ শয্যার বাংলাদেশ হাসপাতালটি ভারতের আগরতলায় বিশ্রামগঞ্জে অবস্থিত এবং সম্পূর্ণ হাসপাতালটি বাঁশ দিয়ে তৈরি ছিল। ২ নং সেক্টরের অধীনে ক্যাপ্টেন ডা. সিতারা বেগম এ হাসপাতালে কমান্ডিং অফিসার (সিও) ছিলেন। তিনি নিয়মিত ঝুঁকি নিয়ে আগরতলা থেকে ঔষধ আর দরকারি সরঞ্জামাদি আনার কাজ করতেন। গুরুতর আহত মুক্তিযোদ্ধা অথবা অনাহার আর রোগে ভোগা শরণার্থীদের অক্লান্ত শ্রম ও মেধা দিয়ে মুমূর্ষু সময়ে নিঃস্বার্থভাবে সেবা দিয়ে গেছেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধকালীন বীরত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ সরকার ক্যাপ্টেন ডা. সিতারা বেগমকে 'বীরপ্রতীক' উপাধিতে ভূষিত করেন।

বীরপ্রতীক তারামন বিবি

কুড়িগ্রামের শংকর মাধবপুরে ১১ নম্বর সেক্টরে কিশোর বয়সে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তারামন বিবি। মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রান্না করা, তাঁদের অস্ত্র লুকিয়ে রাখা, পাকিস্তানি বাহিনীর খবর সংগ্রহ করা এবং সম্মুখযুদ্ধে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে লড়াই করেছিলেন তারামন বিবি। মুক্তিযুদ্ধে শুধু সম্মুখ যুদ্ধই নয়, নানা কৌশলে শত্রুপক্ষের তৎপরতা এবং অবস্থান জানতে গুপ্তচর সেজে সোজা চলে গেছেন পাক-বাহিনীর শিবিরে। দুর্ধর্ষ সেই কিশোরীর অসীম সাহসিকতার জন্য ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ সরকার তারামন বিবিকে 'বীরপ্রতীক' খেতাব প্রদান করেন।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে সপ্তম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

খ্রীষ্টধর্মশিক্ষা

সপ্তম শ্রেণি

পরীক্ষামূলক সংস্করণ

রচনা

রেভারেন্ড জন এস. কর্মকার
রেভারেন্ড মার্টিন অধিকারী
মো. মাহমুদ হোসেন
শিউলী ক্লারা রোজারিও
সুইটি বৃজেট গোমেজ
ব্রাদার সুমন জে. কস্তা, সিএসসি
অধ্যাপক মো. মোসলে উদ্দিন সরকার (সমন্বয়ক)

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯–৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০২২

প্রচ্ছদ ও চিত্রণ

ক্যারোলিন কক্স
বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত শিশুতোষ বাইবেল এর চিত্রকর
© বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি

শেষ প্রচ্ছদ

রাফায়েল
The Holy Family (১৫১৮) অবলম্বনে

চিত্রলৈখিক নকশা প্রণয়ন

মো. মাহমুদ হোসেন

শিল্পনির্দেশনা

মঞ্জুর আহমেদ
মো. মাহমুদ হোসেন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯ এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের আলোকে সকল ধারার (সাধারণ ও কারিগরি) সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হলো। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যেন তা অনেক বেশি সহজবোধ্য এবং আনন্দময় হয়। এর মাধ্যমে চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা বিভিন্ন প্রপঞ্চ ও ঘটনার সাথে পাঠ্যপুস্তকের একটি মেলবন্ধন তৈরি হবে। আশা করা যায় এর মাধ্যমে শিখন হবে অনেক গভীর এবং জীবনব্যাপী।

পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে ধর্ম, বর্ণ, সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণের কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

অধ্যাপক মো. ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

তোমার জন্য কিছু কথা

প্রিয় শিক্ষার্থী,

তোমাকে খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষার এই নতুন বইয়ে স্বাগত জানাই!

তোমাদেরকে জানাই, এটা একটা নতুন বই। এই বইটা এবং এর সাথে তোমাদের শিক্ষক যেভাবে পড়াবেন বা পড়াচ্ছেন তা একটা নতুন উপায়ে খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা তোমাদের মাঝে দাঁড় করাতে চায়। এর একটা গালভরা নাম আছে: "অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন" বা ইংরেজিতে "experiential learning" (উচ্চারণ হবে এভাবে: "এক্সপেরিয়েন্‌শিয়াল্ লার্‌নিং")। কিন্তু আসল কথা কি জানো? এই নতুন ধরনের শিক্ষা তোমাকে কিছু অভিজ্ঞতা বা মজার মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে চায়। কারণ এই নতুন ধরনের শিক্ষাটি বিশ্বাস করে যখন কোনো কিছু আনন্দ নিয়ে করি, আমরা "প্রকৃত শিক্ষা" লাভ করি। "প্রকৃত শিক্ষা" আমাদের শুধু দক্ষ মানুষই বানায় না, একজন ভালো মানুষ হিসেবে নিজেকে গঠন করার সরঞ্জামগুলোও দেয়।

যীশু তোমাদের ভালোবাসেন এবং ভালোবাসেন বলেই তোমাদের কথাও তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনেন। যীশু এমন কখনোই বলেননি যে যার বয়স কম তার কথা শোনা বারণ। একটা গল্প বলি (মনে হয় গল্পটা তুমি জানো)। দূর-দূরান্তর থেকে হাজারো মানুষ এসেছিল যীশু'র সান্নিধ্য পেতে। যীশু অসুস্থকে সুস্থ করছিলেন, যারা জানতে চাচ্ছিল তাদের জানাচ্ছিলেন, এভাবে সন্ধ্যা গড়িয়ে আসল। যীশু শিষ্যদের বললেন সবার জন্য খাবারের আয়োজন করতে। কিন্তু ওখানে খাবারের ব্যবস্থা ছিল না। তখন তোমার মতো বয়সেরই একজন বললো যে তার কাছে পাঁচটি যবের রুটি আর দুইটি মাছ আছে। যীশু ভালোবাসা নিয়ে ঐ খাবারগুলো নিলেন এবং প্রার্থনা করলেন। ঐ পাঁচটি রুটি আর দুইটি মাছ অসংখ্য হয়ে গেলো, হাজার হাজার মানুষের পেট এবং মন ভরালো। পবিত্র বাইবেল মথি ৬ : ২৬ পদে লেখা আছে, "আকাশের পাখীদের দিকে তাকিয়ে দেখ; তারা বীজ বোনে না, কাটে না, গোলাঘরে জমাও করে না, আর তবুও তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা তাদের খাইয়ে থাকেন। তোমরা কি তাদের থেকে আরও মূল্যবান নও?"

তুমি যীশু'র কাছে খুব মূল্যবান!

কীভাবে এই বইটা পড়বে

এই বইটা পড়া একদম সহজ কিন্তু! তুমি যেকোনো সময় বইটা খুলে পড়া শুরু করতে পারো (আর কতো সুন্দর সুন্দর ছবি আছে দেখেছো?)। একটা কথা তোমাকে বলি, এই বইটি একদম নতুনভাবে লেখা হয়েছে। এই বই তোমাকে যীশুর জীবনের গল্প বলবে; অনেক অনেক মজার কাজ করতে বলবে (কয়েকটা একটু কম মজারও হতে পারে); শিক্ষক তোমাকে এবং তোমার সহপাঠীদের বেড়াতে নিয়ে গেলে তোমাকে কী করতে হবে তা বলবে; মাঝে মাঝে বাবা-মা/অভিভাবক বা আত্মীয়ের সাথে, প্রতিবেশীর সাথে আলোচনা করতে বলবে — সব মিলিয়ে এই বইটায় কোনো পাঠ ১-পাঠ ২ নেই, অনুশীলনী নেই, কোনো বহুনির্বাচনি-বর্ণনামূলক প্রশ্নও নেই। কি? বলেছিলাম না, এই বইটা পড়া কিন্তু একদম সহজ!

তোমার কাছে যেমন এই বইটা আছে, তোমার শিক্ষকের কাছেও একটা বই আছে, যেটার নাম শিক্ষক সহায়িকা। তোমাদের কীভাবে এই নতুন ধরনের শিক্ষাটা তিনি দিবেন ঐ বইটায় তা বিস্তারিত লেখা আছে। তোমাকে এই কথাটা বলছি কারণ তোমার বইটা কিন্তু তোমার শিক্ষকের কাছে নেই। তোমার এই বইটা সেই অর্থে কিন্তু অসাধারণ!

এই বইয়ে "অধ্যায়" বা "পাঠ" শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়নি। বইটি পুরো সপ্তম শ্রেণির জন্য তোমাকে মোট তিনটি যোগ্যতা অর্জনের উপায় করে দিতে চায়। এই তিনটি যোগ্যতা তোমাকে তিনটি "অঞ্জলি" দিয়ে জানানো হচ্ছে: "অঞ্জলি ১" থেকে "অঞ্জলি ৩", এভাবে। আর "অঞ্জলি" শব্দটার মানে তোমাকে বলে রাখি, অঞ্জলি মানে দুই হাত একসাথে করে রাখা (দেখো, একটা ছবি দেওয়া আছে), যেমনটি আমরা করি কোনো কিছু নেওয়া বা দেওয়ার সময়। আর "অঞ্জলি" মানে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য, উপহার, দান, অর্পণ ও উৎসর্গ করা। আমরা আমাদের অঞ্জলি বা দুই হাত একসাথে উর্ধ্বে তুলে নিজের নৈবেদ্য ঈশ্বরের নিকট অর্পণ করি। আমাদের জ্ঞানার্জন সবই যেন ঈশ্বরের গৌরব ও অন্যের মঙ্গলার্থে নিবেদিত হয়।

প্রতিটি অঞ্জলির অন্তর্ভুক্ত অংশগুলোর নাম হলো "উপহার" যা প্রতিটি সেশনে তোমার কাজে লাগবে। তোমার শিক্ষক তোমাকে কখনও কখনও এই বইটায় থাকা কিছু কাজ করতে বলবেন। তখন তিনি পৃষ্ঠা নম্বর বা অঞ্জলি কতো তা জানালে সে অনুযায়ী শিক্ষকের বলা অংশটি খুঁজে বের করবে। কখনও এই বইটা ব্যবহারের সময় সমস্যায় পড়লে তোমার বাবা-মা/অভিভাবক বা শিক্ষককে জানাও। তারা অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করবেন।

এই বইটিতে খ্রীষ্টধর্মের বিভিন্ন বিশেষ শব্দগুলোর যে বানান তুমি দেখতে পাবে তার ভিন্ন কিছু রূপ হয়তো তুমি অন্য বই বা কোথাও দেখতে পারো। সে রূপগুলো যাতে তুমি সহজে বুঝতে পারো তাই এরকম ভিন্ন বানানের একটি তালিকা এই বইটির শেষে দেওয়া আছে।

তোমার জন্য অনেক শুভকামনা।

আরও কিছু সুন্দর বই!

তোমাকে আরও কিছু সুন্দর বইয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দেই। তোমার স্কুলে বা কাছাকাছি কোনো পাঠাগারে এই বইগুলো দেখতে পাবে। হাতে তুলে নিয়ে পৃষ্ঠা উল্টালেই দেখবে কী দারুণ বই এগুলো!

শিশুতোষ বাইবেল

প্যাট আলেক্সান্ডার, ক্যারোলিন কক্স
২০১৯, নবম সংস্করণ
বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি

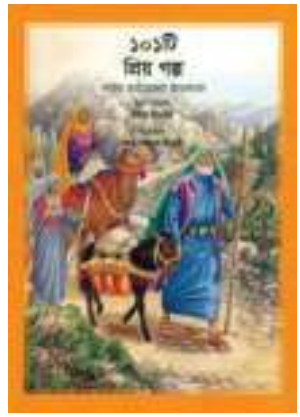

১০১টি প্রিয় গল্প

ইউরা মিলার ও অন্যান্য
২০১৮, চতুর্থ বাংলাদেশ সংস্করণ
টি. জি. এস. ইন্টারন্যাশনাল,
লাইট ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

গল্প-কাজে বাইবেল শেখা

রেভারেন্ড ডেভিড অনিরুদ্ধ দাশ ও অন্যান্য
২০১৪, দ্বিতীয় সংস্করণ
জাতীয় চার্চ পরিষদ—বাংলাদেশ

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

২০১৩, চতুর্দশ সংস্করণ
খ্রীষ্টীয়ান লিটারেচার সেন্টার

গীতাবলি

২০১৯, ত্রয়োবিংশ সংস্করণ
প্রতিবেশী প্রকাশনী

ধর্মগীত

২০১৯, দ্বিতীয় সংস্করণ
বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ

পবিত্র বাইবেল: পুরাতন ও নতুন নিয়ম

২০০০
বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি

মঙ্গলবার্তা বাইবেল: নব-সন্ধি

সজল বন্দোপাধ্যায়;
খ্রীস্তিয়াঁ মিংঙো, এস. জে.
২০০৩
জেভিয়ার প্রকাশনী

সূচিপত্র

অঞ্জলি ১

উপহার ১.....১
পবিত্র বাইবেল কে লিখেছেন

উপহার ২–৩.....৫
দলগত আলোচনা

উপহার ৪–৮.....৬
বাইবেলের রচয়িতা একমাত্র ঈশ্বর

উপহার ৯–১০.....৯
বাইবেল কুইজ প্রতিযোগিতা

উপহার ১১.....১০
Family Tree আঁকব

উপহার ১২–১৩.....১২
চিরকুটের খেলা

উপহার ১৪-১৮.....১৩
ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি

উপহার ১৯–২০.....২০
ছবি আঁকা

উপহার ২১–২২.....২১
ভূমিকাভিনয়

উপহার ২৩.....২২
শিক্ষকের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো

উপহার ২৪–২৫.....২৩
উপস্থাপন

উপহার ২৬–২৭.....২৪
মন্ডলীর ঐতিহ্য জানব

উপহার ২৮–৩১.....২৭
গীর্জা/চার্চে অংশগ্রহণ করব

উপহার ৩২–৩৩.....২৮
ঐতিহ্যগুলোর তালিকা

উপহার ৩৪–৩৮.....২৯
মন্ডলীর শিক্ষা ও গুরুত্ব বুঝব

উপহার ৩৯–৪১.....৩১
ঐতিহ্য ও শিক্ষার চর্চা

অঞ্জলি ২

উপহার ১.....৩৩
Brainstorming/মাথা খাটাই

উপহার ২.....৩৪
Flash Card-এর খেলা

উপহার ৩–৪.....৩৬
ঈশ্বর ও তাঁর দেহধারণ

উপহার ৫–৬.....৩৯
কার্ডে প্রবাহচিত্র অঙ্কন করব

উপহার ৭–৮.....৪০
দেয়ালিকা তৈরি করব

উপহার ৯–১০.....৪১
চলো যীশুর দর্শন সম্পর্কে জানি

উপহার ১১–১২.....৪২
মন পরিবর্তনের পূর্বে ও পরে শৌল

উপহার ১৩–১৪.....৪৪
শৌল-কে যীশুর দর্শন

উপহার ১৫–১৬.....৪৮
ভূমিকাভিনয়

উপহার ১৭.....৫০
নিজের মন পরিবর্তন

অঞ্জলি ৩

উপহার ১–২.....৫২
পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে

উপহার ৩–৪.....৫৩
দলগত কাজ

উপহার ৫–৬.....৫৪
খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ

উপহার ৭–১৪.....৫৮
মানুষকে ভালোবাসা

উপহার ১৫–১৬.....৬৭
নিজেকে প্রস্তুত করো

উপহার ১৭–১৯.....৬৮
এসো পড়ি ও ছবি আঁকি

উপহার ২০–২২.....৭১
চলো দলগত কাজ করি
উপহার ২৩–২৪.....৭২
চলো Expert Jigsaw করি
উপহার ২৫–২৯.....৭৩
জীবনী থেকে শেখা
উপহার ৩০–৩২.....৭৭
যে কাজটি ভালো লাগে তা তুমি বেছে নাও

খ্রীষ্টধর্মের বিশেষ শব্দসমূহের বানানগুলোর একটি তালিকা.....৭৮

অঞ্জলি ১

প্রিয় শিক্ষার্থী, এ অঞ্জলি চলাকালীন শিক্ষক তোমাকে কিছু মজার ও আকর্ষণীয় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন। তুমি পবিত্র বাইবেল লেখার ইতিহাস জানার সাথে সাথে সুদৃশ্য ও সচিত্র বাইবেল দেখবে। ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এ পৃথিবীতে যীশুর আগমন সম্পর্কে জেনে ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবে। মণ্ডলীর ঐতিহ্যসমূহ জানতে পারবে ও নিজ জীবনে তা অনুশীলন করতে পারবে।

উপহার ১

পবিত্র বাইবেল কে লিখেছেন

প্রিয় শিক্ষার্থী, সপ্তম শ্রেণির প্রথম খ্রীষ্টধর্ম সেশনে তোমাকে স্বাগত জানাই। এই সেশনের প্রথমে তোমার কোনো সহপাঠী হয়তো পবিত্র বাইবেল পাঠ করবে অথবা শিক্ষক যদি তোমাকে বাইবেল পাঠের জন্য নির্বাচিত করে তুমিও পাঠ করতে পারো। শান্ত হয়ে মনোযোগ দিয়ে বাইবেলের বাণী শুনো। যদি তুমি বাইবেলের পঠিত পদগুলোর অর্থ না বুঝতে পারো পরে শিক্ষককে প্রশ্ন করে জেনে নিও।

Ottheinrich বা অঠ্হাইন্রিশ্ বাইবেল

এবার শিক্ষক তোমাকে মাল্টিমিডিয়ায়/ছবিতে Ottheinrich বা অঠ্হাইন্রিশ্ বাইবেল-এর একটা পৃষ্ঠা দেখাবেন। পরের পাতায় এরকম একটি পৃষ্ঠার ছবি দেওয়া আছে। আর দেখো, অঠ্হাইন্রিশ্ বাইবেল-এর যে পৃষ্ঠাটি এখানে দেওয়া আছে সে পৃষ্ঠাটিতে মথি ৪-এর সচিত্রায়ন হয়েছে। তোমাদের বোঝার জন্য ঐ একই অংশের Common Language Bible-এর বাংলা আর ইংরেজি পৃষ্ঠাটিও দেওয়া হয়েছে। দেখো, অর্থগতভাবে বাইবেল ঠিক আছে যদিও এর ভাষা ভিন্ন হয়েছে, এবং এর বাণী হাজারো বছর ধরে মানুষকে আলো দেখাচ্ছে।

তোমাদের জানাই, পৃথিবীর সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন সচিত্র বাইবেল-এর একটি হলো Ottheinrich বা অঠ্হাইন্রিশ্ বাইবেল।

এটা জার্মান ভাষায় নতুন নিয়মের প্রাচীনতম এখনো সংরক্ষিত থাকা সচিত্র বাইবেল। সম্ভবত ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দে বাভারিয়া-ইঙ্গলসস্ট্যাড-এর (বর্তমান জার্মানি) ডিউক বা রাজা সপ্তম লুডভিগ এই বাইবেল অনুবাদ এবং অলঙ্করণের কাজটি শুরু করিয়েছিলেন। বাইবেলটির ভাষা ছিল সম্ভবত ইঙ্গলসস্ট্যাড। সব মিলিয়ে, এই দুর্দান্তভাবে অলঙ্কৃত বাইবেলে ৩০৭টি পশুচর্ম পাতায় ১৪৬টি চিত্র এবং ২৯৪টি অলঙ্কৃত অক্ষরসমৃদ্ধ অনুচ্ছেদ রয়েছে।

ভেবে দেখো তো, এখন থেকে কত বছর আগে ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দ ছিল? দেখেছ কত কত বছর আগে এই মনোরম বাইবেলটি লেখা হয়েছিল? তোমরা আরো অবাক হবে যে যীশুর জন্মের ১০০০ বছর আগে বাইবেল লেখা শুরু হয়েছিল হিব্রু ভাষায়। অনুমান করা হয় যে খ্রীষ্টপূর্ব ১২০০–১৬৫ অব্দের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বাইবেলের পুরাতন নিয়ম (Old Testament) হিব্রু ভাষায় লেখা হয়েছিল।

↑ Ottheinrich বা অঠ্হাইন্রিশ্ বাইবেল-এর একটি পৃষ্ঠা যেখানে মথি ৪-এর পদসমূহ শুরু হয়েছে।
সংগ্রহ/বাভারিয়া রাজ্য গ্রন্থাগার

১০গাছের গোড়াতে কুড়াল লাগানোই আছে। যে গাছে ভাল ফল ধরে না তা কেটে আগুনে ফেলে দেওয়া হবে। ১১মন ফিরিয়েছি বলে আমি তোমাদের জলে বাপ্তিস্ম দিচ্ছি, কিন্তু আমার পরে যিনি আসছেন তিনি আমার চেয়ে শক্তিশালী। আমি তাঁর জুতা বইবারও যোগ্য নই। তিনি পবিত্র আত্মা ও আগুনে তোমাদের বাপ্তিস্ম দেবেন। ১২কুলা তাঁর হাতেই আছে এবং তাঁর ফসল মাড়বার জায়গা তিনি ভাল করেই পরিষ্কার করবেন। তিনি তাঁর ফসল গোলাতে জমা করবেন, কিন্তু যে আগুন কখনও নেভে না সেই আগুনে তুষ পুড়িয়ে ফেলবেন।"

প্রভু যীশুর বাপ্তিস্ম

(মার্ক ১:৯-১১; লূক ৩:২১,২২)

১৩সেই সময় যীশু বাপ্তিস্ম গ্রহণ করবার জন্য গালীল থেকে যর্দন নদীর ধারে যোহনের কাছে আসলেন। ১৪যোহন কিন্তু তাঁকে এই কথা বলে বাধা দিতে চেষ্টা করলেন, "আমারই বরং আপনার কাছে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করা দরকার; আর আপনি কিনা আসছেন আমার কাছে!"

১৫তখন যীশু তাঁকে বললেন, "কিন্তু এবার এই রকমই হোক, কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছা এইভাবেই আমাদের পূর্ণ করা উচিত।" তখন যোহন রাজী হলেন।

১৬বাপ্তিস্ম গ্রহণ করবার পর যীশু জল থেকে উঠে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সামনে আকাশ খুলে গেল। তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে কবুতরের মত হয়ে তাঁর উপরে নেমে আসতে দেখলেন। ১৭তখন স্বর্গ থেকে বলা হল, "ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁর উপর আমি খুবই সন্তুষ্ট।"

প্রভু যীশুকে পাপে ফেলবার চেষ্টা

(মার্ক ১:১২,১৩; লূক ৪:১-১৩)

৪ এর পরে পবিত্র আত্মা যীশুকে মরু-এলাকায় নিয়ে গেলেন যেন শয়তান যীশুকে লোভ দেখিয়ে পাপে ফেলবার চেষ্টা করতে পারে। ২সেখানে চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত উপবাস করবার পর যীশুর খিদে পেল। ৩তখন শয়তান এসে তাঁকে বলল, "তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও তবে এই পাথরগুলোকে রুটি হয়ে যেতে বল।"

৪যীশু উত্তরে বললেন, "পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে,
মানুষ কেবল রুটিতেই বাঁচে না,
কিন্তু ঈশ্বরের মুখের প্রত্যেকটি কথাতেই বাঁচে।"

৫তখন শয়তান যীশুকে পবিত্র শহর যিরূশালেমে নিয়ে গেল এবং উপাসনা-ঘরের চূড়ার উপর তাঁকে দাঁড় করিয়ে বলল, ৬"তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও তবে লাফ দিয়ে নীচে পড়, কারণ পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে,
ঈশ্বর তাঁর দূতদের তোমার বিষয়ে আদেশ দেবেন;
তাঁরা তোমাকে হাত দিয়ে ধরে ফেলবেন
যাতে তোমার পায়ে পাথরের আঘাত না লাগে।"

৭যীশু শয়তানকে বললেন, "আবার এই কথাও লেখা আছে,
তোমার প্রভু ঈশ্বরকে তুমি পরীক্ষা করতে যেয়ো না।"

৮তখন শয়তান আবার তাঁকে খুব উঁচু একটা পাহাড়ে নিয়ে গেল এবং জগতের সমস্ত রাজ্য ও তাদের জাঁকজমক দেখিয়ে বলল, ৯"তুমি যদি মাটিতে পড়ে আমাকে প্রণাম করে তোমার প্রভু বলে স্বীকার কর তবে এই সবই আমি তোমাকে দেব।"

these rocks and make descendants for Abraham! 10The ax is ready to cut down the trees at the roots; every tree that does not bear good fruit will be cut down and thrown in the fire. 11I baptize you with water to show that you have repented, but the one who will come after me will baptize you with the Holy Spirit and fire. He is much greater than I am; and I am not good enough even to carry his sandals. 12He has his winnowing shovel with him to thresh out all the grain. He will gather his wheat into his barn, but he will burn the chaff in a fire that never goes out."

The Baptism of Jesus

(Mark 1.9-11; Luke 3.21,22)

13At that time Jesus arrived from Galilee and came to John at the Jordan to be baptized by him. 14But John tried to make him change his mind. "I ought to be baptized by you," John said, "and yet you have come to me!"

15But Jesus answered him, "Let it be so for now. For in this way we shall do all that God requires." So John agreed.

16As soon as Jesus was baptized, he came up out of the water. Then heaven was opened to him, and he saw the Spirit of God coming down like a dove and lighting on him. 17Then a voice said from heaven, "This is my own dear Son, with whom I am pleased."

The Temptation of Jesus

(Mark 1.12,13; Luke 4.1-13)

4 Then the Spirit led Jesus into the desert to be tempted by the Devil. 2After spending forty days and nights without food, Jesus was hungry. 3Then the Devil came to him and said, "If you are God's Son, order these stones to turn into bread."

4But Jesus answered, "The scripture says, 'Human beings cannot live on bread alone, but need every word that God speaks.'"

5Then the Devil took Jesus to Jerusalem, the Holy City, set him on the highest point of the Temple, 6and said to him, "If you are God's Son, throw yourself down, for the scripture says,

'God will give orders to his angels about you;
they will hold you up with their hands,
so that not even your feet will be hurt on the stones.'"

7Jesus answered, "But the scripture also says, 'Do not put the Lord your God to the test.'"

8Then the Devil took Jesus to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world in all their greatness. 9"All this I will give you," the Devil said, "if you kneel down and worship me."

↑ বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত Diglot Bible-এর মথি ৪-এর সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠা।
© বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি

বাড়ির কাজ

বাড়িতে গিয়ে নিচের প্রশ্নগুলো নিয়ে বাবা-মা/অভিভাবকদের সাথে আলোচনা করবে। তাদের কাছ থেকে যা জানতে পারবে তা লিখে পরের সেশনে নিয়ে আসবে।

প্রশ্নগুলো হলো :

- পবিত্র বাইবেল কে লিখেছেন?
- বাইবেলে কয়টি ভাগ আছে?
- কোন ভাগে কয়টি পুস্তক আছে?
- আমরা বাইবেল পড়ে কী জানতে পারি?

এতো সুন্দর একটি বাইবেল দেখলে, এখন তোমার মনের মাধুরী মিশিয়ে বাইবেলের একটি প্রচ্ছদ নিচে এঁকে ফেলো।

উপহার ২-৩

দলগত আলোচনা

সেশনের শুরুতে শিক্ষককে শুভেচ্ছা জানাও। এ সেশনে শিক্ষক তোমাদের ৫/৬টি দলে ভাগ করবেন। তোমরা নিজেরাই দলনেতা নির্বাচন করবে। তুমি ইচ্ছে করলে দলনেতা হতে পারো। শিক্ষক প্রতিটি দলে নিচের প্রশ্নসংবলিত চিরকুট দিবেন আলোচনার জন্য। তোমরা আলোচনার জন্য ১০ মিনিট সময় পাবে।

প্রশ্নগুলো হলো :

- পবিত্র বাইবেল কে লিখেছেন?
- বাইবেলের নতুন নিয়মে কী আলোচনা করা হয়েছে?
- বাইবেলের পুরাতন নিয়মে কোন ঘটনাসমূহ আলোচনা করা হয়েছে?
- আমরা কেন বাইবেল পাঠ করি?

দশ মিনিট আলোচনার পর প্রতিদলের দলনেতাগণ একসাথে বসবে এবং নিজ দলের আলোচনার বিষয় শেয়ার করবে। দলনেতা অন্য দল থেকে পাওয়া নতুন তথ্য সংগ্রহ করে নিজ দলের সাথে শেয়ার করবে।

উপহার ৪-৮

বাইবেলের রচয়িতা একমাত্র ঈশ্বর

শুভেচ্ছা বিনিময় করো এবং সমবেত প্রার্থনা করে শ্রেণি কার্যক্রমে অংশ নাও ।

প্রিয় শিক্ষার্থী, মহান সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর ও তাঁর নির্দেশাবলি জানার একমাত্র উৎস হচ্ছে বাইবেল। বাইবেলের প্রতিটি বাক্য হচ্ছে ঈশ্বরের বাণী। বাইবেল পড়ে আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা ও নির্দেশনা জানতে পারি। বাইবেল হচ্ছে খ্রীষ্টধর্মীয় জ্ঞানের মৌলিক উৎস। স্বয়ং ঈশ্বর বাইবেলের রচিয়তা।

চলো দেখি পবিত্র বাইবেলে এ বিষয়ে কী লেখা আছে।

ছেলেবেলা থেকে তুমি পবিত্র শাস্ত্র থেকে শিক্ষালাভ করেছ। আর এই পবিত্র শাস্ত্রই তোমাকে যীশুখ্রীষ্টের উপর বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে পাপ থেকে উদ্ধার পাবার জ্ঞান দিতে পারে। পবিত্র শাস্ত্রের প্রত্যেকটি কথা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে এবং তা শিক্ষা, চেতনা দান, সংশোধন এবং সৎ জীবনে গড়ে উঠবার জন্য দরকারি, যাতে ঈশ্বরের লোক সম্পূর্ণভাবে উপযুক্ত হয়ে ভালো কাজ করবার জন্য প্রস্তুত হতে পারে।

২ তীমথিয় ৩ : ১৫-১৭

তোমাকে একটু সহজ করে বলি

নিঃসন্দেহে বাইবেলের রচিয়তা একমাত্র ঈশ্বর। পবিত্র আত্মা বিভিন্ন প্রবক্তা ও প্রেরিত শিষ্যদের তার জ্ঞানে অনুপ্রাণিত করে ঈশ্বরের বাক্য লিখতে পরিচালিত করেছেন। ঈশ্বরের মনোনীত ৪০জন ব্যক্তি ১৬০০ বছরে বাইবেল লিখেছেন। এই ব্যক্তিগণ বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। যেমন যিশাইয় ছিলেন একজন ভাববাদী, ইস্রা ছিলেন যাজক, মথি ছিলেন কর-আদায়কারী, মোশী ছিলেন মেষপালক, লুক ছিলেন চিকিৎসক, পৌল তাবু সেলাই করতেন, যোহন ছিলেন জেলে। তাঁরা সবাই ভিন্ন ধরনের ব্যক্তি এবং ১৬০০ বছরেরর ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও বাইবেলের ঘটনা বর্ণনায় কোনো বৈপরীত্য নেই বরং ধারাবাহিকতা রয়েছে।

বাইবেল লেখকগণ সবাই নিজ ভাষায় এক ঈশ্বরের কথা এবং মানুষের পরিত্রাণের পথ যে যীশুখ্রীষ্ট তা প্রকাশ করেছেন। এটা একমাত্র সম্ভব হয় যদি সম্পূর্ণ বাইবেল ঈশ্বরের পরিচালনাতেই লেখা হয়।

পবিত্র বাইবেল কী

গ্রিক শব্দ "বিবলিয়া" থেকে এসেছে বাইবেল। বাইবেলের যথার্থ অর্থ বই বা পুস্তক। বাইবেলে ছোট-বড় বেশ কটি পুস্তক আছে। পবিত্র বাইবেল লেখা শুরু হয়েছিল খ্রীষ্টের জন্মের ৯৫০ বছর পূর্বে, রাজা দায়ুদ ও

সলোমনের রাজত্বকালে। পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় কয়েকজন লেখক বাইবেল লিখেছেন। বাইবেল হলো ঈশ্বর ও মানবজাতির মধ্যে ভালোবাসার এক দীর্ঘ ইতিহাস। পবিত্র বাইবেলের পুস্তকগুলোর একটির সাথে অন্যটির ঘটনার ধারাবাহিকতা রয়েছে।

পবিত্র বাইবেলের ভাগসমূহ

পবিত্র বাইবেল প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত — পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়ম। নিয়ম মানে সন্ধি। এ কারণে এ ভাগ দুটিকে যথাক্রমে প্রাক্তন সন্ধি ও নবসন্ধি বলা হয়।

পুরাতন নিয়ম বা প্রাক্তন সন্ধি

পুরাতন নিয়মে যীশুখ্রীষ্টের জন্মের পূর্বের কথা লেখা হয়েছে। ঈশ্বর তাঁর ভক্ত আব্রাহামের সাথে এক মহাসন্ধি স্থাপন করেছিলেন। ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন আব্রাহামের বংশ আকাশের তারকারাজির মতো ও সমুদ্রতীরের বালুকণার মতো অগণিত হবে। আব্রাহাম ও তাঁর বংশধরদের আপন করে নিয়েছেন এবং চেয়েছেন যেন তারাও ঈশ্বরকে ভালোবাসেন। এভাবে ঈশ্বর ও ইস্রায়েল জাতির মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পরাতন নিয়মে এ সম্পর্কই প্রাধান্য লাভ করেছে। ঈশ্বর তাঁর এ জাতির জন্য রাজা ও প্রবক্তাদের পাঠিয়েছেন। তাঁরা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী ইস্রায়েল জাতিকে পরিচালনা করেছেন। পুরাতন নিয়মে তারই ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রোটেস্টান্ট সম্প্রদায় ব্যবহৃত বাইবেলে পুরাতন নিয়মে ৩৯টি পুস্তক আছে এবং রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় ব্যবহৃত বাইবেলে পুরাতন নিয়মে ৪৬টি পুস্তক রয়েছে। এ পুস্তকগুলো চারভাগে বিভক্ত।

১) পঞ্চপুস্তক (৫টি)
২) ঐতিহাসিক পুস্তকসমূহ (১৬টি)
৩) জ্ঞানধর্মী পুস্তক (৭টি)
৪) প্রাবক্তিক পুস্তকসমূহ (১৮টি)

নতুন নিয়ম বা নব সন্ধি

দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের জন্ম থেকে শুরু করে প্রেরিত শিষ্যদের বাণী প্রচার কাজ নিয়ে নব সন্ধি লেখা হয়েছে। নতুন নিয়মে পুস্তকের সংখ্যা ২৭টি। এ পুস্তক আবার পাঁচভাগে বিভক্ত। যথা :

১) মঙ্গল সমাচার (সুসমাচার), যাতে আছে চারটি বই : মথি, মার্ক, লূক, যোহন
২) খ্রীষ্ট মণ্ডলীর ইতিহাস, যাতে আছে একটি বই : শিষ্যচরিত বা প্রেরিতদের কার্যাবলী
৩) সাধু পলের (পৌলের) নামে পরিচিত ধর্মপত্রসমূহ-১৪টি। যথা : রোমীয়, ১ করিন্থীয়, ২ করিন্থীয়, গালাতীয়, এফেসিয় (ইফিসিয়), ফিলিপীয়, কলসীয়, ১ থেসালোনিকীয়, ২ থেসালোনিকীয়, ১ তিমথি, ২ তিমথি, তীত, ফিলেমন, হিব্রুদের কাছে ধর্মপত্র
৪) সাতটি কাথলিক ধর্মপত্র বা পত্র। যথা : যাকোব, ১ পিতর, ২ পিতর, যোহন, ১ যোহন, ২ যোহন, ৩ যোহন, যুদের (যিহূদা)
৫) প্রাবক্তিক গ্রন্থ ১টি, যথা : প্রত্যাদেশ বা প্রকাশিত বাক্য

প্রিয় শিক্ষার্থী, শিক্ষক আলাদা দুটি পোস্টার পেপারে পুরাতন নিয়মের ও নতুন পুস্তকসমূহের নাম প্রদর্শন করবে । তুমি নিশ্চয়ই এ থেকে পুস্তকগুলোর নামের সাথে পরিচিত হতে পারবে।

পবিত্র বাইবেল পাঠের গুরুত্ব

বাইবেল হচ্ছে ঈশ্বরের বাণী। আমরা যেমন প্রার্থনা করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করি ঠিক তেমনি বাইবেল পাঠের মাধ্যমে ঈশ্বরের সান্নিধ্য পেতে পারি। বাইবেল পাঠের মাধ্যমে আমরা খ্রীষ্টিয় জীবন যাপনের সঠিক নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা পাই। বাইবেলের বাণী আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে দৃঢ় করে। যেমন আদিপুস্তক পাঠ করে ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা পালনে অনুপ্রাণিত হয়। নতুন নিয়মে রয়েছে যীশুর দেয়া নতুন বিধিবিধান যা আমাদের ঈশ্বর, মানুষ ও প্রতিবেশীকে ভালোবাসতে অনুপ্রাণিত করে।

বাইবেল, মানব জাতির মুক্তির ইতিহাসের ধারাবাহিক ঘটনা

বাইবেলে রয়েছে মোট ৭৩টি পুস্তক (প্রোটেস্টান্ট বাইবেলে ৬৬টি)। এই পুস্তকগুলোতে মানব জাতির মুক্তির ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

শিক্ষক তোমাদের নিচের প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে বিষয়টি সহজভাবে বোঝাতে পারেন।

আদিপুস্তক : আব্রাহামের কাছে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি, তাঁর বংশ আকাশের তারকারাজির মতো হবে এবং তারা হবে তাঁর আপন জাতি আর তার বংশেই জন্ম নিবে মানব জাতির ত্রাণকর্তা

↓

যাত্রাপুস্তক : মিশরদেশ থেকে মোশীর মাধ্যমে ইস্রায়েল জাতির মুক্তি এবং মোশির হাতে দশ আজ্ঞা প্রদান

↓

রাজাবলী : কয়েক রাজা যেমন, সলোমন ও দায়ুদের মাধ্যমে ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতিকে পরিচালনা করেন এবং দায়ুদ বংশে উদ্ধারকর্তার জন্ম নিবে এই প্রতিশ্রুতি দেন

↓

বিভিন্ন প্রবক্তাকে ঈশ্বর পাঠিয়েছেন যারা ইস্রায়েল জাতিকে ঈশ্বরের ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন এবং প্রবক্তাগণ যীশুর জন্ম বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাবাণী করেছেন

↓

বাইবেলের নতুন নিয়মে মঙ্গলসমাচারে দেখানো হয়েছে দায়ুদ বংশেই যীশুর জন্ম হয়েছে এবং যীশুই সেই মশীহ যার আসবার কথা প্রবক্তাগণ বলে গেছেন

উপহার ৯-১০

বাইবেল কুইজ প্রতিযোগিতা

শিক্ষক পূর্বের সেশনে তোমাদের ৫/৬টি দলে ভাগ করবেন এবং প্রত্যেক দলনেতাকে নির্দেশ দিবেন যেন তারা বাইবেলের নির্দিষ্ট অংশ থেকে কুইজ প্রতিযোগিতার জন্য ১০/১২টি প্রশ্ন তৈরি করে।

বাইবেল কুইজের জন্য বাইবেল থেকে নির্বাচিত বিষয়বস্তু শিক্ষক আগেই তোমাদের জানিয়ে দিবেন।

প্রত্যেক দলনেতা নিজের তৈরি প্রশ্নপত্রটি অন্য দলকে সমাধান করতে দিবে এবং সে নিজে অন্য দলেরটি সমাধান করবে। তোমরা প্রত্যেক দল ১০ মিনিটের মধ্যে প্রশ্নপত্রটি সমাধান করবে। যে বেশি নম্বর পাবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। এবার প্রত্যেক দলনেতা নিজের প্রশ্নপত্রের উত্তর জোরে পাঠ করবে যাতে অন্যরা ভুল উত্তরের সঠিক উত্তর জেনে নিতে পারে।

তথ্য মিল করো

এ সেশনে শিক্ষক তোমাকে একটি টেবিল তৈরি করে দিবেন যেটাতে প্রথম কলামে বাইবেলের পুস্তকের নাম এবং ২য় কলামে বাইবেলের কিছু ঘটনা এলোমেলোভাবে দেয়া থাকবে। তোমার কাজ হচ্ছে পুস্তকের নামের সাথে ঘটনার মিল করা। যেমন :

পুস্তকের নাম	ঘটনা
যাত্রাপুস্তক	যীশু-কে শয়তান পরীক্ষা করল
আদিপুস্তক	সাধু স্তেফান শহিদ হলেন
শিষ্যচরিত/প্রেরিত	যীশুর জন্ম
মথি	ইসরায়েলীয়রা লোহিত সাগর পাড়ি দিলেন
মার্ক	অব্রাহাম (আব্রাহাম)-এর মহাপরীক্ষা

বাইবেলের নির্দেশনা মেনে দুটি কাজ করে পরবর্তী সেশনে উপস্থাপন করবে।

উপহার ১১

Family Tree আঁকব

তুমি নিশ্চয়ই তোমার শিক্ষক সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। তিনি কোথায় থাকেন, তার পরিবারে কে কে আছে তা কি তুমি জানতে চাও? আজ তোমার শিক্ষক তার family tree (বংশতালিকা) পোস্টার পেপারে এঁকে তোমাদের দেখাব। প্রত্যেক মানুষই তার family tree বা বংশতালিকা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী কারণ এটা তার পরিচয়ের সূত্র।

তোমাকে যদি বলি প্রপিতামহ থেকে শুরু করে তুমি-পর্যন্ত family tree তৈরি করো, তুমি নিশ্চয়ই এটা করতে পারবে। তুমি একা যদি না পারো তোমার বাবা-মা তোমাকে সাহায্য করলে কাজটি সহজ হয়ে যাবে। তোমার বাবা-মা অথবা কাকা-পিসিদের কাছ থেকে দাদুর/দাদুর বাবা সম্পর্কে তথ্য নিতে পারো। যেমন : তাদের নাম ও তাদের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা জেনে নিতে পারো। তোমার কাজ সহজ করার জন্য পাশের পৃষ্ঠায় একটি family tree দেওয়া আছে, দেখো। এটা পূরণ করে, তারপরে রং করে ফেলো।

বাড়িতে গিয়ে তুমি বাবা-মাকে জিজ্ঞাসা করে তোমার দাদু/ঠাকুরদাদা, দাদি/ঠাকুরমার নাম জেনে নিবে এবং নিজের family tree তৈরি করে পরবর্তী সেশনে নিয়ে আসবে।

আমার Family Tree
এখানে তোমার নাম লিখো...

উপহার ১২-১৩

চিরকুটের খেলা

শিক্ষক ও সহপাঠীদের শুভেচ্ছা জানাও। প্রার্থনা/গানে অংশগ্রহণ করো।

দলগত আলোচনা

শিক্ষক তোমাদের ৫/৬টি দলে ভাগ করবেন। তোমরা দলে একজন দলনেতা নির্বাচন করবে। শিক্ষক চিরকুটে লেখা চারটি প্রশ্ন প্রতিটি দলে সরবরাহ করবেন। প্রশ্নগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ো।

প্রশ্নগুলো হলো :

- যীশুর জন্ম সম্পর্কে ভাববাদীগণ কী বলেছেন?
- যীশুর জন্মের ঘটনার সাথে যুক্ত আছেন যাঁরা তাদের নাম লিখ।
- যীশু কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন?
- কে যীশুর আগমনের জন্য লোকদের প্রস্তুত করেছেন?

আলোচনা শেষে দলনেতাগণ প্রশ্নগুলোর উত্তর পোস্টার পেপারে লিখে সেশনরুমের সামনে ঝুলিয়ে দিবেন। প্রতিটি দলের সদস্য অন্য দলের লেখা পড়বে । তুমি যেসব পয়েন্ট গুরুত্বপূর্ণ মনে করবে তা নিজের নোট বুকে লিখে রাখবে।

উপহার ১৪-১৮

ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি

শ্রেণি কার্যক্রমের শুরুতে সবার সাথে প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করো।

ঈশ্বর অব্রাহাম এবং ইস্রায়েল জাতিকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে যীশু দায়ূদ বংশে জন্মগ্রহণ করবেন। চলো দেখি বাইবেলে এ বিষয়ে কী লেখা আছে।

প্রভু যীশুখ্রীষ্টের বংশতালিকা

যীশুখ্রীষ্ট দায়ূদের বংশের এবং দায়ূদ অব্রাহামের বংশের লোক। [...]
মথি ১ : ১

অব্রাহামের ছেলে ইস্হাক; ইস্হাকের ছেলে যাকোব; যাকোবের ছেলে যিহূদা ও তাঁর ভাইয়েরা; যিহূদার ছেলে পেরস ও সেরহ তাঁদের মা ছিলেন তামর; পেরসের ছেলে হিষ্রোণ; হিষ্রোণের ছেলে রাম; রামের ছেলে অম্মীনাদব; অম্মীনাদবের ছেলে নহশোন; নহশোনের ছেলে সল্মোন; সল্মোনের ছেলে বোয়স তাঁর মা ছিলেন রাহব; বোয়সের ছেলে ওবেদ তাঁর মা ছিলেন রূত; ওবেদের ছেলে যিশয়; যিশয়ের ছেলে রাজা দায়ূদ।

দায়ূদের ছেলে শলোমন-তাঁর মা ছিলেন ঊরিয়ের বিধবা স্ত্রী; শলোমনের ছেলে রহবিয়াম; রহবিয়ামের ছেলে অবিয়; অবিয়ের ছেলে আসা; আসার ছেলে যিহোশাফট; যিহোশাফটের ছেলে যোরাম; যোরামের ছেলে ঊষিয়; ঊষিয়ের ছেলে যোথম; যোথমের ছেলে আহস; আহসের ছেলে হিষ্কিয়; হিষ্কিয়ের ছেলে মনঃশি; মনঃশির ছেলে আমোন; আমোনের ছেলে যোশিয়; যোশিয়ের ছেলে যিকনিয় ও তাঁর ভাইয়েরা-ইস্রায়েল জাতিকে বাবিল দেশে বন্দী হিসাবে নিয়ে যাবার সময় এঁরা ছিলেন।

যিকনিয়ের ছেলে শল্টিয়েল-ইস্রায়েল জাতিকে বাবিলে বন্দী করে নিয়ে যাবার পরে এঁর জন্ম হয়েছিল; শল্টিয়েলের ছেলে সরুব্বাবিল; সরুব্বাবিলের ছেলে অবীহূদ; অবীহূদের ছেলে ইলীয়াকীম; ইলীয়াকীমের ছেলে আসোর; আসোরের ছেলে সাদোক; সাদোকের ছেলে আখীম; আখীমের ছেলে ইলীহূদ; ইলীহূদের ছেলে ইলিয়াসর; ইলিয়াসরের ছেলে মত্তন; মত্তনের ছেলে যাকোব; যাকোবের ছেলে যোষেফ-ইনি মরিয়মের স্বামী। এই মরিয়মের গর্ভে যীশু, যাঁকে খ্রীষ্ট বলা হয়, তাঁর জন্ম হয়েছিল।

↓ লূক ৩ : ২৩-৩৮ পদ
অনুযায়ী যীশু খ্রীষ্টের
Family Tree

এইভাবে অব্রাহাম থেকে দায়ূদ পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ; দায়ূদ থেকে বাবিলে বন্দী করে নিয়ে যাবার সময় পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ; বাবিলে বন্দী হবার পর থেকে খ্রীষ্ট পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ।
মথি ১ : ২-১৭

তোমাকে একটু সহজ করে বলি

ঈশ্বরভক্ত অব্রাহাম ছিলেন ঈশ্বরের অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তি। ঈশ্বর আব্রাহামকে বলেছিলেন যে তার বংশের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত জাতি আশীর্বাদ পাবে। রাজা দায়ুদ আব্রাহামের বংশের লোক। এ দায়ুদ বংশেই যীশু জন্মগ্রহণ করেছেন। যীশুই সেই মশীহ যার জন্য ইস্রায়েল জাতি অপেক্ষা করছিল। বাইবেলের পুরাতন নিয়মে ভাববাদীদের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন দায়ুদ বংশে যীশুর জন্মের মধ্য দিয়ে সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়েছে।

যীশুর Family Tree

তোমার মতো যীশুরও বংশপরিচয় আছে। যীশুর বংশতালিকায় যাদের নাম উল্লেখযোগ্য তাদের নাম লিখে যীশুর Family Tree আঁকো। আদম-হবা থেকে শুরু করে কার কার নাম উল্লেখযোগ্য তাদের নামগুলো জানতে হবে শুধু Family Tree তৈরি করার জন্য নয়, তাদের নাম জানা দরকার কারণ তারা মানব জাতির মুক্তির ইতিহাসে ঈশ্বরের সাথে যুক্ত থেকে কাজ করেছেন।

বাপ্তিস্মদাতা যোহনের জন্মের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাবাণী

দীক্ষাগুরু যোহন যীশুর আগমনের জন্য লোকদের প্রস্তুত করেছেন। তার বাবা-মা হলেন সখরিয় ও ইলীশাবেত। ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুযায়ী অনেক বেশি বয়সে ইলীশাবেত এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। সখরিয় তার নাম দেন যোহন। চলো দেখি বাইবেলে এ বিষয়ে কী লেখা আছে।

এমন সময় ধূপ-বেদীর ডানদিকে প্রভুর একজন দূত হঠাৎ এসে সখরিয়কে দেখা দিলেন। স্বর্গদূতকে দেখে তাঁর মন অস্থির হয়ে উঠল এবং তিনি ভয় পেলেন।

স্বর্গদূত তাঁকে বললেন, "সখরিয়, ভয় কোরো না, কারণ ঈশ্বর তোমার প্রার্থনা শুনেছেন। তোমার স্ত্রী ইলীশাবেতের একটি ছেলে হবে। তুমি তার নাম রেখো যোহন। সে তোমার জীবনে মহা আনন্দের কারণ হবে এবং তার জন্মের দরুন আরও অনেকে আনন্দিত হবে, কারণ প্রভুর চোখে সে মহান হবে। ইস্রায়েলীয়দের অনেককেই সে তাদের প্রভু ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়ে আনবে। নবী (ভাববাদী) এলিয়ের মত মনোভাব ও শক্তি নিয়ে সে প্রভুর আগে আসবে। সে বাবার মন সন্তানের দিকে ফিরাবে এবং অবাধ্য লোকদের মনের ভাব বদলে ঈশ্বরভক্ত লোকদের মনের ভাবের মত করবে। এইভাবে সে প্রভুর জন্য এক দল লোককে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত করবে।"
লূক ১ : ১১-১৪, ১৬-১৭

তোমাকে একটু সহজ করে বলি

বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে যীশুর অগ্রদূত বলা হয়। কারণ যীশুর আগে এসে তিনি মানুষকে প্রস্তুত করেছেন যাতে তারা যীশুকে গ্রহণ করতে পারে। সেই আব্রাহাম থেকে শুরু করে মানুষ যুগ যুগ ধরে প্রতীক্ষা করেছে একজন মুক্তিদাতার জন্য। যোহনের জন্মের মধ্য দিয়ে আমরা নিশ্চিত হয়েছি যীশু আসছেন। যোহন শিখিয়েছেন কীভাবে পাপের ক্ষমা লাভ করে ঈশ্বরের সাথে যুক্ত থাকা যায়।

ঈশ্বর আব্রাহাম থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রবক্তার মাধ্যমে ইস্রায়েল জাতিকে জানিয়েছেন যে ঈশ্বরপুত্র যীশু দায়ুদবংশে জন্মগ্রহণ করবেন। ইলীশাবেতের যখন ছয় মাসের গর্ভ তখন স্বর্গদূত গাব্রিয়েল মারিয়াকে দেখা দিলেন। চলো দেখি, গাব্রিয়েল দূত মারিয়াকে কী বলে যীশুর জন্মসংবাদ দিয়েছিলেন।

প্রভু যীশুর জন্মের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাবাণী

ইলীশাবেতের যখন ছয় মাসের গর্ভ তখন ঈশ্বর গালীল প্রদেশের নাসরত গ্রামের মরিয়ম নামে একটি কুমারী মেয়ের কাছে গাব্রিয়েল দূতকে পাঠালেন। রাজা দায়ূদের বংশের যোষেফ নামে একজন লোকের সঙ্গে তাঁর বিয়ের কথাবার্তা ঠিক হয়েছিল। স্বর্গদূত মরিয়মের কাছে এসে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বললেন, "প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন এবং তোমাকে অনেক আশীর্বাদ করেছেন।"

এই কথা শুনে মরিয়মের মন খুব অস্থির হয়ে উঠল। তিনি ভাবতে লাগলেন এই রকম শুভেচ্ছার মানে কি। স্বর্গদূত তাঁকে বললেন, "মরিয়ম, ভয় কোরো না, কারণ ঈশ্বর তোমাকে খুব দয়া করেছেন। শোন, তুমি গর্ভবতী হবে আর তোমার একটি ছেলে হবে। তুমি তাঁর নাম যীশু রাখবে। তিনি মহান হবেন। তাঁকে মহান ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে। প্রভু ঈশ্বর তাঁর পূর্বপুরুষ রাজা দায়ূদের সিংহাসন তাঁকে দেবেন। তিনি যাকোবের বংশের লোকদের উপরে চিরকাল ধরে রাজত্ব করবেন। তাঁর রাজত্ব কখনও শেষ হবে না।"

তখন মরিয়ম স্বর্গদূতকে বললেন, "এ কেমন করে হবে? আমার তো বিয়ে হয় নি।"

স্বর্গদূত বললেন, "পবিত্র আত্মা তোমার উপরে আসবেন এবং মহান ঈশ্বরের শক্তির ছায়া তোমার উপরে পড়বে। এইজন্য যে পবিত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবেন তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে। দেখ, এই বুড়ো বয়সে তোমার আত্মীয়া ইলীশাবেতের গর্ভের ছেলের জন্ম হয়েছে। লোকে বলত তার ছেলেমেয়ে হবে না, কিন্তু এখন তার ছয় মাস চলছে। ঈশ্বরের কাছে অসম্ভব বলে কোন কিছুই নেই।"

মরিয়ম বললেন, "আমি প্রভুর দাসী, আপনার কথামতই আমার উপর সব কিছু হোক।" এর পরে স্বর্গদূত মরিয়মের কাছ থেকে চলে গেলেন।

লূক ১ : ২৬-৩৮

তোমাকে একটু সহজ করে বলি

ঈশ্বর তাঁর প্রিয় ইস্রায়েল জাতিকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ঈশ্বরপুত্র মানুষ হয়ে এ পৃথিবীতে আসবেন আর মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার করবেন। তিনি দায়ুদ বংশে এবং মারিয়া নামে এক কুমারী মেয়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করবেন। স্বর্গদূত যখন মারিয়াকে যীশুর জন্মসংবাদ দিয়েছেন তখন যোষেফের সাথে মারিয়ার বিয়ে ঠিক হয়েছিল। যোষেফ ছিলেন দায়ুদ বংশের লোক। মারিয়া ছিলেন ঈশ্বর অনুরাগী। ঈশ্বরের এ ইচ্ছাকে তিনি মেনে নিয়েছেন।

তোমরা জানো যে স্বর্গদূত গাব্রিয়েল মারিয়াকে সংবাদ দিয়েছিলেন যে মারিয়া গর্ভবতী হয়েছেন পবিত্র আত্মার প্রভাবে এবং তিনি এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিবেন। তার নাম হবে যীশু। যীশুকে মহান ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে। এ শুভ সংবাদ জানানোর জন্য মারিয়া/মরিয়ম তাঁর জ্ঞাতি বোন ইলীশাবেতের কাছে গেল।

ইলীশাবেতের ঘরে মরিয়ম

তারপর মরিয়ম তাড়াতাড়ি করে যিহূদিয়া প্রদেশের একটা গ্রামে গেলেন। গ্রামটা পাহাড়ি এলাকায় ছিল। মরিয়ম সেখানে সখরিয়ের বাড়িতে ঢুকে ইলীশাবেতকে শুভেচ্ছা জানালেন। ইলীশাবেত যখন মরিয়মের কথা শুনলেন তখন তাঁর গর্ভের শিশুটি নেচে উঠল। তিনি পবিত্র আত্মাতে পূর্ণ হয়ে জোরে জোরে বললেন, "সমস্ত স্ত্রীলোকদের মধ্যে তুমি ধন্যা এবং তোমার যে সন্তান হবে সেই সন্তানও ধন্য। আমার প্রভুর মা আমার কাছে এসেছেন, এ কেমন করে সম্ভব হল? যখনই আমি তোমার কথা শুনলাম তখনই আমার গর্ভের শিশুটি আনন্দে নেচে উঠল। তুমি ধন্যা, কারণ তুমি বিশ্বাস করেছ যে, প্রভু তোমাকে যা বলেছেন তা পূর্ণ হবে।"

লূক ১ : ৩৯-৪৫

মারিয়া (মরিয়ম)-এর মুখে ঈশ্বরের প্রশংসাগীতি

এবার প্রশংসাগীতিটি গেয়ে শোনাও।

তখন মরিয়ম বললেন,
"আমার হৃদয় প্রভুর প্রশংসা করছে;
আমার উদ্ধারকর্তা ঈশ্বরকে নিয়ে
আমার অন্তর আনন্দে ভরে উঠছে,
কারণ তাঁর এই সামান্যা দাসীর দিকে
তিনি মনোযোগ দিয়েছেন।
এখন থেকে সব লোক আমাকে ধন্যা বলবে,
তিনি আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে

যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন,
সেইমতই তিনি তাঁর দাস
ইস্রায়েলকে সাহায্য করেছেন।
অব্রাহাম ও তাঁর বংশের লোকদের উপরে
চিরকাল করুণা করবার কথা তিনি মনে রেখেছেন।”
লুক ১ : ৪৬-৪৮, ৫৪-৫৫

তোমাকে একটু সহজ করে বলি

মারিয়া ইলীশাবেতের কাছে যীশুর জন্ম সংবাদ দিতে গেল। ইলীশাবেত মারিয়াকে দেখে খুবই খুশি হলেন,। তিনি নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করলেন কারণ তাঁর প্রভুর মা তাঁর কাছে গিয়েছে। মারিয়া/মরিয়ম নারীকুলে ধন্যা কারণ তিনি ঈশ্বরপুত্র যীশুর মা। মারিয়া/মরিয়ম দ্বিধাহীন মনে বিশ্বাস করেছেন যে ঈশ্বর যা বলেছেন তা পূর্ণ হবে। ইলীশাবেতের সম্ভাষণ পেয়ে মারিয়া/মরিয়ম আনন্দচিত্তে ঈশ্বরের প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, তিনি ঈশ্বরের এ মহান করুণার জন্য কৃতজ্ঞ।

ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার করার জন্য মুক্তিদাতা ঈশ্বরকে পাঠাবেন। মানুষ যাতে যীশুকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকে এজন্য ঈশ্বর যোহনকে আগে পাঠিয়েছেন। যোহন মানুষ কে শিখিয়েছে কিভাবে নিজেকে সংশোধন করে ঈশ্বরের ভালোবাসা পাওয়া যায়। চলো এ বিষয়ে বাইবেল থেকে পাঠ করি।

বাপ্তিস্মদাতা যোহনের জন্ম

সময় পূর্ণ হলে পর ইলীশাবেতের একটি ছেলে হল। তাঁর উপর প্রভুর প্রচুর করুণার কথা শুনে প্রতিবেশীরা ও আত্মীয়েরা তাঁর সঙ্গে আনন্দ করতে লাগল। যিহূদীদের নিয়মমতো আট দিনের দিন তারা ছেলেটির সুন্নত

করাবার কাজে যোগ দিতে আসলো। তারা ছেলেটির নাম তার বাবার নামের মত সখরিয় রাখতে চাইল, কিন্তু তার মা বললেন, "না, এর নাম যোহন রাখা হবে।"

তারা ইলীশাবেতকে বলল, "আপনার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে তো কারও ঐ নাম নেই।"

তারা ইশারা করে ছেলেটির বাবার কাছ থেকে জানতে চাইল তিনি কি নাম দিতে চান। সখরিয় লিখবার জিনিস চেয়ে নিয়ে লিখলেন, "ওর নাম যোহন।"

লূক ১ : ৫৭-৬৩

সেই শপথ তিনি আমাদের পূর্বপুরুষ
অব্রাহামের কাছে করেছিলেন।
তিনি শত্রুদের হাত থেকে
আমাদের উদ্ধার করেছেন
যেন যতদিন বেঁচে থাকি
পবিত্র ও সৎভাবে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে
নির্ভয়ে তাঁর সেবা করতে পারি।
সন্তান আমার,
তোমাকে মহান ঈশ্বরের নবী বলা হবে,
কারণ তুমি তাঁর পথ ঠিক করবার জন্য
তাঁর আগে আগে চলবে।
তুমি তাঁর লোকদের জানাবে,
কিভাবে আমাদের ঈশ্বরের করুণার দরুন
পাপের ক্ষমা পেয়ে
পাপ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়।
তাঁর করুণায় স্বর্গ থেকে এক উঠন্ত সূর্য
আমাদের উপর নেমে আসবেন,

লূক ১ : ৭৩-৭৮

তোমাকে একটু সহজ করে বলি

বাপ্তিস্মদাতা যোহনের জন্ম মানুষের পরিত্রাণের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কীভাবে পাপের ক্ষমা পেয়ে ঈশ্বরের দয়া লাভ করা যায় তা তিনি আমাদের শিখিয়েছেন। তিনি যীশুর আগে এসেছেন মানুষকে প্রস্তুত করার জন্য যাতে তারা যীশুর দেখানো পথ অনুসরণ করতে পারে।

উপহার ১৯-২০

ছবি আঁকা

শিক্ষককে শুভেচ্ছা জানাও। গত সেশনগুলোতে তোমরা ঈশ্বরের মহা পরিকল্পনা অনুযায়ী কীভাবে বাপ্তিস্মদাতা যোহন এবং যীশু জন্মগ্রহণ করেছেন তা জানতে পেরেছ। আজ শিক্ষক তোমাদের একটি মজার কাজ দিবেন।

সুন্দর একটি ছবি আঁকো

মারিয়ার গর্ভে মুক্তিদাতা যীশুর জন্ম, এ সুসংবাদ দিতে ইলীশাবেতের বাড়িতে মারিয়া – এ বিষয়ের ওপর তুমি নিশ্চয়ই একটি ছবি আঁকতে পারবে। তুমি কল্পনা কর যে মারিয়া পাহাড়ি পথ দিয়ে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে। তারপর ইলীশাবেতের বাড়িতে পৌঁছে গেছে, ইলীশাবেত ঘর থেকে বেরিয়ে বোনকে অর্থাৎ মুক্তিদাতার মাকে উৎফুল্ল হয়ে জড়িয়ে ধরেছে। তোমার অন্য সহপাঠীরাও ছবি আঁকছে। নির্দিষ্ট সময়ে ছবি আঁকা শেষ হলে শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী বুলেটিন বোর্ডে লাগিয়ে দাও। তারপর অন্যদের ছবিগুলো লক্ষ করো । তোমাদের সবার আঁকা ছবিই ভিন্ন ভিন্নভাবে সুন্দর হয়েছে, তাই না? কারণ তোমাদের কল্পনা ভিন্ন ভিন্ন।

বাড়ির কাজ

শিক্ষক তোমাদের ৪/৬টি দলে ভাগ করবেন। নিজ দলের দলনেতা নিজেরাই তৈরি করবে। অভিনয়ের বিষয়বস্তু – সখরিয়ের সাথে স্বর্গদূতের এবং ইলীশাবেতের সাথে মারিয়ার কথোপকথন। দুটি বিষয় থেকে তোমার দল যেকোনো একটি বিষয় বেছে নিবে। তুমি মনে মনে ঠিক করে ফেলো কোন চরিত্রে তুমি অভিনয় করবে। নির্দিষ্ট সময় পরে শিক্ষকের কাছে script জমা দাও। তিনি প্রয়োজনীয় সংশোধন দিবেন। শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী অভিনয়ের জন্য পরবর্তী সেশনে প্রস্তুত হয়ে আসবে।

দলে তোমার যে চরিত্রটি পড়েছে তার সাপেক্ষে যে পোশাকটি হতে পারে সেটাও নির্বাচন করে ফেলো। প্রয়োজনে তোমার শিক্ষক বা পিতা-মাতা/অভিভাবকের সাহায্য নাও। একটা বিষয় হতে পারে যে, সেই সময় মানুষেরা কেমন পোশাক পরিধান করত সেটা তুমি জেনে নিতে পারো এবং এরপর চেষ্টা করতে পারো যে ওরকম পোশাকের ব্যবস্থা তুমি করতে পারো কি না।

উপহার ২১–২২

ভূমিকাভিনয়

অভিনয়ের স্থানটি তোমাদের প্রয়োজনমতো সাজিয়ে ফেলো। অভিনয়ের জন্য তোমার চরিত্রের পোশাকটিও তুমি পরে ফেলো। তোমার বন্ধুকেও তা করতে সাহায্য করো। শিক্ষক বলবেন যে অভিনয়ের জন্য তোমরা পাঁচ মিনিট সময় পাবে। ঐ সময় সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করো।

অবসরে ভূমিকাভিনয়ের দৃশ্যগুলো ভেবে একটি ছবি এঁকে ফেলো।

উপহার ২৩

শিক্ষকের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো

প্রিয় শিক্ষার্থীরা, বাইবেল পাঠ ও ভূমিকাভিনয় থেকে বুঝতে পেরেছ যে যীশুর জন্ম মানব জাতির পাপ থেকে মুক্তির ইতিহাসে ঈশ্বরের মহাপরিকল্পনা। এই পরিকল্পনায় কাজ করার জন্য ঈশ্বর যাদের বেছে নিয়েছেন তাদের ঈশ্বরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও নির্ভরতা ছিল। সখরিয়, ইলীশাবেত, মারিয়া – প্রত্যেকেই যীশুর আগমনের পথকে নিরবচ্ছিন্ন করতে নিজের জীবন সঁপে দিয়েছেন। এ বিষয়ে যদি তোমাদের মনে কোনো প্রশ্ন থাকে তবে শিক্ষককে জিজ্ঞেস করতে পারো। তোমার সামনে যখন কোনো ভালো কাজ করার সুযোগ আসে তুমি তখন কি তা উৎসাহ নিয়ে করো? মনে রাখবে যে ভালো কাজ করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়। ঈশ্বরভক্ত লোকেরা যীশুর আসার প্রতীক্ষায় ছিলেন। আমরা খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা বিশ্বাস করি যে যীশু আবার আসবেন শেষ বিচারের দিন। এজন্য আমরা প্রার্থনা, ভালো কাজ, ও উপবাসের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করি। আমরা যীশুর জন্ম, মৃত্যু, পুনরুত্থান এবং পুনরাগমনে বিশ্বাস করি। আমরা পবিত্রভাবে জীবনযাপন করি যাতে শেষ বিচারের দিন যীশুর সাথে স্বর্গরাজ্যে যেতে পারি।

যীশুকে গ্রহণ করতে নিজেকে প্রস্তুত করো

আজ হতে দুই হাজার বছর পূর্বে যীশু এসেছিলেন। তিনি তাঁর শিক্ষা, উপদেশ ও আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন কীভাবে মানুষ ঈশ্বরের সন্তান হয়ে উঠতে পারে এবং স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হতে পারে। ভালোবাসা, প্রার্থনা, উপবাস, পরোপকার, দয়া, ক্ষমা – এর মধ্যে কোনটি করে তুমি নিজেকে প্রস্তুত করবে যাতে যীশুকে গ্রহণ করতে পারো?

যেকোনো দুইটি কাজ করে পরবর্তী সেশনে উপস্থাপন করবে।

উপহার ২৪-২৫

উপস্থাপন

তোমার শিক্ষক ও সহপাঠীদের শুভেচ্ছা জানাও। তুমি কি প্রশংসামূলক প্রার্থনা করতে পারো? শিক্ষকের অনুমতি নিয়ে আজ সেশনের শুরুতে তুমি একটি প্রশংসামূলক প্রার্থনা বলতে পারো।

উপস্থাপনা

পূর্ববর্তী সেশনে শিক্ষকের দেয়া নির্দেশনা অনুযায়ী তুমি যে দুটি কাজ করেছ তা ছক আকারে লিখে আজ উপস্থাপন করবে। নিচে নমুনা দেয়া হলো–

প্রার্থনা	প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাইবেল পাঠ এবং প্রার্থনা করি।	প্রতি রবিবারে প্রার্থনায় যোগ দেই।
ক্ষমা	পরিবারে ছোট বোন অন্যায় করে অনুতপ্ত হয়েছে আর আমি তাকে ক্ষমা করেছি।	সহপাঠী বা বন্ধু খারাপ আচরণ করেছে আর আমি তাকে ক্ষমা করেছি।

এ ভালো কাজগুলো নিয়মিত করে তুমি নিজেকে প্রস্তুত করতে পারবে যীশুকে গ্রহণ করার জন্য, এভাবে যীশুর শিক্ষা অনুসরণ করে তুমি একজন পবিত্র মানুষ হয়ে উঠতে পারো। সেশন শেষে শিক্ষককে ধন্যবাদ জানাও।

উপহার ২৬-২৭

মণ্ডলীর ঐতিহ্য জানব

প্রিয় শিক্ষার্থী, শিক্ষক আজ শ্রেণিকক্ষে মণ্ডলীর ঐতিহ্য ও শিক্ষা সম্পর্কে তোমাদের কয়েকটি পুস্তক ও কিছু দ্রব্যাদি দেখাবেন। তোমাদের কাছে কিছুটা নতুন মনে হতে পারে আবার একটু কঠিনও লাগতে পারে। তুমি ভয় পেয়ো না, শিক্ষক সহজ করেই পরিচালনা করবেন।

শিক্ষক তোমাদের কিছু পুস্তক ও জিনিস দেখাবেন যা চার্চে ও পরিবারে ব্যবহৃত হয়। এরকম পুস্তক বা দ্রব্যাদি তোমার ঘরেও কিছু কিছু থাকতে পারে। এগুলোর কয়েকটি তুমি আগে দেখেছ। কোনো কোনো জিনিস তোমার কাছে নতুন মনে হবার কারণ হলো, বাংলাদেশে বিভিন্ন মণ্ডলীতে এই পুস্তক ও জিনিসগুলো ব্যবহৃত হয়, যার সব কটি হয়তো তুমি চেনো না। বইগুলোর মধ্যে তুমি দেখতে পাবে ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলী কর্তৃক ব্যবহৃত service order, পুস্তিকা, বাইবেল, বাইবেল সহায়িকা, গান বই, অনুষ্ঠানসূচি পুস্তিকা ইত্যাদি। পরের পাতায় এরকম কিছু পুস্তিকার ছবি দেওয়া আছে। কিছু কিছু জিনিস বিভিন্ন পর্বে ও অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয় যেমন– খেজুর পাতা, তেল, দ্রাক্ষারস সহ অন্যান্য।

এসো পুস্তক ও জিনিসগুলো স্পর্শ করি

টেবিলের উপর service order, অনুষ্ঠানসূচি পুস্তিকা, গান বই, বাইবেল, বাইবেল সহায়িকা, খেজুর পাতা, তেল ও দ্রাক্ষারস এই সমস্ত জিনিসগুলো এক এক করে শিক্ষক তোমাদের দেখাবেন। তিনি এগুলোর নাম বলবেন না। তুমি ঐ পুস্তক ও জিনিসগুলোর নাম মনে রাখতে চেষ্টা করবে। অবশ্য তুমি তোমার নোট খাতায় লিখেও রাখতে পারো। তারপর শিক্ষক তোমাদের ঐ পুস্তক ও জিনিসগুলো হাত দিয়ে স্পর্শ করতে বলবেন। তুমি যদি হাত দিয়ে স্পর্শ করো তাহলে তোমার ভালো লাগবে। কারণ ঐ পুস্তকগুলো আগে হয়তো তুমি কখনো স্পর্শ করোনি। তুমি প্রত্যেকটি জিনিস হাত দিয়ে স্পর্শ করে দেখো। এতে একটু সময় লাগতে পারে কিন্তু শিক্ষক তোমাদের সময় প্রদান করবেন।

তোমার অনুভূতিগুলো বলতে চেষ্টা করো

শিক্ষক তোমাকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন। তুমি যতটুকু পারো বলতে চেষ্টা করো। তোমাকে অন্যের কথাগুলো ভালোভাবে শুনতে হবে, তাহলে তুমি ঐ জিনিসগুলো সম্পর্কে আরও ধারণা লাভ করবে।

প্রশ্নগুলো হলো :

- তোমরা কী কী জিনিস দেখেছ?
- ওগুলো স্পর্শ করতে তোমাদের কেমন লেগেছে?

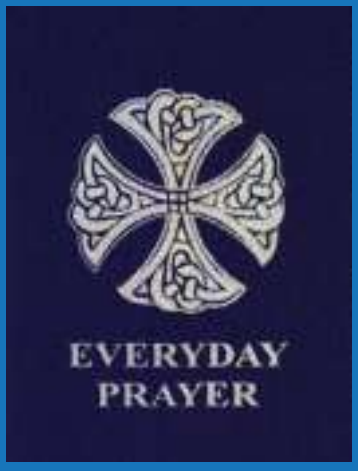

↑ ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলী কর্তৃক ব্যবহৃত বিভিন্ন পুস্তিকা

- জিনিসগুলো কী কী অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা হয়?
- জিনিসগুলো কোথায় ব্যবহার করা হয়?
- চার্চে কী কী অনুষ্ঠান, পর্ব বা রীতি-নীতি পালন করা হয়?

উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করা

তুমি সকল কিছুতে উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করো কি না শিক্ষক তা পর্যবেক্ষণ করবেন। তাই তুমি সকল কিছুতে উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করো।

উপহার ২৮-৩১

গীর্জা/ চার্চে অংশগ্রহণ করব

তোমাদের পিতা-মাতা বা অভিভাবকের কাছ থেকে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখে আনতে হবে। প্রশ্নগুলো শিক্ষক তোমাদের print করে দিবেন। যদি print না করেন তাহলে তোমাদের লিখে নিতে হবে। তোমরা যখন পিতা-মাতা ও অভিভাবকের কাছ থেকে প্রশ্নগুলো করবে তখন তাদের সাথে বিনম্র আচরণ কববে। পিতা-মাতা বা অভিভাবক যদি কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারেন তাহলে কোনো সমস্যা নেই, পিতা-মাতা বা অভিভাবক যেন বিব্রতকর পরিস্থিতির মধ্যে না পড়েন।

তোমাদের পিতা-মাতা বা অভিভাবককে যে প্রশ্নগুলো করতে হবে তা নিম্নরূপ :

- মণ্ডলীতে কী কী ঐতিহ্য আছে?
- কোন কোন সময় সেগুলো পালন করা হয়?
- কীভাবে পালন করা হয়?
- ঐতিহ্যগুলো পালনের মাধ্যমে কী শিক্ষা পাওয়া যায়?
- কেন এই অনুষ্ঠান বা পর্বগুলো পালন করা হয়?

চার্চে অংশগ্রহণ করো

বিশেষ পর্বে তোমাকে যে কোনো একটি চার্চে অংশগ্রহণ করতে হবে। তুমি যে চার্চে অংশগ্রহণ করবে সেই চার্চের ফাদার বা পাস্টরের কাছ থেকে মণ্ডলীর ঐতিহ্য ও শিক্ষাগুলো জেনে আসবে। তুমি সেগুলো কাগজে লিখবে। তারপর তুমি যা জেনেছ তা অন্যজনের কাছে বদল করবে। এই কাজের মধ্য দিয়ে তোমরা অন্যের কাছ থেকে পাওয়া ঐতিহ্য ও শিক্ষাগুলো জানতে পারবে। এর ফলে মণ্ডলীর ঐতিহ্য সম্পর্কে তোমাদের ধারণা আরও বৃদ্ধি পাবে। তুমি অন্যের কাছ থেকে পাওয়া নতুন ধারণাগুলো লিখে রাখবে। তোমার নিজের ধারণা ও অন্যের কাছ থেকে পাওয়া ধারণাগুলো সমন্বয় করে মণ্ডলীর ঐতিহ্যের একটি তালিকা তৈরি করতে হবে।

উপহার ৩২-৩৩

ঐতিহ্যগুলোর তালিকা

আজকে তোমাদের দুটি দল করা হবে। দুটি দল থেকে দুজন দলনেতা তৈরি করা হবে অথবা স্বেচ্ছায় দল তৈরি করতে হতে পারে। তোমার পিতা-মাতা বা অভিভাবকের কাছ থেকে পাওয়া ধারণাগুলো দলগতভাবে আলোচনা করতে হবে।

শিক্ষক আলোচনার জন্য সময় নির্ধারণ করে দিবেন। আলোচনার মাধ্যমে মন্ডলীর ঐতিহ্যসমূহের একটি তালিকা তোমাদের তৈরি করতে হবে। তালিকা তৈরি করার জন্য তোমাদের ২০মিনিট সময় দেয়া হবে। তালিকা তৈরি শেষে শ্রেণিকক্ষে তোমাকে উপস্থাপন করতে হবে। যে ঐতিহ্য ও শিক্ষাগুলো তোমার পালন করতে আনন্দ লাগে তা নির্ধারণ করো।

↓ একজন যাজক/পুরোহিত একটি শিশুকে বাপ্তিস্ম দিচ্ছেন। আলোকচিত্র/রেভারেন্ড রোনাল্ড দিলীপ সরকার

উপহার ৩৪-৩৮

মণ্ডলীর শিক্ষা ও গুরুত্ব বুঝব

আজকে তোমাদের শিক্ষক মন্ডলীর ঐতিহ্য ও শিক্ষার ওপর বিশদভাবে ব্যাখ্যা করবেন। শিক্ষক যখন ব্যাখ্যা করবেন তখন কোনো কঠিন বিষয় থাকলে প্রশ্ন করে জেনে নিও।

মণ্ডলীর ঐতিহ্য ও শিক্ষাসমূহ উপস্থাপন

পবিত্র বাইবেল খ্রীষ্টিয় মতবাদের প্রাথমিক ও একমাত্র উৎস। পবিত্র বাইবেল নিজেই একমাত্র চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ কিন্তু ঐতিহ্যগুলো বিশ্বাসের অনুশীলনে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। যে সমস্ত নিয়মাবলি মান্ডলীক কার্যক্রমে যুগ যুগ ধরে চর্চা হয়ে আসছে তাকে মান্ডলীক ঐতিহ্য বলা হয়। যাকে খ্রীষ্টধর্ম বিশ্বাসের স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতিও বলা হয়। ঐতিহ্যসমূহ মান্ডলীক অনুশীলন ও বিশ্বাসের অংশ। যুগ যুগ ধরে ঐতিহ্যসমূহ মন্ডলীর কার্যক্রমের মান বজায় রেখে মন্ডলীকে সুশৃঙ্খলার সাথে পরিচালনা করতে সহায়তা করছে। ঐতিহ্যগুলো পবিত্র বাইবেল নির্দেশিত। যীশুর সময় লোকেরা মানব সৃষ্ট কিছু কিছু নিয়ম পালন করছিল। যীশু তাদের সতর্ক করে বলেছেন, "আপনারা তো ঈশ্বরের দেওয়া আদেশগুলো বাদ দিয়ে মানুষের দেওয়া চলতি নিয়ম পালন করছেন।" যীশু তাদের আরও বললেন, "ঈশ্বরের আদেশ বাদ দিয়ে নিজেদের চলতি নিয়ম পালন করবার জন্য বেশ ভাল উপায়ই আপনাদের জানা আছে" (মার্ক ৭ : ৮-৯)। ঐতিহ্যগুলো প্রধানত মন্ডলী কর্তৃপক্ষের ঐতিহাসিক শিক্ষা যেমন চার্চ কাউন্সিল, পোপ, কনস্টান্টিনোপলের প্যাট্রিয়ার্ক, ক্যান্টারবারির আর্চবিশপ, চার্চের আধ্যাত্মিক পিতাগণ, চার্চ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতাগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে ধর্মমত, শৃঙ্খলা, উপাসনা এবং ভক্তিতে ধর্মীয় ঐতিহ্যের বিকাশ ঘটেছে।

বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের খ্রীষ্ট মন্ডলী রয়েছে। মন্ডলীর কিছু কিছু বিশ্বাসও আলাদা। রোমান ক্যাথলিক মন্ডলীসহ কিছু কিছু মন্ডলী ধর্মানুষ্ঠানগুলোকে সাতটি শ্রেণিতে শ্রেণিবদ্ধ করেছে। এগুলো হলো দীক্ষার ধর্মানুষ্ঠান বা সংস্কার : বাপ্তিস্ম (এই অনুষ্ঠানের একটি ছবি আগের পাতায় দেওয়া আছে), প্রভুর ভোজ ও হস্তার্পণ। নিরাময়ের সংস্কার : পাপ স্বীকার ও অন্তিমলেপন। সেবার সংস্কার : যাজকবরণ ও বিবাহ। এই ৭টি সংস্কার ১৪৩৯ সালে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অব ফ্লোরেন্স কর্তৃক নির্ধারিত হয়। পরে ১৫৪৫-১৫৬৩ সালের মধ্যে কাউন্সিল অব ট্রেন্ট থেকে চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করা হয়। রোমান ক্যাথলিক মন্ডলীর বিশ্বাসীগণ নাইসীয় ক্রীড (বিশ্বাসমন্ত্র/বিশ্বাসসূত্রে) বিশ্বাস করেন।

রোমান ক্যাথলিক মন্ডলী ছাড়াও অন্যান্য মন্ডলী বাংলাদেশ রয়েছে তাদেরকে প্রোটেস্ট্যান্ট বলা হয়। তাদের মধ্যে এ্যাডভেন্টিস্ট, এ্যাংলিকান, ব্যাপ্টিস্ট, লুথারান, মেথোডিস্ট, পেন্টিকস্টাল, এ্যাসেম্বলিজ অব গড, ন্যাজ্যারিন, প্রেসব্রিটারিয়ান ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। প্রোটেস্টান্ট মন্ডলীগুলোর মধ্যে কোনো কোনো মন্ডলীতে সংস্কারের পরিবর্তে অধ্যাদেশ কথাটি ব্যবহার করা হয়। যেমন– ব্যাপ্টিষ্ট মন্ডলীতে দুটি অধ্যাদেশ আছে। পবিত্র প্রভুর ভোজ ও অবগাহন।

বাইবেল পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়ম দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। বাইবেল ঈশ্বর নিশ্বসিত বাক্য। পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় লেখা হয়েছে। বাক্য পাঠ, প্রার্থনা, উপবাস, দান করার মতো বিষয়গুলোও কোনো কোনো মণ্ডলীর ঐতিহ্য। যাজকীয় বস্ত্র, উপাসনা পরিচালনার রীতি-নীতি ও উপাসনা পরিচালনার ধারাবাহিকতাও কোনো কোনো মণ্ডলীর ঐতিহ্য। খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর ঐতিহ্যগুলোর মধ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা পর্ব পালন করা হয়। যেমন– আগমনকাল (Advent), বড়দিন (Christmas), উপবাসকাল (Lent), খর্জ্জুরপত্র রবিবার (Palm Sunday), পুণ্য সপ্তাহ (Holy Week), যীশুর মৃত্যু (Good Friday), যীশুর পুনরুত্থান (Easter), যীশুর স্বর্গারোহণ (Ascension), পবিত্র আত্মার অবতরণ (Pentecost), ইত্যাদি।

মণ্ডলীর ঐতিহ্য ও শিক্ষাগুলোর উপকারিতা

- ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের প্রশংসা করা : বিশ্বাসী হিসেবে আমরা বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর প্রশংসা করা ন্যায়সংগত। তিনি সমস্ত প্রশংসা পাবার যোগ্য। ঐতিহ্যগুলো ঈশ্বরকে প্রশংসা করার নির্দেশনা প্রদান করে।
- বাইবেলের শিক্ষাগুলো প্রয়োগ করা : পবিত্র বাইবেল অনুযায়ী মণ্ডলীর সদস্যপদ লাভ, বাপ্তিস্ম, উপাসনা, বিবাহসহ পবিত্র কার্যক্রমগুলো মণ্ডলীতে প্রয়োগ করার মধ্য দিয়ে একটি শৃঙ্খলা ও অনুশীলন প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ধর্মীয় বিশ্বাসকে সমুন্নত রাখা : ঐতিহ্যগুলো চর্চা করার মধ্য দিয়ে ভ্রান্ত শিক্ষা প্রতিরোধ করা হয়। পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা, বিশ্বাস ও অনুশীলন স্বীকার করা হয়। ধর্মীয় বিশ্বাস দৃঢ় হতে সহায়তা করে।
- ইতিহাস সমর্থন করা : ইতিহাসের আরও বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে মণ্ডলীর ঐতিহ্যগুলো সত্যিকারের ইতিহাস থেকে এসেছে। এগুলো কোনো বিজ্ঞাপন বা মনস্তাত্ত্বিক কারসাজির দ্বারা সৃষ্ট নয় বরং ঈশ্বরের বাক্যের নিয়মিত ও শক্তিশালী ব্যাখ্যামূলক প্রচারের মাধ্যমে এসেছে। ঐতিহ্যগুলো ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা সমর্থিত।

শিক্ষক তোমাদের উপরোক্ত বিষয়গুলো সহজ করে বুঝিয়ে বলবেন। মনে রেখো তোমাকে আগ্রহের সাথে মণ্ডলীর ঐতিহ্য ও শিক্ষাগুলো শিখতে ও ধারণ করতে হবে। বিষয়গুলো একটু কঠিন হলেও কখনো বিরক্ত হবে না।

উপহার ৩৯-৪১

ঐতিহ্য ও শিক্ষার চর্চা

তুমি মন্ডলীর ঐতিহ্য ও শিক্ষা সম্পর্কে যা শিখেছো তার প্রেক্ষিতে কমপক্ষে ৪টি ঐতিহ্য সম্পর্কে তোমাকে শ্রেণিকক্ষে বলতে হবে। ঐ চারটি বিষয়ের মধ্য থেকে যে দুইটি বিষয় তোমাকে আকৃষ্ট করেছে তা তোমাকে তোমার নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে হবে। এ কাজ তুমি নিজে করতে পারো, তোমার সহপাঠীকে নিয়েও করতে পারো। তুমি ঐতিহ্যগুলো কীভাবে নিজের জীবনে প্রয়োগ করেছ তা পরবর্তী সময়ে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।

শিক্ষক তোমাকে উপস্থাপন করতে সহযোগিতা করবেন। উপস্থাপনের জন্য তোমার যদি কোনো সরঞ্জাম প্রয়োজন হয় তাও শিক্ষক তোমাকে সরবরাহ করবেন। উপস্থাপন শেষে তোমার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তা তুমি করতে পারো। তোমাকে যদি তোমার সহপাঠী কোনো প্রশ্ন করে তার উত্তর দেবার জন্য তুমি প্রস্তুত থেকো। তুমি তাদের সহজভাবে বুঝিয়ে বোলো।

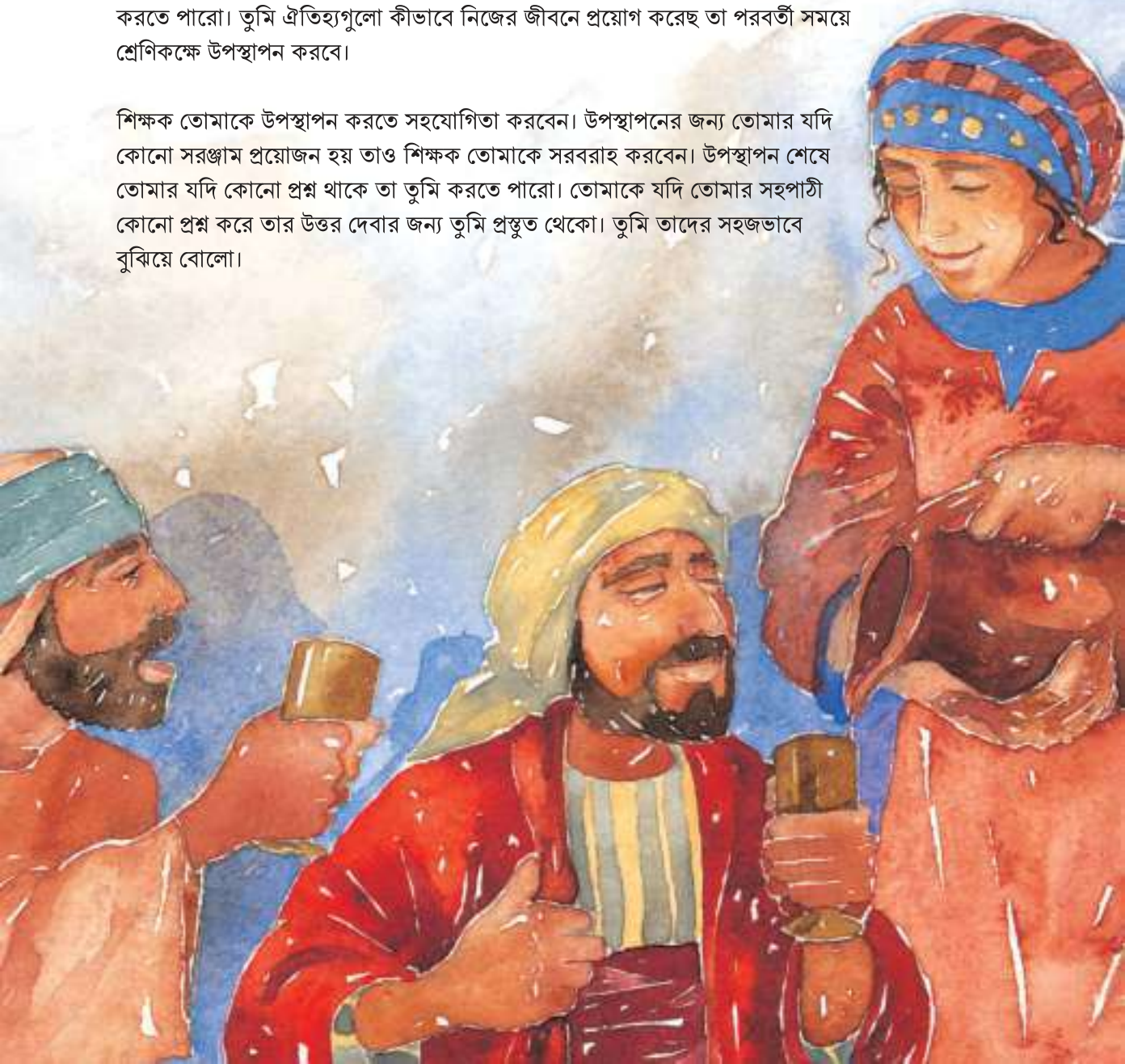

অঞ্জলি ২

প্রিয় শিক্ষার্থী, এ অঞ্জলি চলাকালীন শিক্ষক তোমাকে flash card-এর খেলা ও বিভিন্ন চমৎকার খেলার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর ও তাঁর দেহ ধারণ, ঈশ্বরে বিশ্বাস ও তাঁর ইচ্ছা পালন সম্পর্কে ধারণা দিবেন। শৌলের মন পরিবর্তনের গল্প শুনে তুমিও সব সময় ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস করতে অনুপ্রাণিত হবে। তুমি নিজেকে রূপান্তর করে ভালো মানুষ হতে পারবে।

উপহার ১

Brainstorming/মাথা খাটাই

প্রিয় শিক্ষার্থী, শিক্ষক এই সেশনটি একটি ছোট প্রার্থনার মধ্য দিয়ে শুরু করতে পারেন। তিনি তোমাকেও প্রার্থনায় নেতৃত্ব দিতে বলতে পারেন। তুমি আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে পারো।

এরপর তিনি তোমাদের পূর্ব থেকে জানা বিষয়ের ওপর নিচের প্রশ্নগুলো করতে পারেন। তুমি চাইলে আগে থেকে একটু চিন্তা করে রাখতে পারো।

প্রশ্নগুলো প্রথমে তোমরা চিন্তা করবে, এরপর উত্তরগুলো নিজ নিজ খাতায় লিখবে।

- আদিতে কোন কোন ভাববাদীর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করতেন?
- বিভিন্ন ভাববাদীর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর কীভাবে তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করতেন?
- দীক্ষাগুরু যোহন কার আগমনের ঘোষণা দিয়েছিলেন?
- ঈশ্বর মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার করতে কাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন?
- ঈশ্বরের বাক্য কী রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে এসেছিলেন?

তোমাদের লেখা শেষ হলে শিক্ষক তোমাদের উত্তরগুলো জিজ্ঞেস করবেন। তোমরা খুব মনোযোগ সহকারে কাজটি করবে কিন্তু।

এরপর নিচের শূন্যস্থানগুলো পূরণ করতে হবে। একটু চিন্তা করে রাখতে পারো।

আদিতে _____ ছিলেন। _____ ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন এবং বাক্য নিজেই _____ ছিলেন।

উপহার ২

Flash Card-এর খেলা

এরপর শিক্ষক তোমাদের একটি মজার খেলা খেলতে বলতে পারেন। খেলাটি কার্ড দিয়ে খেলতে হতে পারে। শিক্ষকের দিক নির্দেশনা মনোযোগ সহকারে শোনো এবং আনন্দের সাথে সহপাঠী-বন্ধুদের সাথে খেলায় অংশগ্রহণ করো।

এ খেলাটি শিক্ষক তোমাদের বুঝিয়ে দিবেন। তোমাদের সবাইকে একটি করে একেক রঙের কার্ড দেওয়া হবে। এরপর তোমাদের একটি প্রশ্ন দিবেন। সে প্রশ্নের উত্তর তোমরা কার্ডে লিখবে।

যে প্রশ্নটির উত্তর কার্ডে লিখতে হবে সে প্রশ্নটি হলো, ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের বিশ্বাস কীভাবে তোমরা প্রকাশ করবে? কিছু সময় চিন্তা করে তোমরা এর উত্তরটি নিজ নিজ কার্ডে লিখবে। এ কাজটি করার জন্য ৫ মিনিট সময় পাবে। কার্ডের লেখা শেষ হলে শিক্ষক একে একে তোমাদের উত্তরটি উচ্চস্বরে পড়ে শোনাতে বলবেন এবং তোমার লেখা কার্ডটি টাঙানো পোস্টার পেপারে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিতে বলবেন। পোস্টারটি তৈরি করতে তুমি অনেক মজা পাবে। পোস্টারটির দেখতে কেমন হবে তার একটি নমুনা ডান দিকে দেখো।

তোমাদের ধারণাগুলো সুন্দরভাবে প্রকাশের জন্য শিক্ষক তোমাদের প্রশংসিত করবেন।

বাড়ির কাজ

বাড়িতে তোমাদের একটি কাজ করতে হতে পারে। তোমাদের ভাবতে হবে যে তোমরা কীভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস করো। তোমাদের নিশ্চয়ই নিজস্ব কিছু ভাবনা বা ধারণা আছে। তার পাশাপাশি তোমাদের বাড়ির কাজ হলো তোমাদের পিতা-মাতা/অভিভাবকের সাথে এই বিশ্বাসের বিষয়ে আলোচনা করে আসা।

শিক্ষককে ধন্যবাদের সাথে বিদায় সম্ভাষণ জানাও।

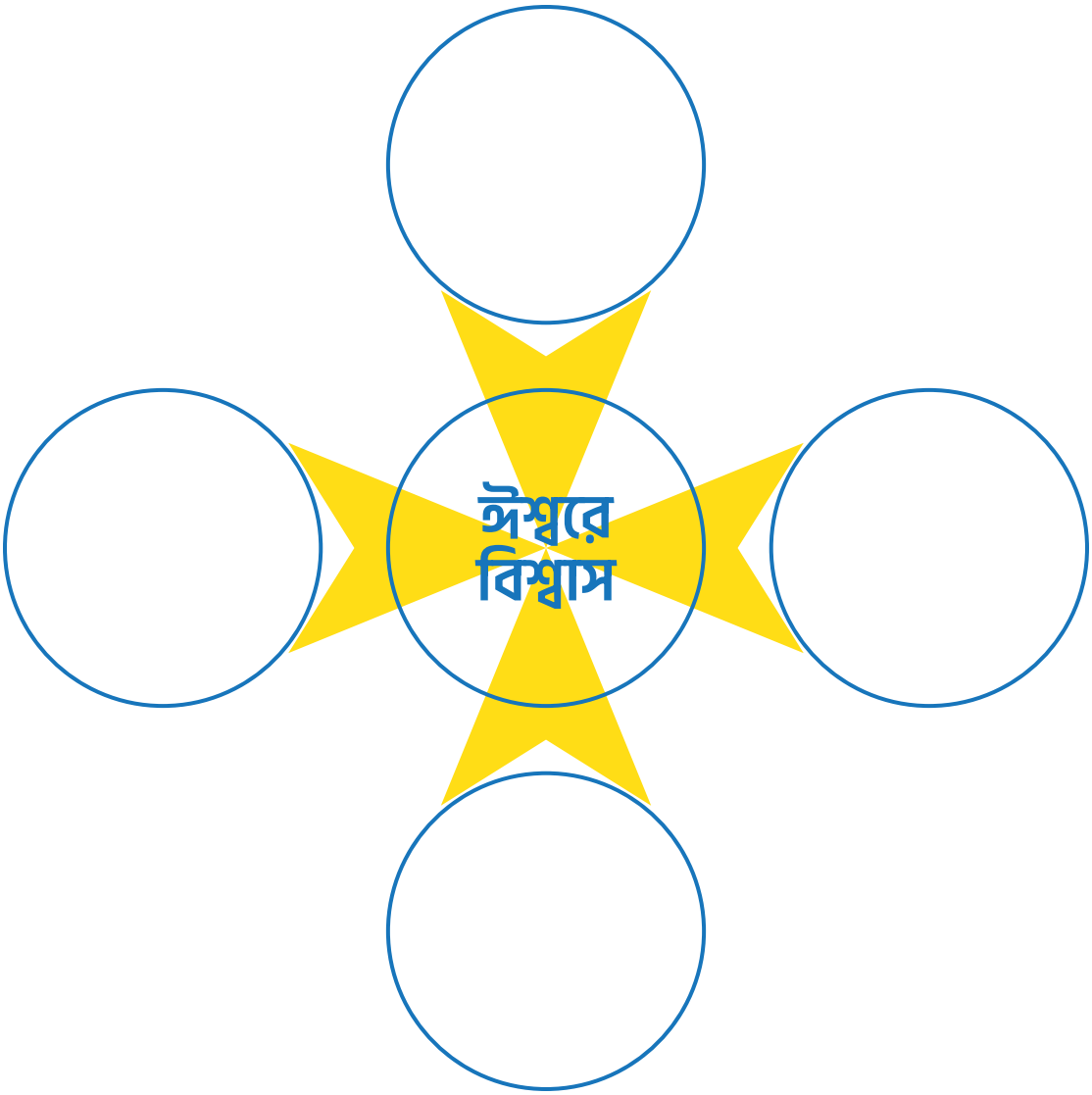
ঈশ্বরে
বিশ্বাস

উপহার ৩-৪

ঈশ্বর ও তাঁর দেহধারণ

প্রিয় শিক্ষার্থী, শিক্ষক এই সেশনটি একটি ছোট প্রার্থনার মধ্য দিয়ে শুরু করতে পারেন। তিনি তোমাকেও প্রার্থনায় নেতৃত্ব দিতে বলতে পারেন। তুমি আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে পারো। সামনের কোনো সেশনে তোমাদের কিন্তু একটি দেয়ালিকা তৈরি করতে হবে। ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের বিশ্বাস তোমরা কীভাবে প্রকাশ করো তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এখন যোহন ১ : ১-১৮; যোহন ১১ : ২৫-২৬; যোহন ২০ : ৩০-৩১; পদের আলোকে ঈশ্বরে বিশ্বাস ও তাঁর ইচ্ছা পালন বিষয়ে পবিত্র বাইবেলে কী রয়েছে তা তোমরা জানবে। তোমরা প্রত্যেকে ১টি বা ২টি করে পদ পাঠ করার সুযোগ পেতে পারো। তুমি চাইলে আগে থেকে এ পদগুলো বাড়িতে পাঠের অনুশীলন করতে পারো যাতে শ্রেণিকক্ষে নির্ভুলভাবে পাঠ করতে পারো।

ঈশ্বরের বাক্য মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন

প্রথমেই বাক্য ছিলেন, বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন এবং বাক্য নিজেই ঈশ্বর ছিলেন। আর প্রথমেই তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন। সব কিছুই সেই বাক্যের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল, আর যা কিছু সৃষ্ট হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে কোনো কিছুই তাঁকে ছাড়া সৃষ্ট হয়নি। তাঁর মধ্যে জীবন ছিল এবং সেই জীবনই ছিল মানুষের আলো। সেই আলো অন্ধকারের মধ্যে জ্বলছে কিন্তু অন্ধকার আলোকে জয় করতে পারেনি।

ঈশ্বর যোহন নামে একজন লোককে পাঠিয়েছিলেন। তিনি আলোর বিষয়ে সাক্ষী হিসাবে সাক্ষ্য দিতে এসেছিলেন যেন সকলে তাঁর সাক্ষ্য শুনে বিশ্বাস করতে পারে। যোহন নিজে সেই আলো ছিলেন না কিন্তু সেই আলোর বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে এসেছিলেন।
সেই আসল আলো, যিনি প্রত্যেক মানুষকে আলো দান করেন, তিনি জগতে আসছিলেন। তিনি জগতেই ছিলেন এবং জগৎ তাঁর দ্বারাই সৃষ্ট হয়েছিল, তবু জগতের মানুষ তাঁকে চিনল না। তিনি নিজের দেশে আসলেন, কিন্তু তাঁর নিজের লোকেরাই তাঁকে গ্রহণ করল না। তবে যতজন তাঁর উপর বিশ্বাস করে তাঁকে গ্রহণ করল তাদের প্রত্যেককে তিনি ঈশ্বরের সন্তান হবার অধিকার দিলেন। এই লোকদের জন্ম রক্ত থেকে হয়নি, শারীরিক কামনা বা পুরুষের বাসনা থেকেও হয়নি, কিন্তু ঈশ্বর থেকেই হয়েছে।
সেই বাক্যই মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন এবং আমাদের মধ্যে বাস করলেন। পিতা ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র হিসেবে তাঁর যে মহিমা সেই মহিমা আমরা দেখেছি। তিনি দয়া ও সত্যে পূর্ণ।

যোহন তাঁর বিষয়ে জোর গলায় সাক্ষ্য দিয়ে বললেন, "উনিই সেই লোক যাঁর বিষয়ে আমি বলেছিলাম, যিনি আমার পরে আসছেন তিনি আমার চেয়ে মহান, কারণ তিনি আমার অনেক আগে থেকেই আছেন।"

আমরা সকলে তাঁর সেই পূর্ণতা থেকে দয়ার উপরে আরও দয়া পেয়েছি। মোশির মধ্য দিয়ে আইন-কানুন দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে দয়া ও সত্য এসেছে। ঈশ্বরকে কেউ কখনো দেখেনি। তাঁর সঙ্গে থাকা সেই একমাত্র পুত্র, যিনি নিজেই ঈশ্বর, তিনিই তাঁকে প্রকাশ করেছেন।

যোহন ১ : ১-১৮

যীশু মার্থাকে বললেন, "আমিই পুনরুত্থান ও জীবন। যে আমার উপর বিশ্বাস করে সে মরলেও জীবিত হবে। আর যে জীবিত আছে এবং আমার উপর বিশ্বাস করে সে কখনো মরবে না। তুমি কি এই কথা বিশ্বাস কর?"

যোহন ১১ : ২৫-২৬

যীশু শিষ্যদের সামনে চিহ্ন হিসেবে আরও অনেক আশ্চর্য কাজ করেছিলেন; সেগুলো এই বইয়ে লেখা হয়নি। কিন্তু এইসব লেখা হলো যাতে তোমরা বিশ্বাস কর যে, যীশুই মশীহ, ঈশ্বরের পুত্র, আর বিশ্বাস করে যেন তাঁর মধ্য দিয়ে জীবন পাও।

যোহন ২০ : ৩০-৩১

তোমাকে একটু সহজ করে বলি

ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেছেন বাক্য দিয়ে অর্থাৎ তাঁর মুখের কথা দিয়েই তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর অন্ধকার পৃথিবীতে আলো সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্ট সকল প্রাণী ও উদ্ভিদকে প্রাণ দিয়েছেন। বাপ্তিস্মদাতা যোহন প্রভুর পথ প্রস্তুত করেছিলেন। তিনি যীশুর বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে এসেছিলেন।

পুত্র ঈশ্বর পিতা ঈশ্বরের কাছেই ছিলেন। কোনো কিছুই প্রভু যীশুখ্রীষ্টকে ছাড়া সৃষ্টি হয়নি। তিনি নিজেই ঈশ্বর। তিনি মানুষের রূপ নিয়ে পৃথিবীতে এসেছেন। যীশু হচ্ছেন সকল মানুষের মুক্তিদাতা। কিন্তু পৃথিবীর মানুষ তাঁকে চিনতে পারেনি।

তিনি পাপময় পৃথিবীতে এসেও সত্যে ও আত্মায় পূর্ণ পবিত্র জীবন যাপন করেছেন। তিনি দয়া ও অনুগ্রহে পূর্ণ ছিলেন। যারাই তাঁকে বিশ্বাস করবেন তারা ঈশ্বরের সন্তান হবার অধিকার লাভ করবেন।

একটি ধন্যবাদ ও প্রশংসামূলক গানের মধ্য দিয়ে বিদায় নাও।

উপহার ৫-৬

কার্ডে প্রবাহচিত্র অঙ্কন করব

শিক্ষকের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করো এবং প্রার্থনায় সহায়তা করো।

প্রিয় শিক্ষার্থী, আগামী সেশনে তোমরা সেই কাঙ্ক্ষিত দেয়াল পত্রিকাটি তৈরি করবে। তোমরা এ পর্যন্ত যা কিছু প্রস্তুত করেছ সব কটি সঙ্গে করে নিয়ে এসো কিন্তু। দেখো কোনো কিছু যেন ভুল করে বাড়িতে রেখে এসো না। এখনো যদি কোনো কিছু যোগ করতে চাও এই সুযোগে তাও করে নিতে পারো।

এখানে তোমরা একটি মজার কাজ করবে। কী করবে তা আমি তোমাদের বুঝিয়ে বলছি।

আদিতে বাক্য ছিলেন, বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন, বাক্য ঈশ্বর ছিলেন, বাক্যের মধ্য দিয়ে পুত্র ঈশ্বরের জন্ম, যীশুই ঈশ্বর, যীশুতে মানুষের বিশ্বাস এই ধারাবাহিকতা একটি কার্ডে প্রবাহচিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে প্রকাশ করবে। তোমাদের সুবিধার্থে বলছি, তোমরা চাইলে প্রবাহ চিত্রে কোনো ছবি বা সংকেতও ব্যবহার করতে পারো। এ কাজটি করার জন্য তোমরা যোহন ১ : ১-১৮; অংশ পড়ে সহায়তা নিতে পারো।

তোমরা এ প্রবাহচিত্রটি কার্ডে অঙ্কন করবে। এরপর কার্ডটি শ্রেণিকক্ষে টাঙানো সুতায় পিন বা আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিবে। তোমরা একে অপরের কার্ডটি ঘুরে ঘুরে দেখার সুযোগ পাবে।

অর্পিত কাজ

"ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও অনন্ত জীবন লাভ" এ বিষয়ে দেয়ালিকা তৈরি করো।

সকল অসুস্থ ব্যক্তির আরোগ্য কামনা করে বিদায় সম্ভাষণ জানাও।

উপহার ৭-৮

দেয়ালিকা তৈরি করব

সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, শিক্ষক তোমাদের বসে চোখ বন্ধ করে এক মিনিট নীরব থেকে ধ্যানের মাধ্যমে ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করতে বলবেন। তোমরা শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে কাজ করো কিন্তু। দেয়ালিকা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী যেমন– কর্ক শিট/আর্ট কাগজ, আঠা, পোস্টার কাগজ, মার্কার, সাইন পেন, ইত্যাদি সম্ভব হলে সঙ্গে করে নিয়ে যেও। একান্ত নিতে না পারলে সমস্যা হবে না শিক্ষকও তোমাদের দিতে পারবেন।

শিক্ষক তোমাদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করে দিবেন। তোমরা তোমাদের প্রত্যেকের সংগৃহীত ধারণাসমূহ, ছবি, বাইবেলের পদ, গল্প, কবিতা, সাক্ষ্য, ঘটনা, ছবি, ইত্যাদি যা কিছু রয়েছে সব কটি কীভাবে দেয়ালিকায় সাজাবে দলগতভাবে তার একটি পরিকল্পনা করবে। প্রয়োজনে শিক্ষকের কাছ থেকেও পরামর্শ নিতে পারবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তোমার দলের কাজ শেষ করবে। দেয়ালিকার কোন স্থানে তোমার দলের তথ্য উপস্থাপন করবে তা শিক্ষক নির্ধারণ করে দিতে পারেন। সেভাবেই দেয়ালিকাটি সম্পন্ন করবে।

তোমরা চাইলে প্রধান শিক্ষক কর্তৃক তোমাদের তৈরি দেয়ালিকাটি উদ্বোধনও করাতে পারো। তবে সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি আগে থেকেই নিয়ে রাখতে হবে। দেয়ালিকাটি অন্যান্য শ্রেণির খ্রীষ্টধর্মের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের দেখার সুযোগ করে দিতে পারো। সেক্ষেত্রে শিক্ষকদের ফিডব্যাক নেয়ার ব্যবস্থা রাখলে তোমরা পরবর্তী সময়ে আরও সুন্দরভাবে কাজটি করার নির্দেশনা পাবে।

তোমরা খুব মনোযোগ সহকারে কাজটি কোরো কিন্তু। দেখো তোমাদের সম্পাদিত অসাধারণ সৃষ্টিশীল কাজটির জন্য সকলের কাছে প্রশংসিত যেমন হবে তেমনি নিজেরাও খুব আনন্দ পাবে।

অর্পিত কাজ

খ্রীষ্টধর্ম সেশনে, গির্জায়/চার্চে, কোনো উপাসনা বা সেমিনারে অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রাপ্ত শিক্ষা, অনুভূতি, অনুপ্রেরণা ইত্যাদি ছবি, গল্প, অনুচ্ছেদ, ডায়েরিতে লিখে অথবা অন্য যে কোনো উপায়ে নিয়মিত সংরক্ষণ করবে। শিক্ষক হয়তো কিছুদিন পরপর কাজটি দেখতে পারেন। তিনি যদি নাও দেখেন তাও কোরো। দেখবে একসময় তোমার এ লেখাগুলো পড়ে তোমার নিজেরই ভালো লাগবে।

সমগ্র বিশ্বের শান্তি কামনায় প্রার্থনা করে শিক্ষক তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিবেন।

উপহার ৯-১০

চলো যীশুর দর্শন সম্পর্কে জানি

শিক্ষকের এবং সবার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করো।

এ সেশনে তুমি একটি মজার খেলায় অংশগ্রহণ করবে। খেলাটির নাম interactive play আর খেলাটি খেলার জন্য তোমার শিক্ষক ব্যবহার করবেন কয়েকটি ছবি ও বাইবেলের পদ। যেমন– দামেস্ক শহরের ছবি, একজন লোকের চোখে আলো এসে পড়ার সাথে সাথে লোকটি মাটিতে পড়ে গেল এরকম একটি ছবি, শিশুতোষ বাইবেল থেকে পৃষ্ঠা ২৪৫-এর ছবিটি। প্রতিটি ছবির সাথে একটি লম্বা সুতা লাগানো থাকবে। যার অন্য প্রান্তে একটি করে বিবরণী কাগজ লাগানো থাকবে। প্রতিটি ছবির জন্য বিবরণী কাগজে নির্ধারিত বিবরণটি লেখা শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন জায়গা যেমন জানালা, কোনো খুঁটি বা পিলারের গায়ে সুতাটি লাগিয়ে দিবেন। তুমি ছবিগুলোর সুতা ধরে ধরে বিবরণী কাগজটির কাছে এগিয়ে যাও। তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ বিবরণী কাগজে কী লেখা আছে। নিশ্চয়ই মজার কোনো বিষয় আছে।

বিবরণী কাগজটি এবার পড়ো।

- দামেস্ক শহরের ছবি
  দামেস্ক লেখা
- একজন লোকের চোখে আলো এসে পড়ায় লোকটি মাটিতে পড়ে গেল এরকম একটি ছবি
  আমি যীশু যার উপর তুমি অত্যাচার করছ।
- অননিয় শৌলের গায়ে হাত দিয়ে কথা বললেন
  প্রভু যীশুই আমাকে পাঠিয়েছেন যেন তুমি তোমার দেখবার শক্তি পাও এবং পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হও।

তুমি যখন কাজটি করবে শিক্ষক হয়তো তোমার কাজটি তদারকি করবেন। তাতে তুমি ভয় পেয়ো না কিন্তু। খেলা শেষে তুমি তোমার আসনে বসবে। শিক্ষক তোমাকে হয়তো জিজ্ঞেস করবেন, "এসব বস্তু কার জীবনের কথা তোমাদের জানায়?" তুমি কিন্তু সঠিক উত্তর দিও। তোমার উত্তর হবে : "শৌল"।

বাড়ির কাজ

শিক্ষক তোমাকে একটি বাড়ির কাজ দিতে পারেন। বাড়িতে গিয়ে তোমার বাবা-মা/অভিভাবকের কাছ থেকে শৌলের মন পরিবর্তনের ঘটনাটি জেনে আসবে।

স্বতঃস্ফূর্তভাবে খেলাটিতে অংশগ্রহণ করে শিক্ষককে সহায়তা করো, দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করে শিক্ষককে বিদায় জানাও।

উপহার ১১-১২

মন পরিবর্তনের পূর্বে ও পরে শৌল

শুভেচ্ছা বিনিময়ের পরে সমস্বরে প্রার্থনাপূর্ণ পরিবেশে নিম্নে উল্লিখিত গীতসংহিতা (সামসংগীত) : ১২৩ আবৃত্তির মাধ্যমে শিক্ষক সেশনটি শুরু করবেন। তুমি সক্রিয়ভাবে অংশ নিও।

তুমি স্বর্গের সিংহাসনে আছ; আমি তোমার দিকেই চোখ তুলে তাকিয়ে থাকি।
মনিবের হাতের দিকে যেমন দাসদের চোখ থাকে
আর দাসীদের চোখ থাকে মনিবের স্ত্রীর হাতের দিকে,
তেমনি আমাদের চোখ থাকবে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর দিকে,
যতদিন না তিনি আমাদের দয়া করেন।
আমাদের উপর দয়া কর, হে সদাপ্রভু, আমাদের উপর দয়া কর,
কারণ লোকদের ঘৃণা আমাদের মাথার তালু পর্যন্ত
গিয়ে উঠেছে।
আরামে থাকা লোকদের বিদ্রূপ আর অহংকারীদের ঘৃণা
আমাদের তালু পর্যন্ত গিয়ে উঠেছে।
গীতসংহিতা : ১২৩

একক কাজ

এ সেশনে শিক্ষক তোমাদের একটি একক কাজ দিতে পারেন। মন পরিবর্তনের পূর্বে শৌল কী কী করেছিলেন? এ প্রশ্নটির উত্তর তোমাকে চিন্তা করে খাতায় লিখতে হবে। চিন্তা করার জন্য তুমি সময় পাবে ৫ মিনিট। এরপরে খাতায় লিখবে। শিক্ষক তোমাদের উত্তরগুলো জিজ্ঞেস করবেন। তিনি হয়তো তোমাকে দিয়ে বোর্ডেও লেখাতে পারেন। তুমি উত্তরগুলো আগে থেকেই চিন্তা করে রেখো। বোর্ডে যেভাবে লিখতে হবে তার একটি নমুনা দেওয়া হলো। শিক্ষক নিচের প্রশ্নের আলোকে তোমাদের মুক্ত আলোচনা করতে বলতে পারেন।

প্রশ্নটি হলো :

- দর্শন পাবার পরে শৌলের কী কী পরিবর্তন হলো?

শিক্ষক বলবেন, "সকল ধন্যবাদ, প্রশংসা ও মহিমা তোমারই, যুগে যুগে তোমার জয় হোক।" তোমরা সকলে "আমেন" বলে শেষ করবে।

মন
পরিবর্তনের
পূর্বে শৌল

উপহার ১৩-১৪

শৌল-কে যীশুর দর্শন

সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা সকলে মিলে ঈশ্বরের গুণগান করবে।

শৌলের মন পরিবর্তনের ঘটনাটি তোমরা তোমাদের পিতা-মাতা/অভিভাবকের কাছ থেকে জেনেছ। শৌল যীশুর দর্শন পাওয়ার পূর্বে কেমন ছিল এবং পরে তার কী কী পরিবর্তন হয়েছিল তাও তোমরা দেখেছ। এসো শিষ্যচরিত/প্রেরিত ৯ : ১-৩১-এর আলোকে পবিত্র বাইবেলে এ সম্পর্কে কী লেখা আছে তা দেখি। তুমি চাইলে এ পদগুলো বাড়িতে আগে থেকেই পাঠ করতে পারো।

শৌল যীশু-কে বিশ্বাস করল

এদিকে শৌল প্রভুর শিষ্যদের মেরে ফেলবেন বলে ভয় দেখাচ্ছিলেন। দামেস্ক শহরের সমাজ-ঘরগুলোতে দেবার জন্য তিনি মহাপুরোহিতের কাছে গিয়ে চিঠি চাইলেন। যত লোক যীশুর পথে চলে, তারা পুরুষ হোক বা স্ত্রীলোক হোক, তাদের পেলে যেন তাদের বেঁধে যিরূশালেমে আনতে পারেন সেই ক্ষমতার জন্যই তিনি সেই চিঠি চেয়েছিলেন। পথে যেতে যেতে যখন তিনি দামেস্কের কাছে আসলেন তখন স্বর্গ থেকে হঠাৎ তাঁর চারদিকে আলো পড়ল। তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন এবং শুনলেন কে যেন তাঁকে বলছেন, "শৌল, শৌল, কেন তুমি আমার উপর অত্যাচার করছ?"

শৌল জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রভু, আপনি কে?"

তিনি বললেন, "আমি যীশু, যাঁর উপর তুমি অত্যাচার করছ। এখন তুমি উঠে শহরে যাও। কী করতে হবে তা তোমাকে বলা হবে।"

যে লোকেরা শৌলের সঙ্গে যাচ্ছিল তারা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারা কথা শুনেছিল কিন্তু কাউকে দেখতে পায়নি। পরে শৌল মাটি থেকে উঠলেন, কিন্তু চোখ খুললে পর কিছুই দেখতে পেলেন না। তখন তাঁর সঙ্গীরা হাত ধরে তাঁকে দামেস্কে নিয়ে গেল। তিন দিন পর্যন্ত শৌল চোখে দেখতে পেলেন না এবং কিছুই খেলেন না।

দামেস্ক শহরে অননিয় নামে একজন শিষ্য ছিলেন। প্রভু তাঁকে দর্শন দিয়ে বললেন, "অননিয়।"

উত্তরে তিনি বললেন, "প্রভু, এই যে আমি।"

প্রভু তাঁকে বললেন, "সোজা নামে যে রাস্তাটা আছে তুমি সেই রাস্তায় যাও। সেখানে যিহূদার বাড়ীতে শৌল বলে তার্ষ শহরের একজন লোকের খোঁজ কর। সে প্রার্থনা করছে এবং দর্শনে দেখেছে যে, অননিয় নামে একজন লোক এসে তার গায়ে হাত রেখেছে যেন সে আবার দেখতে পায়।"

অননিয় বললেন, "প্রভু, আমি অনেকের মুখে এই লোকের বিষয় শুনেছি যে, যিরূশালেমে তোমার লোকদের উপর সে কত অত্যাচার করেছে। এছাড়া যারা তোমার নামে প্রার্থনা করে তাদের ধরবার জন্য প্রধান পুরোহিতদের কাছ থেকে অধিকার নিয়ে সে এখানে এসেছে।"

কিন্তু প্রভু অননিয়কে বললেন, "তুমি যাও, কারণ অযিহূদীদের ও তাদের রাজাদের এবং ইস্রায়েলীয়দের কাছে

আমার সম্বন্ধে প্রচার করবার জন্য আমি এই লোককেই বেছে নিয়েছি। আমার জন্য কত কষ্ট যে তাকে পেতে হবে তা আমি তাকে দেখাব।”

তখন অননিয় গিয়ে সেই বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন আর শৌলের গায়ে হাত দিয়ে বললেন, “ভাই শৌল, এখানে আসবার পথে যিনি তোমাকে দেখা দিয়েছিলেন তিনি প্রভু যীশু। তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন যেন তুমি তোমার দেখবার শক্তি ফিরে পাও এবং পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হও।” তখনই শৌলের চোখ থেকে আঁশের মতো কিছু একটা পড়ে গেল এবং তিনি আবার দেখতে পেলেন। এর পরে তিনি উঠে জলে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলেন এবং খাওয়া-দাওয়া করে শক্তি ফিরে পেলেন।

শিষ্যচরিত/প্রেরিত ৯ : ১-১৯

তোমাকে একটু সহজ করে বলছি

শৌল খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে ভয় প্রদর্শন করতেন। যেখানে খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা থাকতেন সেখান থেকেই বেঁধে এনে যিরূশালেমে রাখতেন ও নির্যাতন করতেন। একদিন শৌল যখন দামেস্কের কাছে আসলেন তখন উপর থেকে আলোর মাধ্যমে যীশু তাকে দর্শন দিলেন এবং বললেন শৌল তুমি কেন আমাকে তাড়না করছো? শৌল অন্ধ হয়ে গেলেন ও ভূমিতে পড়ে গেলেন। এরপর অননিয় নামে একজন লোকের সাথে যীশু শৌলের পরিচয় করিয়ে দিলেন। অননিয় যখন শৌলের সাথে কথে বলছিলেন তখন শৌলের চোখ খুলে গেল এবং তিনি দেখতে পেলেন। পরে তিনি যীশুকে বিশ্বাস করে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলেন।

মন পরিবর্তনের পরে শৌল

শৌল দামেস্কের শিষ্যদের সঙ্গে কয়েক দিন রইলেন। তার পরে সময় নষ্ট না করে তিনি ভিন্ন ভিন্ন সমাজ-ঘরে এই কথা প্রচার করতে লাগলেন যে, যীশুই ঈশ্বরের পুত্র। যারা তাঁর কথা শুনত তারা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করত, “যিরূশালেমে যারা যীশুর নামে প্রার্থনা করে তাদের যে অত্যাচার করত এ কি সেই লোক নয়? এখানেও যারা তা করে তাঁদের বেঁধে প্রধান পুরোহিতদের কাছে নিয়ে যাবার জন্যই কি সে এখানে আসেনি?” শৌল কিন্তু আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগলেন এবং যীশুই যে মশীহ তা প্রমাণ করলেন। এতে দামেস্কের যিহূদীরা বুদ্ধিহারা হয়ে গেল।

এর অনেক দিন পরে যিহূদীরা তাঁকে মেরে ফেলবার ষড়যন্ত্র করতে লাগল, কিন্তু শৌল তাদের ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারলেন। তাঁকে মেরে ফেলবার জন্য যিহূদীরা শহরের ফটকগুলো দিনরাত পাহারা দিতে লাগল। কিন্তু একদিন রাতের বেলা শৌলের শিষ্যেরা একটা ঝুড়িতে করে দেয়ালের একটা জানলার মধ্য দিয়ে তাঁকে নিচে নামিয়ে দিল।

শৌল যিরূশালেমে এসে শিষ্যদের সঙ্গে যোগ দিতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তারা সবাই তাঁকে ভয় করতে লাগল। তারা বিশ্বাস করতে পারল না যে, শৌল সত্যিই একজন শিষ্য হয়েছেন। কিন্তু বার্ণবা তাঁকে সঙ্গে করে

প্রেরিতদের কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁদের জানালেন, দামেস্কের পথে শৌল কিভাবে প্রভু যীশুকে দেখতে পেয়েছিলেন এবং প্রভু তাঁর সঙ্গে কীভাবে কথা বলেছিলেন, আর দামেস্কে যীশুর সম্বন্ধে তিনি কীভাবে সাহসের সঙ্গে প্রচার করেছিলেন। এর পরে শৌল যিরূশালেমে শিষ্যদের সঙ্গে রইলেন এবং তাঁদের সঙ্গে চলাফেরা করতেন ও প্রভুর বিষয়ে সাহসের সঙ্গে প্রচার করে বেড়াতেন। যে যিহূদীরা গ্রিক ভাষা বলত তাদের সঙ্গে তিনি কথা বলতেন ও তর্ক করতেন, কিন্তু এই যিহূদীরা তাঁকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল। বিশ্বাসী ভাইয়েরা এই কথা শুনে তাঁকে কৈসরিয়া শহরে নিয়ে গেলেন এবং পরে তাঁকে তার্ষ শহরে পাঠিয়ে দিলেন।

সেই সময় যিহূদিয়া, গালীল ও শমরিয়া প্রদেশের মণ্ডলীগুলোতে শান্তি ছিল, আর সেই মণ্ডলীগুলো গড়ে উঠছিল। ফলে প্রভুর প্রতি ভক্তিতে ও পবিত্র আত্মার উৎসাহে তাদের সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছিল।

শিষ্যচরিত/প্রেরিত ৯ : ২০-৩১

তোমাকে একটু সহজ করে বলছি

শৌল যীশুকে জানার পর বিভিন্ন স্থানে যীশুর কথা প্রচার করতে থাকলেন। তাতে তাঁর উপর নির্যাতন বেড়ে গেল। শিষ্যরা শৌলকে উদ্ধার করে অন্য শহরে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু শিষ্যদের মধ্য থেকে কয়েকজন শৌল যে যীশুকে বিশ্বাস করেন সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। তাতে বার্ণবা শিষ্যদের বললেন যে, শৌল সত্যিকারেই যীশুকে বিশ্বাস করেন। এতে অন্যান্য শিষ্যরা শৌলকে বিশ্বাস করলেন। তারা সকলে একত্রে যীশুর কথা প্রচার করতে থাকলেন।

উপহার ১৫-১৬

ভূমিকাভিনয়

শিক্ষকের সাথে পরস্পর শুভেচ্ছা বিনিময় করো। গীতসংহিতা/সামসংগীত ৯১ : ১-৪ পদ পাঠ করে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করা হবে। তুমি আগে থেকেই বাড়িতে বসে অণুশীলন করে রাখতে পারো।

মহান ঈশ্বরের আশ্রয়ে যে বাস করে সে সর্বশক্তিমানের ছায়ায় থাকে।
সদাপ্রভুর সম্বন্ধে আমি এই কথা বলব,
"তিনিই আমার আশ্রয় ও আমার দুর্গ;
তিনিই আমার ঈশ্বর যাঁর উপরে আমি নির্ভর করি।"
তিনি তোমাকে শিকারীদের ফাঁদ থেকে
আর সর্বনাশা মড়কের হাত থেকে রক্ষা করবেন।
তাঁর পালখে তিনি তোমাকে ঢেকে রাখবেন,
তাঁর ডানার নিচে তুমি আশ্রয় পাবে;
তাঁর বিশ্বস্ততা তোমার ঢাল ও দেহ-রক্ষাকারী বর্ম হবে।
গীতসংহিতা : ৯১

অভিনয় করব

এ সেশনে তোমরা ভূমিকাভিনয়ে অংশগ্রহণ করবে। কাজটি কীভাবে করবে তা শিক্ষক তোমাদের বুঝিয়ে বলবেন। শিক্ষক তোমাদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করবেন। প্রতিটি দলে কী অভিনয় করতে হবে তা তিনি তোমাদের বলে দিবেন। প্রেরিত/শিষ্যচরিত ৯ : ১-১৯ পদ অবলম্বনে শৌলের মন পরিবর্তনের ঘটনাটি প্রতিটি দল অভিনয় করে দেখাবে।

সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, শৌলের মন পরিবর্তনের বিষয়ে তোমরা জেনেছ। আমরা এই জানার ভিত্তিতে আজকে একটি মজার কাজ করব। তোমরা দলগতভাবে প্রেরিত/শিষ্যচরিত ৯ : ১-১৯ পদ অবলম্বনে শৌলের মন পরিবর্তনের ঘটনাটি প্রতিটি দলে অভিনয় করে দেখাবে।

শিক্ষক তোমাদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করবেন এবং দলগুলোর নামকরণ করবেন। প্রতিটি দলে একটি চিরকুটে অভিনয়ের বিষয়টি লিখে দিবেন। তোমরা নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নিবে কে কোন চরিত্রে অভিনয় করবে। শিক্ষক চাইলে তিনি নিজেই চরিত্রগুলো বন্টন করে দিতে পারেন।

চরিত্র বন্টন করা হলে প্রতিটি দলে চরিত্র অনুযায়ী স্ক্রিপ্ট ভাগ করে নিতে হবে। অভিনয়ের পূর্বে তোমরা নিজেদের মধ্যে মহড়া দিয়ে নিও, যাতে সাবলীলভাবে অভিনয় করতে পারো।

তোমাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে প্রশ্নসংবলিত একটি পোস্টার কাগজ শিক্ষক তোমাদের সামনে টাঙিয়ে দিতে পারেন। একেক দলের ভূমিকাভিনয় উপস্থাপন শেষ হলে অন্য দলগুলোর উদ্দেশ্যে প্রশ্নের মাধ্যমে তাদের অভিনয়ের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো জেনে নেয়া হবে। তোমরা প্রত্যেক দলের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো নোট করে রাখবে।

এবার প্রতিটি দলকে তাদের ভূমিকাভিনয় উপস্থাপনের জন্য একে একে আহ্বান করবেন। প্রতিটি দলের অভিনয় শেষে অন্য দলগুলোর উদ্দেশ্যে প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষক তাদের অভিনয়ের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো জেনে নিবেন। তোমরা সকলের অভিনয় উপভোগ করবে এবং মনোযোগ সহকারে দেখবে যেন প্রশ্নগুলোর উত্তর ঠিকঠাক দিতে পারো।

অভিনয় শেষে পোস্টার পেপারে টাঙানো প্রশ্নটির প্রতি আরেকবার লক্ষ করবে। প্রতিটি দলে নিজেদের মধ্যে এ প্রশ্নটি আলোচনা করে লিখবে। প্রতিটি দলের দলনেতা উপস্থাপন করবে।

প্রতিটি দলের উপস্থাপন শেষ হলে শিক্ষক এর সারাংশ তোমাদের বলবেন। দেখো আনন্দদায়ক একটি সেশন উপহার দেওয়ার জন্য শিক্ষক কত না তোমাদের প্রশংসা করবেন।

বাড়ির কাজ

ঈশ্বর যেমন দেহধারণ করে মানুষ হলেন, শৌল যেমন নিজেকে বদলে দিয়ে পৌল হলেন; নিজের অবস্থান পরিবর্তন করে তাঁরা উভয়েই মানুষের জন্য কল্যাণমূলক কাজ করলেন। তুমি কীভাবে নিজের অবস্থান পরিবর্তন করে মানুষের জন্য কল্যাণকর কাজ করতে পারো, সে বিষয়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে ছোটো ছোটো দুটি কাজ করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।

তোমার প্রিয় শিক্ষককে ধন্যবাদের সাথে বিদায় সম্ভাষণ জানাও।

উপহার ১৭

নিজের মন পরিবর্তন

সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, পরস্পর শুভেচ্ছা বিনিময় করো। তোমরা কীভাবে নিজের মন পরিবর্তন করেছ কিংবা পরিবর্তন করতে চাও শিক্ষক প্রত্যেককে চোখ বন্ধ করে সে বিষয়ে দুই মিনিট ধ্যান করতে বলবেন এবং প্রার্থনা করতে বলবেন যেন তুমি নিজেকে পরিবর্তন করার শক্তি পাও।

জোড়ায়/ দলগত কাজ

শিক্ষক তোমাদের জোড়ায় বা দলে বিভক্ত করবেন। তোমরা বাড়িতে যে কাজটি করেছ তা পোস্টার কাগজ ব্যবহার করে উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুত হবে। এজন্য তোমাদের সময় থাকবে দশ মিনিট।

তোমাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে উপস্থাপনের জন্য একেক জোড়া বা দলকে শিক্ষক আহ্বান করবেন। তোমরা সক্রিয়ভাবে কাজটিতে অংশ নিও কিন্তু।

এ কাজটি সক্রিয়ভাবে সম্পন্ন হলে শিক্ষক তোমাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে এ মহৎ কাজটির জন্য প্রশংসিত করবেন। পরবর্তী সময়ে কোনো ভুল-ত্রুটি করলে তোমরা যেন মন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নিজেকে শুধরে নিতে পারো সে কামনা করে শিক্ষক বিদায় নিবেন।

অঞ্জলি ৩

প্রিয় শিক্ষার্থী, এ অঞ্জলি চলাকালীন শিক্ষক তোমাকে মজার মজার শ্রেণি কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন। এসব কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে তুমি অষ্ট কল্যাণ বাণী, যীশুর ভালোবাসা, ক্ষমা ও সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়া বিষয়ে জানতে পারবে। সাধ্বী মাদার তেরেজা ও ড. উইলিয়াম কেরী'র মতো তুমি নিজেকে মানব কল্যাণে নিয়োজিত করতে পারবে।

উপহার ১-২

পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে

তুমি নিশ্চয়ই পাহাড়ে বেড়াতে পছন্দ করো। আমাদের প্রিয় যীশু অনেক সময় পাহাড়ে দাঁড়িয়ে বা বসে শিষ্যদের ও অন্য মানুষদের উপদেশ দিয়েছেন। এই সেশনে যীশু পর্বতের/পাহাড়ের উপর যেভাবে উপদেশ প্রদান করতেন তাঁর একটি বাস্তব চিত্র শিক্ষক তোমাকে কল্পনা করতে বলবেন। অতঃপর স্কুলের আশপাশের যে কোনো একটি স্থান নির্বাচন করবেন। যে স্থানটি হবে একটু উঁচু এবং দেখতে পাহাড়ের মতো। যীশু উঁচু স্থান বেছে নিয়েছেন এজন্য যে উঁচু স্থানে যখন আমরা কথা বলি তখন সবাই তা শুনতে পায়। সবার সাথে আমাদের আন্তরিকতা সৃষ্টি হয়।

এবার শিক্ষক তোমাদের একজন করে এই উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে যে কোনো বিষয়ের উপর কিছু বলতে বলবেন। আশা করি তুমি এমন কিছু বলবে যা হবে সবার জন্য মঙ্গলকর। তুমি কি ভয় পাচ্ছো ? ভয় পাবে না ।

সবার বক্তব্য শোনার পর শিক্ষক নিজে উপরে উঠে সবার সুন্দর বক্তব্যের জন্য ধন্যবাদ ও প্রশংসা করবেন। তিনি তোমাদের প্রশ্ন করবেন খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক শিক্ষা ও নৈতিক মূল্যবোধ কী কী? তুমি শিক্ষকের এ প্রশ্নের উত্তর দিও।

উপহার ৩-৪

দলগত কাজ

শিক্ষক ও সহপাঠীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে সমবেত প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করো।

শিক্ষক তোমাদের ৫/৬টি দলে ভাগ করবেন। তোমরা নিজ দলের নেতা নিজেরাই নির্বাচন করবে। দলে বসে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি নিয়ে আলোচনা করতে হবে। এজন্য ১০ মিনিট সময় পাবে। এবার পোস্টার পেপারে এ গুণাবলির তালিকা তৈরি করো।

তারপর অন্য দলের সাথে এ গুণসংবলিত পোস্টার কাগজ বিনিময় করো। লক্ষ করো অন্য দল নতুন কোনো গুণের কথা লিখেছে কি না যখন তুমি অন্য দল থেকে তোমার পোস্টার কাগজ ফিরে পাবে তখন তোমার না লেখা গুণটি যুক্ত করবে।

উপহার ৫-৬

খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ

শিক্ষক ও সহপাঠীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করে সমবেত গান/প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করো।

প্রিয় শিক্ষার্থী, যীশু এ পৃথিবীতে অবস্থানকালে অনেক শিক্ষা ও উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর উপদেশের মূল উদ্দেশ্য হলো আমরা যেন ঈশ্বরের ভালোবাসা পেয়ে সুখী হতে পারি। এজন্য তিনি আমাদের অষ্টকল্যাণ বাণী বা আটটি সুখপন্থা দিয়েছেন। যীশুর দেয়া এ উপদেশ বাণী আমাদের কুপ্রবৃত্তি থেকে রক্ষা করে মানবিক গুণাবলি অর্জনে সাহায্য করে। এসো বাইবেল থেকে শিষ্যদের দেওয়া যীশুর উপদেশ বাণী শুনি।

খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ

যীশু অনেক লোক দেখে পাহাড়ের উপর উঠলেন। তিনি বসলে পর তাঁর শিষ্যেরা তাঁর কাছে আসলেন। তখন তিনি শিষ্যদের এই বলে শিক্ষা দিতে লাগলেন :

“অন্তরে যারা নিজেদের গরিব মনে করে তারা ধন্য,
কারণ স্বর্গ-রাজ্য তাদেরই।
যারা দুঃখ করে তারা ধন্য,
কারণ তারা সান্ত্বনা পাবে।
যাদের স্বভাব নম্র তারা ধন্য,
কারণ পৃথিবী তাদেরই হবে।
যারা মনে-প্রাণে ঈশ্বরের ইচ্ছামতো চলতে চায় তারা ধন্য,
কারণ তাদের সেই ইচ্ছা পূর্ণ হবে।
দয়ালু যারা তারা ধন্য,
কারণ তারা দয়া পাবে।
যাদের অন্তর খাঁটি তারা ধন্য,
কারণ তারা ঈশ্বরকে দেখতে পাবে।
লোকদের জীবনে শান্তি আনবার জন্য
যারা পরিশ্রম করে তারা ধন্য,
কারণ ঈশ্বর তাদের নিজের সন্তান বলে ডাকবেন।
ঈশ্বরের ইচ্ছামতো চলতে গিয়ে
যারা অত্যাচার সহ্য করে তারা ধন্য,
কারণ স্বর্গ-রাজ্য তাদেরই।

"তোমরা ধন্য, যখন লোকে আমার জন্য তোমাদের অপমান করে ও অত্যাচার করে এবং মিথ্যা করে তোমাদের নামে সব রকম মন্দ কথা বলে। তোমরা আনন্দ কোরো ও খুশি হোয়ো, কারণ স্বর্গে তোমাদের জন্য মহা পুরস্কার আছে। তোমাদের আগে যে নবীরা ছিলেন লোকে তাঁদেরও এইভাবে অত্যাচার করত।
মথি ৫ : ১-১২

তোমাকে একটু সহজ করে বলি

প্রিয় শিক্ষার্থীরা, ঈশ্বর আমাদের বিভিন্নভাবে আশীর্বাদ করেছেন যেন আমরা সুখী হতে পারি। লক্ষ কর, যীশু বলেছেন "অন্তরে যারা দীন"। যীশু বলতে চেয়েছেন যে সম্পূর্ণ নির্লোভ ও নিরাসক্ত অন্তরে থাকলে আমরা সুখী হবো। মানুষ ধনী বা দরিদ্র যা-ই হোক না কেন, সে যদি ধনসম্পদের মোহ থেকে মুক্ত হয়ে তার যা আছে তার সদ্ব্যবহার করে তবে ঈশ্বরের আশীর্বাদ পেয়ে সুখী হবে।

"দুঃখ-শোকে কাতর যারা" : প্রভু যীশু এখানে সেই দুঃখ-শোকের কথা বলেছেন, যা ভক্তের অন্তরে জেগে উঠে নিজের বা পরের দুর্দশা-দুর্ভোগের জন্য, নিজের পাপ ও অযোগ্যতার জন্য, কিংবা জগতে যে-সব বড় অন্যায়-অধর্ম অবাধে চলে, তারই জন্য ।

"ধার্মিকতার জন্য ব্যাকুল যারা" অর্থাৎ যারা মনে-প্রাণে ধর্মিষ্ঠ হতে চায়, সবার জন্য যা ভালো তাই করতে চায়; যারা সবসময় ঈশ্বরের ইচ্ছামতোই চলতে চায়। যারা প্রতিনিয়ত প্রার্থনায় রত থাকে।

"অন্তরে যারা পবিত্র" : অর্থাৎ যারা যথাসাধ্য নিষ্পাপ হয়ে থাকার চেষ্টা করে, যাদের প্রতিটি অভিপ্রায়ে খাঁটি সততা থাকে, প্রতিটি কাজে অকপট সাধুতা থাকে।

যীশুর দেখানো আদর্শ নিজের জীবনে রূপায়িত করে আশপাশের মানুষকে সেই পুণ্য আদর্শে প্রভাবিত করাই যীশুর শিষ্য হিসেবে আমাদের কর্তব্য। প্রকৃত শিষ্যের ধার্মিক জীবন দেখে অন্য লোক এই কথা বুঝতে পারে যে, যীশুর পথ যথার্থ ধর্মের পথ এবং সে পথ যে প্রকৃত মঙ্গলের পথ, তা-ও সে অন্তরে অনুভব করে, আস্বাদন করে। যারা অন্যের জীবনে শান্তি আনার জন্য পরিশ্রম করে তারা ধন্য। এখানে শান্তি স্থাপনকারী মানুষদের ধন্য বলা হয়েছে কারণ তারা অন্যের সুখ-শান্তি চিন্তা করে ঈশ্বরের প্রিয়ভাজন হয়ে ওঠে।

বিচার-দিনের বিষয়ে দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা

"মনুষ্যপুত্র সমস্ত স্বর্গদূতদের সঙ্গে নিয়ে যখন নিজের মহিমায় আসবেন তখন তিনি রাজা হিসাবে তাঁর সিংহাসনে মহিমার সঙ্গে বসবেন। সেই সময় সমস্ত জাতির লোকদের তাঁর সামনে একসঙ্গে জড়ো করা হবে। রাখাল যেমন ভেড়া আর ছাগল আলাদা করে তেমনি তিনি সব লোকদের দু'ভাগে আলাদা করবেন। তিনি নিজের ডান দিকে ভেড়াদের আর বাঁ দিকে ছাগলদের রাখবেন।

“এর পরে রাজা তাঁর ডান দিকের লোকদের বলবেন, ‘তোমরা যারা আমার পিতার আশীর্বাদ পেয়েছ, এস। জগতের আরম্ভে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে তার অধিকারী হও। যখন আমার খিদে পেয়েছিল তখন তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে; যখন পিপাসা পেয়েছিল তখন জল দিয়েছিলে; যখন অতিথি হয়েছিলাম তখন আশ্রয় দিয়েছিলে; যখন খালি গায়ে ছিলাম তখন কাপড় পরিয়েছিলে; যখন অসুস্থ হয়েছিলাম তখন আমার দেখাশোনা করেছিলে; আর যখন আমি জেলখানায় বন্দী অবস্থায় ছিলাম তখন আমাকে দেখতে গিয়েছিলে।’

“তখন সেই ঈশ্বরভক্ত লোকেরা উত্তরে তাঁকে বলবে, ‘প্রভু, আপনার খিদে পেয়েছে দেখে কখন আপনাকে খেতে দিয়েছিলাম বা পিপাসা পেয়েছে দেখে জল দিয়েছিলাম? কখনই বা আপনাকে অতিথি হিসাবে আশ্রয় দিয়েছিলাম, কিংবা খালি গায়ে দেখে কাপড় পরিয়েছিলাম? আর কখনই বা আপনাকে অসুস্থ বা জেলখানায় আছেন জেনে আপনার কাছে গিয়েছিলাম?’

“এর উত্তরে রাজা তখন তাদের বলবেন, ‘আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, আমার এই ভাইদের মধ্যে সামান্য কোন একজনের জন্য যখন তা করেছিলে তখন আমারই জন্য তা করেছিলে।’

“পরে তিনি তাঁর বাঁ দিকের লোকদের বলবেন, ‘ওহে অভিশপ্ত লোকেরা, আমার কাছ থেকে তোমরা দূর হও। শয়তান এবং তার দূতদের জন্য যে চিরকালের আগুন প্রস্তুত করা হয়েছে তার মধ্যে যাও। যখন আমার খিদে পেয়েছিল তখন তোমরা আমাকে খেতে দাও নি; যখন পিপাসা পেয়েছিল তখন জল দাও নি; যখন অতিথি হয়েছিলাম তখন আশ্রয় দাও নি; যখন খালি গায়ে ছিলাম তখন আমাকে কাপড় পরাও নি; যখন অসুস্থ হয়েছিলাম এবং জেলখানায় বন্দী অবস্থায় ছিলাম তখন আমাকে দেখতে যাও নি।’

“তখন তাঁরা তাঁকে বলবে, ‘প্রভু, কখন আপনার খিদে বা পিপাসা পেয়েছে দেখে, কিংবা অতিথি হয়েছেন দেখে, কিংবা খালি গায়ে দেখে, কিংবা অসুস্থ বা জেলখানায় আছেন জেনে সাহায্য করিনি?’

“উত্তরে তিনি তাদের বলবেন, ‘আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমরা যখন এই সামান্য লোকদের মধ্যে কোন একজনের জন্য তা কর নি তখন তা আমার জন্যই কর নি।’ ”

তারপর যীশু বললেন, “এই লোকেরা অনন্ত শাস্তি পেতে যাবে, কিন্তু ঐ ঈশ্বরভক্ত লোকেরা অনন্ত জীবন ভোগ করতে যাবে।”

মথি ২৫ : ৩১-৪৬

তোমাকে একটু সহজ করে বলি

যীশু স্বর্গদূতদের নিয়ে আবার আসবেন। সেটি হবে তাঁর দ্বিতীয় আগমন। তিনি রাজা হিসেবে আসবেন। সমস্ত কর্তৃত্ব তাঁর হবে। যখন আসবেন তখন সব জাতির লোকদের তাঁর সামনে একত্র করা হবে। রাখাল যেমন মেষ ও ছাগ আলাদা করেন, সব লোকদের তিনি তেমন দু’ভাগ করবেন। ডান দিকে মেষদের রাখবেন। আর বাম দিকে ছাগদের রাখবেন। তারপর ডান দিকের লোকদের বলবেন, “তোমরা পিতার আশীর্বাদ পেয়েছো। তোমাদের জন্য যে জায়গা প্রস্তুত করা হয়েছে তার অধিকারী হও। কারণ আমার যখন খিদে পেয়েছিলো, তখন তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে। আমার যখন পিপাসা পেয়েছিলো, তখন তোমরা আমাকে জল দিয়েছিলে। আমি যখন অতিথি হয়েছিলাম, তখন তোমরা আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলে। আমার যখন পোষাক দরকার ছিলো, তখন তোমরা আমাকে পোষাক দিয়েছিলে। আমি যখন অসুস্থ হয়েছিলাম, তখন তোমরা আমার দেখাশোনা করেছিলে। আমি যখন জেলখানায় ছিলাম, তখন তোমরা আমাকে দেখতে গিয়েছিলে।”

তখন ডান দিকের সেই লোকেরা বলবে, “প্রভু, এ সমস্ত কাজ আমরা কখন করেছিলাম?” তখন যীশু বলবেন, “তোমরা যখন কোনো দূর্বল লোকের জন্য এ কাজগুলো করেছিলে, তখন আমারই প্রতি করেছিলে। আর যারা এ কাজগুলো করে নাই, তখন তারা আমারই প্রতি করে নাই। তাই তাদের জন্য রয়েছে অনন্ত দন্ড। আর যারা করেছে তাদের জন্য রয়েছে অনন্ত জীবন।”

উপহার ৭-১৪

মানুষকে ভালোবাসা

সবার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করো। শিক্ষক তোমাকে জিজ্ঞেস করবেন যে তুমি কোন্ দিন, কোথায়, কাকে, কীভাবে, যেমন যে কোনো একজন ক্ষুধার্ত, পীড়িত, দুঃখী, বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন ব্যক্তিকে খাবার, আশ্রয়, সান্ত্বনা সেবা দিয়েছিলে। শিক্ষক তোমাকে তার একটি তালিকা তৈরি করতে বলবেন। সুন্দরভাবে তালিকাটি তৈরি করো। শিক্ষক হয়তো তোমাকে তোমার অনুভূতি ব্যক্ত করতে বলতে পারেন।

মানুষকে ভালোবাসা মানে ঈশ্বরকে ভালোবাসা

"মনুষ্যপুত্র সমস্ত স্বর্গদূতদের সঙ্গে নিয়ে যখন নিজের মহিমায় আসবেন তখন তিনি রাজা হিসাবে তাঁর সিংহাসনে মহিমার সঙ্গে বসবেন। সেই সময় সমস্ত জাতির লোকদের তাঁর সামনে একসঙ্গে জড়ো করা হবে। রাখাল যেমন ভেড়া আর ছাগল আলাদা করে তেমনি তিনি সব লোকদের দুভাগে আলাদা করবেন। তিনি নিজের ডান দিকে ভেড়াদের আর বাঁ দিকে ছাগলদের রাখবেন।

“এর পরে রাজা তাঁর ডান দিকের লোকদের বলবেন, ‘তোমরা যারা আমার পিতার আশীর্বাদ পেয়েছ, এসো। জগতের আরম্ভে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে তার অধিকারী হও। যখন আমার খিদে পেয়েছিল তখন তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে; যখন পিপাসা পেয়েছিল তখন জল দিয়েছিলে; যখন অতিথি হয়েছিলাম তখন আশ্রয় দিয়েছিলে; যখন খালি গায়ে ছিলাম তখন কাপড় পরিয়েছিলে; যখন অসুস্থ হয়েছিলাম তখন আমার দেখাশোনা করেছিলে; আর যখন আমি জেলখানায় বন্দি অবস্থায় ছিলাম তখন আমাকে দেখতে গিয়েছিলে।’

“তখন সেই ঈশ্বরভক্ত লোকেরা উত্তরে তাঁকে বলবে, ‘প্রভু, আপনার খিদে পেয়েছে দেখে কখন আপনাকে খেতে দিয়েছিলাম বা পিপাসা পেয়েছে দেখে জল দিয়েছিলাম? কখনই বা আপনাকে অতিথি হিসেবে আশ্রয় দিয়েছিলাম, কিংবা খালি গায়ে দেখে কাপড় পরিয়েছিলাম? আর কখনই বা আপনাকে অসুস্থ বা জেলখানায় আছেন জেনে আপনার কাছে গিয়েছিলাম?’

“এর উত্তরে রাজা তখন তাদের বলবেন, ‘আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, আমার এই ভাইদের মধ্যে সামান্য কোনো একজনের জন্য যখন তা করেছিলে তখন আমারই জন্য তা করেছিলে।’

"পরে তিনি তাঁর বাঁ দিকের লোকদের বলবেন, 'ওহে অভিশপ্ত লোকেরা, আমার কাছ থেকে তোমরা দূর হও। শয়তান এবং তার দূতদের জন্য যে চিরকালের আগুন প্রস্তুত করা হয়েছে তার মধ্যে যাও। যখন আমার খিদে পেয়েছিল তখন তোমরা আমাকে খেতে দাওনি; যখন পিপাসা পেয়েছিল তখন জল দাওনি; যখন অতিথি হয়েছিলাম তখন আশ্রয় দাওনি; যখন খালি গায়ে ছিলাম তখন আমাকে কাপড় পরাওনি; যখন অসুস্থ হয়েছিলাম এবং জেলখানায় বন্দী অবস্থায় ছিলাম তখন আমাকে দেখতে যাওনি।'

"তখন তাঁরা তাঁকে বলবে, 'প্রভু, কখন আপনার খিদে বা পিপাসা পেয়েছে দেখে, কিংবা অতিথি হয়েছেন দেখে, কিংবা খালি গায়ে দেখে, কিংবা অসুস্থ বা জেলখানায় আছেন জেনে সাহায্য করিনি?'

"উত্তরে তিনি তাদের বলবেন, 'আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমরা যখন এই সামান্য লোকদের মধ্যে কোনো একজনের জন্য তা করনি তখন তা আমার জন্যই করনি।' "

তারপর যীশু বললেন, "এই লোকেরা অনন্ত শাস্তি পেতে যাবে, কিন্তু ঐ ঈশ্বরভক্ত লোকেরা অনন্ত জীবন ভোগ করতে যাবে।"
মথি : ২৫ : ৩১-৪৬

তোমাকে একটু সহজ করে বলি

"মানবপুত্র" বা "রাজা" বলতে প্রভু যীশু নিজেকেই বুঝিয়েছেন। কিন্তু তিনি আমাদের পার্থিব জীবনের নয় বরং আধ্যাত্মিক জীবনের রাজা। প্রভু যীশু তাঁর ঐশ মহিমায় আবির্ভূত হয়ে সমস্ত মানুষের বিচার করতে এসেছেন। ধার্মিক অধার্মিক সকলেই এখন যীশুর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভ্রাতৃপ্রেমের মানদণ্ডে যীশু তাদের বিচার করবেন। অসহায় মানুষের সেবা করে ধার্মিকেরা তাঁরই সেবা করেছেন।

আর অসহায় মানুষকে ফিরিয়ে দিয়ে অধার্মিকেরা তাঁকেই ফিরিয়ে দিয়েছে। এই মহাবিচারের শেষ পরিণতি কী হবে? ধার্মিকেরা যাবে তাদের জন্যে চিরকাল থেকে প্রস্তুত করে রাখা সেই শাশ্বত জীবনধামে। তারা তো স্বর্গদূতদেরই মতো পরমপিতার আশীর্বাদের পাত্র। কারণ তারাই হলো ঈশ্বরের সেই প্রকৃত প্রীতিভাজন যারা একজন ক্ষুধার্তকে খাদ্য দিয়ে পরিতৃপ্ত করেছে, পীড়িতদের দিয়েছে সেবা, দুঃখী ও শোকার্তদের দিয়েছে সান্ত্বনা, বস্ত্রহীন কাউকে দেখে নিজের জামা খুলে দিয়েছে, আশ্রয়হীন ব্যক্তিকে দিয়েছে আশ্রয়।

এদিকে অধার্মিকেরা যাবে স্বয়ং শয়তানেরই সেই শাশ্বত দণ্ডলোকে। যাদের অন্তর ছিল কঠিন ও স্বার্থপরতায় পরিপূর্ণ। তারা শয়তানের মতো ঐশ অভিশাপের পাত্র।

পরবর্তী সেশনে বাইবেলে বর্ণিত "ক্ষমাশীল পিতা ও হারানো পুত্রের মন পরিবর্তন" গল্পটির উপর তোমরা শ্রেণিকক্ষে ভূমিকাভিনয় করবে। শিক্ষকের সহায়তায় অভিনয়ের চিত্রনাট্য তৈরি করে আনবে।
ভূমিকাভিনয়ের পূর্বে চিত্রনাট্য তৈরির জন্য বাইবেলের সংশ্লিষ্ট গল্পটি মনোযোগ দিয়ে পড়বে। কে কোন চরিত্রে অভিনয় করবে তা নির্ধারণ কর। অভিনয়ের জন্য তুমি মানসিক ও সার্বিক ভাবে প্রস্তুতি নিয়ে আসবে। শিক্ষক তোমাদের প্রাসঙ্গিক video দেখাতে পারেন।

ভূমিকাভিনয়

ভূমিকাভিনয়ের জন্য চরিত্র ও পোশক-পরিচ্ছদ বেছে নাও। ভূমিকাভিনয়ের জন্য শ্রেণিকক্ষের সামনের দিকে একটু জায়গা করে নাও। যদি তোমাদের স্কুলে অডিটোরিয়াম/উন্মুক্ত মাঠ থাকে সেখানে অভিনয় করতে পারো।

ক্ষমাশীল পিতা, হারানো পুত্র ও কঠিন-হৃদয় ভাইয়ের উপমা-কাহিনী

তারপর যীশু বললেন, "একজন লোকের দু'টি ছেলে ছিল। ছোট ছেলেটি তার বাবাকে বলল, 'বাবা, আমার ভাগের সম্পত্তি আমাকে দিন।' তাতে সেই লোক তাঁর দুই ছেলের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করে দিলেন। কিছু দিন পরে ছোট ছেলেটি তার সম্পত্তি বিক্রি করে টাকা-পয়সা নিয়ে দূর দেশে চলে গেল। সেখানে সে খারাপ ভাবে

জীবন কাটিয়ে তার সব টাকা-পয়সা উড়িয়ে দিল। যখন সে তার সব টাকা খরচ করে ফেলল তখন সেই দেশের সমস্ত জায়গায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। তাতে সে অভাবে পড়ল। তখন সে গিয়ে সেই দেশের একজন লোকের কাছে চাকরি চাইল। লোকটি তাকে তার শূকর চরাতে মাঠে পাঠিয়ে দিল। শূকরে যে শুঁটি খেত সে তা খেয়ে পেট ভরাতে চাইত, কিন্তু কেউ তাকে তাও দিত না।

"পরে একদিন তার চেতনা হল। তখন সে বলল, 'আমার বাবার কত মজুর কত বেশী খাবার পাচ্ছে, অথচ আমি এখানে খিদেতে মরছি। আমি উঠে আমার বাবার কাছে গিয়ে বলব, বাবা, ঈশ্বর ও তোমার বিরুদ্ধে আমি পাপ করেছি। কেউ যে আর আমাকে তোমার ছেলে বলে ডাকে তার যোগ্য আমি নই। তোমার মজুরদের একজনের মত করে আমাকে রাখ।'

"এই বলে সে উঠে তার বাবার কাছে গেল। সে দূরে থাকতেই তাকে দেখে তার বাবার খুব মমতা হল। তিনি দৌড়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিলেন। তখন ছেলেটি বলল, 'বাবা, আমি ঈশ্বর ও তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছি। কেউ যে আর আমাকে তোমার ছেলে বলে ডাকে তার যোগ্য আমি নই।'

"কিন্তু তার বাবা তার দাসদের বললেন, 'তাড়াতাড়ি করে সবচেয়ে ভাল জামাটা এনে ওকে পরিয়ে দাও। ওর হাতে আংটি ও পায়ে জুতা দাও, আর মোটাসোটা বাছুরটা এনে কাট। এস, আমরা খাওয়া-দাওয়া করে আনন্দ করি, কারণ আমার এই ছেলেটা মরে গিয়েছিল কিন্তু আবার বেঁচে উঠেছে; হারিয়ে গিয়েছিল পাওয়া গিয়েছে।' তারপর তারা আমোদ-প্রমোদ করতে লাগল।

"সেই সময় তাঁর বড় ছেলেটি মাঠে ছিল। বাড়ীর কাছে এসে সে নাচ ও গান-বাজনার শব্দ শুনতে পেল। তখন সে একজন চাকরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, 'এসব কি হচ্ছে?'

"চাকরটি তাকে উত্তর দিল, 'আপনার ভাই এসেছে। আপনার বাবা তাকে সুস্থ অবস্থায় ফিরে পেয়েছেন বলে মোটাসোটা বাছুরটা কেটেছেন।'

"তখন বড় ছেলেটি রাগ করে ভিতরে যেতে চাইল না। এতে তার বাবা বের হয়ে এসে তাকে ভিতরে যাবার জন্য সাধাসাধি করতে লাগলেন। সে তার বাবাকে বলল, 'দেখ, এত বছর ধরে আমি তোমার সেবা-যত্ন করে আসছি; একবারও আমি তোমার অবাধ্য হই নি। তবুও আমার বন্ধুদের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করবার জন্য তুমি কখনও আমাকে ছাগলের একটা বাচ্চা পর্যন্ত দাও নি। কিন্তু তোমার এই ছেলে, যে বেশ্যাদের পিছনে তোমার টাকা-পয়সা উড়িয়ে দিয়েছে, সে যখন আসল তুমি তার জন্য মোটাসোটা বাছুরটা কাটলে।'

"তার বাবা তাকে বললেন, 'বাবা, তুমি তো সব সময় আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ। আমার যা কিছু আছে সবই তো তোমার। খুশী হয়ে আমাদের আমোদ-প্রমোদ করা উচিত, কারণ তোমার এই ভাই মরে গিয়েছিল আবার বেঁচে উঠেছে; হারিয়ে গিয়েছিল আবার তাকে পাওয়া গেছে।' "

লূক : ১৫ : ১১-৩২

তোমাকে একটু সহজ করে বলি

ছোট ছেলেটি নৈতিক মূল্যবোধ হারিয়ে তার বাবার অবাধ্য হয়েছে। নিজের ভুল বুঝতে পেরে সে যখন বাবার কাছে ফিরে এসেছে, তখন বাবা তাকে ক্ষমা করেছেন। এজন্য বড় ভাই ছোট ভাইয়ের সাথে হিংসা করেছে। বাবা বড় ছেলেকে বুঝিয়েছিলেন যে, অন্ধকার থেকে আলোর পথে ফিরে এসেছে বলে ছোট ভাইকে নিয়ে বেশি আনন্দ করা উচিত।

সত্যের পক্ষে দীক্ষাগুরু যোহন

আজ তোমাদের এমন একজন ব্যক্তির কথা শিক্ষক জানাবেন, যিনি সত্যের স্বপক্ষে স্বাক্ষী দিয়েছেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর নাম হলো সাধু যোহন। সাধু যোহন সম্পর্কে শিক্ষক তোমাদের প্রাথমিক সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান করবেন।

হে সদাপ্রভু, তুমি আমাকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেছ
আর আমাকে জেনেছ।
আমি যা কিছু করি তার সবই তো তুমি জান;
তুমি দূর থেকেই আমার মনের চিন্তা বুঝতে পার।
তুমি আমার কাজকর্ম ও বিশ্রামের বিষয়
খুব ভাল করে খোঁজ নিয়ে থাক;
তুমি আমার জীবন-পথ ভাল করেই জান।
গীতসংহিতা ১৩৯ : ১-৩

হে ঈশ্বর, আমি চাই তুমি দুষ্টদের মেরে ফেল।
ওহে রক্ত-পিপাসু লোকেরা, আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও।
মন্দ চিন্তা নিয়ে তারা তোমার বিষয়ে নানা কথা বলে;
তোমার শত্রুরা বাজে উদ্দেশ্যে তোমার নাম নেয়।
হে সদাপ্রভু, যারা তোমাকে অগ্রাহ্য করে
আমি কি তাদের অগ্রাহ্য করি না?
যারা তোমার বিরুদ্ধে ওঠে
আমি কি তাদের ঘৃণার চোখে দেখি না?
তাদের আমি সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করি;
আমার শত্রু বলেই আমি তাদের মনে করি।
হে ঈশ্বর, তুমি আমাকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখ,
আর আমার অন্তরের অবস্থা জেনে নাও;
আমাকে যাচাই করে দেখ,

আর আমার দুশ্চিন্তার কথা জেনে নাও।
তুমি দেখ আমার মধ্যে এমন কিছু আছে কি না যা দুঃখ দেয়;
তুমি আমাকে অনন্ত জীবনের পথে চালাও।
গীতসংহিতা ১৩৯ : ১৯-২৪

যীশুর সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল বলে রাজা হেরোদ যীশুর কথা শুনতে পেয়েছিলেন। কোন কোন লোক বলছিল, "উনিই সেই বাপ্তিস্মদাতা যোহন। তিনি মৃত্যু থেকে বেঁচে উঠেছেন বলে এই সব আশ্চর্য কাজ করছেন।"

কেউ কেউ বলছিল, "উনি এলিয়"; আবার কেউ কেউ বলছিল,
"অনেক দিন আগেকার নবীদের মত উনিও একজন নবী।"

এই সব কথা শুনে হেরোদ বললেন, "উনি যোহন, যাঁর মাথা কেটে
ফেলবার আদেশ আমি দিয়েছিলাম। আবার উনি বেঁচে উঠেছেন।"

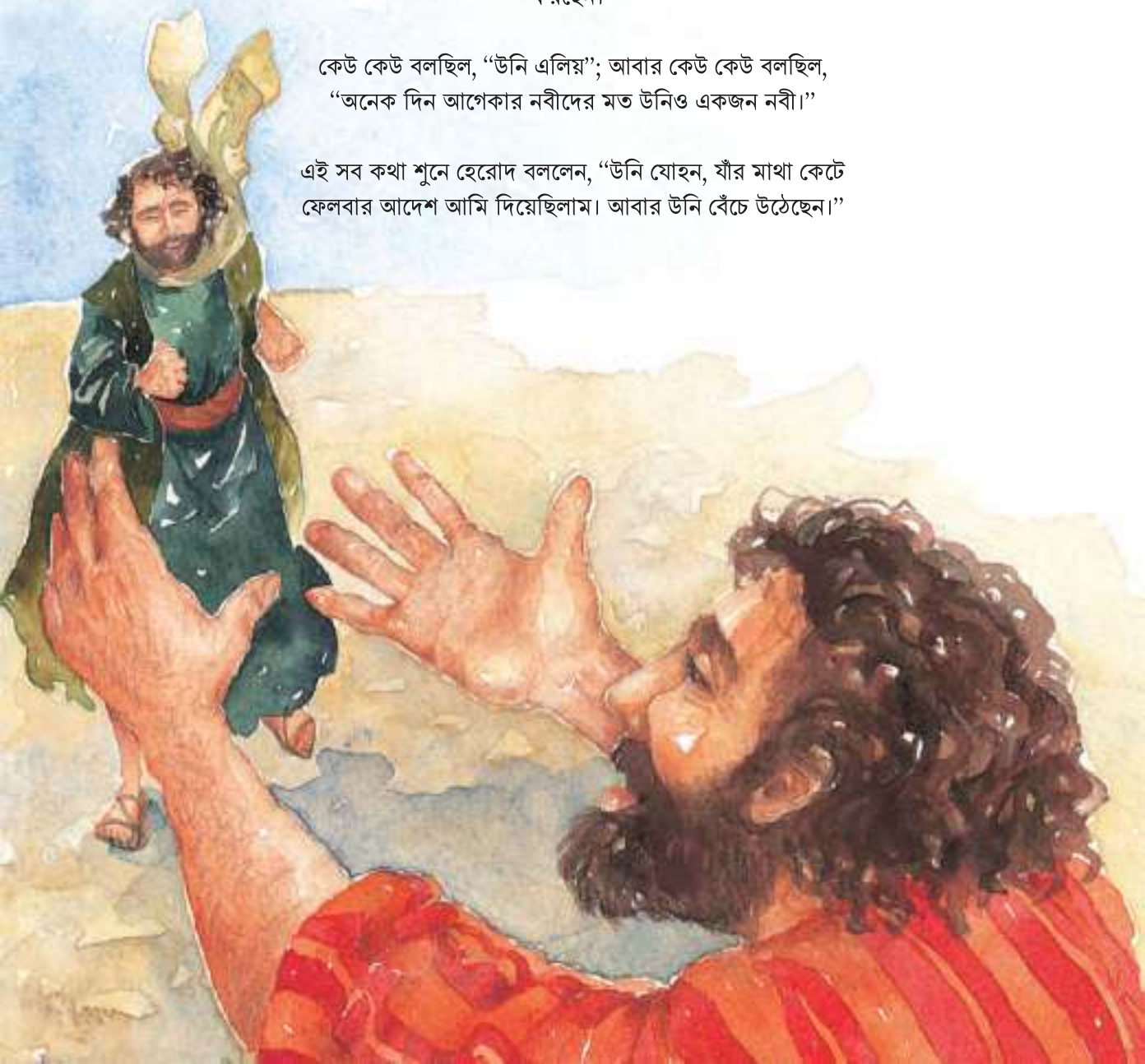

এই ঘটনার আগে হেরোদ লোক পাঠিয়ে যোহনকে ধরেছিলেন এবং তাঁকে বেঁধে জেলে রেখেছিলেন। হেরোদ তাঁর ভাই ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়ার জন্যই এটা করেছিলেন। হেরোদ হেরোদিয়াকে বিয়ে করেছিলেন বলে যোহন বারবার হেরোদকে বলতেন, "আপনার ভাইয়ের স্ত্রীকে বিয়ে করা আপনার উচিত হয় নি।" এইজন্য যোহনের উপর হেরোদিয়ার খুব রাগ ছিল। সে যোহনকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল, কিন্তু হেরোদ যোহনকে ভয় করতেন বলে সে তা করতে পারছিল না। যোহন যে একজন ঈশ্বরভক্ত ও পবিত্র লোক হেরোদ তা জানতেন, তাই তিনি যোহনকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতেন। যোহনের কথা শুনবার সময় মনে খুব অস্বস্তি বোধ করলেও হেরোদ তাঁর কথা শুনতে ভালোবাসতেন।

শেষে হেরোদিয়া একটা সুযোগ পেল। হেরোদ নিজের জন্মদিনে তাঁর বড় বড় রাজকর্মচারী, সেনাপতি ও গালীল প্রদেশের প্রধান লোকদের জন্য একটা ভোজ দিলেন। হেরোদিয়ার মেয়ে সেই ভোজসভায় নাচ দেখিয়ে হেরোদ ও ভোজে নিমন্ত্রিত লোকদের সন্তুষ্ট করল।

তখন রাজা মেয়েটিকে বললেন, "তুমি যা চাও আমি তোমাকে তা-ই দেব।" হেরোদ মেয়েটির কাছে শপথ করে বললেন, "তুমি যা চাও আমি তা-ই তোমাকে দেব। এমন কি, আমার রাজ্যের অর্ধেক পর্যন্তও দেব।"

মেয়েটি গিয়ে তার মাকে বলল, "আমি কি চাইব?"

তার মা বলল, "বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মাথা।"

মেয়েটি তখনই গিয়ে রাজাকে বলল, "একটা থালায় করে আমি এখনই বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মাথাটা চাই।"

এই কথা শুনে রাজা হেরোদ খুব দুঃখিত হলেন, কিন্তু ভোজে নিমন্ত্রিত লোকদের সামনে শপথ করেছিলেন বলে মেয়েটিকে ফিরিয়ে দিতে চাইলেন না। তিনি তখনই যোহনের মাথা কেটে আনবার জন্য একজন জল্লাদকে হুকুম দিলেন। সেই জল্লাদ জেলখানায় গিয়ে যোহনের মাথা কেটে একটা থালায় করে তা নিয়ে

আসল। রাজা সেটা মেয়েটিকে দিলে পর সে তা নিয়ে গিয়ে তার মাকে দিল। এই খবর পেয়ে যোহনের শিষ্যেরা এসে তাঁর দেহটা নিয়ে গিয়ে কবর দিলেন।

মার্ক ৬ : ১৪-২৯

তোমাকে একটু সহজ করে বলি

দীক্ষাগুরু সাধু যোহন ছিলেন যীশুর অগ্রদূত। তিনি মরুপ্রান্তরে এই বাণী ঘোষণা করেছেন; তোমরা প্রভুর আসার পথ প্রস্তুত কর এবং সহজ সরল করে তোল তোমাদের চলার পথ। তিনি বনের মধু, পশুর লোমের কাপড় ও পঙ্গপাল খেয়ে অতি সাধারণ জীবন-যাপন করতেন। সত্যকে "সত্য" এবং মিথ্যাকে "মিথ্যা" বলে; সত্যের সপক্ষে সাক্ষী দিয়েছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। সত্যের সপক্ষে সাক্ষী এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ফলে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়।

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনেও এমন অনেক সময় উপস্থিত হয়। যখন আমরা সত্যের সপক্ষে সাক্ষী দিতে পারি। অন্যায় দেখে আমরা অনেক সময় প্রতিবাদ করি না। আমরা ভয় পাই, পরে যদি আমার উপর কোনো বিপদ এসে পড়ে! তাই সত্য বলার সাহস আমাদের থাকতে হবে। দীক্ষাগুরু সাধু যোহন আমাদের অনুপ্রাণিত করেন যাতে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ঘটে যাওয়া অনৈতিক, অপ্রীতিকর, মিথ্যা ঘটনাগুলোর প্রতিবাদ ও সত্যের সপক্ষে সাক্ষী দেই।

বাড়ির কাজ

শিক্ষক তোমাদের অষ্টকল্যাণবাণী অনুসরণ করে কীভাবে ক্ষমাশীল, দয়ালু, শান্তিকামী ও সত্যের পক্ষে দাঁড়াতে পারো তা নিয়ে বাড়ির কাজ বুঝিয়ে দিবেন। ক্ষমাশীল হতে, দয়ালু হতে, শান্তিকামী ও সত্যের পক্ষে দাঁড়াতে যা যা করতে পারো তা তোমরা লিখবে। একে বলে কর্মপরিকল্পনা। কর্মপরিকল্পনা তৈরি সহজ করতে নিচের প্রশ্নগুলো শিক্ষক তোমাদের দিবেন।

প্রশ্নগুলো হলো :

- যীশুর অষ্টকল্যাণ বাণী থেকে কোনটি তোমার বেশি ভালো লেগেছে? যেটি বেশি ভালো লেগেছে সেটির আলোকে দুটি কাজ করে পরবর্তী শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।
- প্রতিবেশী ও ভাইয়ের সেবা করার মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের সেবা করতে পারি, যীশুর এ বাণীর আলোকে দুটি কাজ করে প্রতিবেদন লিখ। কখন, কোথায়, কার জন্য ও কীভাবে করেছ তা বর্ণনা কর।
- তুমি কি কখনো সত্যের সপক্ষে সাক্ষী দিয়েছ? যদি দিয়ে থাকো তবে বর্ণনা করো। আর যদি না হয় তবে চেষ্টা করো এরকম একটি কাজ করতে এবং পরবর্তী সেশনে তা উপস্থাপন করো।

শিক্ষক তোমাকে বলবেন পরবর্তী সেশনে কর্মপরিকল্পনাটি শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করতে।

উপহার ১৫-১৬

নিজেকে প্রস্তুত করো

তোমার পরিবারের সবাই কেমন আছে তা শিক্ষকের সাথে শেয়ার করতে পারো। সাম্প্রতিক বিষয় যেমন– উৎসব, খেলাধুলা, সমস্যা, ইত্যাদি নিয়েও কথা বলতে পারো।

কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপনা

উপস্থাপনের জন্য শিক্ষক তোমাকে পোস্টার কাগজ, দেয়ালে টাঙানোর জন্য binding clip, আঠা, masking tape, ইত্যাদি জোগাড় করে দিবেন।

কর্মপরিকল্পনার খসড়াগুলো শিক্ষকের কাছে জমা দাও। তিনি প্রয়োজনে মন্তব্য করে সংশোধন দিবেন। এখন এই সংশোধিত কর্মপরিকল্পনা পোস্টার কাগজে লিখে শ্রেণিকক্ষে সবার সামনে উপস্থাপন করো। তোমার সহপাঠীদের উপস্থাপনা মনোযোগ দিয়ে শোনো।

তুমি যীশুকে গ্রহণ করার জন্য যে কর্মপরিকল্পনা করেছ তা প্রাত্যহিক জীবনে অনুশীলন করবে। মঙ্গলময় ঈশ্বর তোমার সঙ্গে থাকুন ।

উপহার ১৭–১৯

এসো পড়ি ও ছবি আঁকি

তুমি নিশ্চয়ই উইলিয়াম কেরি ও সাধ্বী মাদার তেরেজার কথা শুনেছ? যদি নাও শুনে থাকো আজ তাদের সম্পর্কে জানবে।

আজ তোমরা শিক্ষকের নির্দেশনায় চার প্যানেলের comics তৈরি করবে। এটা সত্যিই খুব মজার বিষয়। একটি প্যানেলে সাধ্বী মাদার তেরেজা ও অন্যটিতে ড. উইলিয়াম কেরি'র ছবিসহ সংক্ষিপ্ত কাজগুলো লেখা থাকবে। তোমরা প্যানেলগুলোতে কাজের বিবরণী অনুযায়ী ছবি অঙ্কন করবে। তোমরা কীভাবে এই কাজটি করবে সে সম্পর্কে শিক্ষক তোমাদের স্পষ্ট করে বলবেন।

তোমাকে মাদার তেরেজা ও উইলিয়াম কেরি'র জীবনের ঘটনা প্রবাহের সাথে মিল রেখে ছবি অঙ্কন করতে হবে। প্রথমে তোমরা সবাই ১০ মিনিট মনোযোগ দিয়ে মাদার তেরেজা ও উইলিয়াম কেরি'র জীবনের ঘটনাগুলো পাঠ করবে। ঘটনাগুলো নিয়ে কীভাবে ছবি অঙ্কন করা যায় তাও চিন্তা করতে হবে। তোমাদের প্রত্যেককে paper sheet এবং প্রয়োজনীয় রং পেন্সিল সরবরাহ করা হবে। তুমি যাতে সুন্দরভাবে ছবি অঙ্কন করতে পারো তার জন্য পরিমিত জায়গার ব্যবস্থা করা হবে। তোমাকে ছবি অঙ্কন করার জন্য ৩০ মিনিট সময় দেয়া হবে। ঐ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ছবি অঙ্কন করতে হবে।

ছবি অঙ্কন করার জন্য নিচে মাদার তেরেজা ও উইলিয়াম কেরি'র কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেয়া আছে। তুমি প্রথমে তাদের কাজগুলো পড়ো। পড়া শেষ হলে শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী ছবি অঙ্কন শুরু করো। তুমি তোমার ইচ্ছামতো যে দৃশ্যগুলোর বর্ণনা দেওয়া আছে, তার পরিস্থিতিগুলো কল্পনা করে নিতে পারো। চরিত্রগুলোও ইচ্ছামতো ভাবতে পারো।

তোমার আঁকা ছবি পর্যবেক্ষণ

মাদার তেরেজা ও উইলিয়াম কেরি'র জীবন ও কাজের ঘটনা প্রবাহ নিয়ে তুমি যোগ্যতার সাথে কত সুন্দর ছবি অঙ্কন করতে পেরেছ, শিক্ষক তা পর্যবেক্ষণ করবেন।

এখানে যে কোনো একটি কাজের ছবি অঙ্কন করো :
১. দরিদ্রপল্লিতে শিশু বিদ্যালয় পরিচালনা
২. অনাথ আশ্রম পরিচালনা

এখানে যে কোনো একটি কাজের ছবি অঙ্কন করো :
১. ক্লিনিকে অসুস্থ মানুষদের সেবাকাজ
২. Missionaries of Charity স্থাপন

এখানে যে কোনো একটি কাজের ছবি অঙ্কন করো :
১. শিশুদের জন্য খাবার পরিবেশন
২. এইডস, কুষ্ঠ ও যক্ষ্মা রোগীদের সেবা

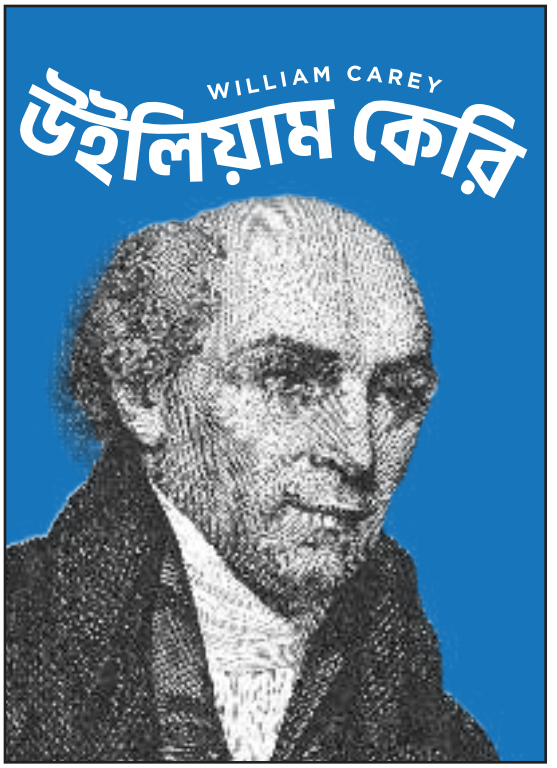

এখানে যে কোনো একটি কাজের ছবি অঙ্কন করো :
১. দরিদ্র শিশুদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা
২. ইসলাম, হিন্দু ও খ্রীষ্টিয়ানদের নিয়ে শান্তি পরিষদ গঠন

এখানে যে কোনো একটি কাজের ছবি অঙ্কন করো :
১. ডিকশনারী (অভিধান) তৈরি
২. সাপ্তাহিক পত্রিকা "Friends of India" তৈরি

এখানে যে কোনো একটি কাজের ছবি অঙ্কন করো :
১. বাইবেল অনুবাদ
২. ছাপাখানা বা প্রেস তৈরি

উপহার ২০-২২

চলো দলগত কাজ করি

তোমার নিশ্চয়ই এ দুজন মহান ব্যক্তির কাজ নিয়ে ছবি আঁকতে বেশ মজা লেগেছে। কেমন মজা লেগেছে তা তোমার থেকে শিক্ষক জানতে চাইলে সুন্দর করে উত্তর দিও। তিনি কথাগুলো ভালো করে শুনবেন।

তোমাদের দুটি দলে ভাগ করা হবে। একটি দলে মাদার তেরেজার জীবনের ও অন্য দলে উইলিয়াম কেরি'র জীবনের তিনটি কাজ পোস্টার পেপারে লিখবে। মাদার তেরেজা ও উইলিয়াম কেরি যে কাজগুলো করেছেন, সেই কাজের মধ্য দিয়ে মানুষ কীভাবে উপকার পেয়েছে তা তোমরা লিখবে।

তারপর সেই লেখাগুলো market place করবে। অর্থাৎ তোমরা এক দলের কাজ অন্য দল পরিদর্শন করবে। অন্য দল থেকে যদি নতুন কোনো ধারণা পাওয়া যায় তাহলে তা নিজের দলের লেখার সাথে যুক্ত করবে। পরে প্রত্যেক দল শ্রেণিকক্ষে তা উপস্থাপন করবে।

উপহার ২৩-২৪

চলো Expert Jigsaw করি

আজ তোমাদের নিয়ে ২টি দল করা হবে। একটি দল মাদার তেরেজা'র জীবন নিয়ে ও অন্য দলকে উইলিয়াম কেরি'র জীবন নিয়ে আলোচনা করবে। আলোচনা শেষে শিক্ষক প্রত্যেক দলে ১, ২, ৩, ৪ এভাবে গুনবে। গণনা শেষ হলে সব ১ একটি দলে বসবে। এভাবে সব ২ নিয়ে, সব ৩ নিয়ে এবং সব ৪ নিয়ে আলাদা আলাদা দল হবে। তারপর তোমরা দলে মাদার তেরেজা ও উইলিয়াম কেরি'র জীবনের ঘটনা প্রবাহ নিয়ে আলোচনা করবে।

উপহার ২৫-২৯

জীবনী থেকে শেখা

আজকে শিক্ষক তোমাদের মজার গল্প, ভিডিও, গান, ছবি ও বই থেকে মাদার তেরেজা ও উইলিয়াম কেরি'র জীবনের ঘটনা প্রবাহ উপস্থাপন করবেন। শিক্ষক তোমাদের সাথে মাদার তেরেজা ও উইলিয়াম কেরি'র জীবন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন। এক্ষেত্রে তিনি ছবি, ভিডিও, পোস্টার ও অন্যন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করবেন।

চলো মাদার তেরেজা সম্পর্কে জানি।

মাদার তেরেজা

জন্ম

মাদার তেরেজা ২৬শে আগস্ট ১৯১০ সালে অটোমান সাম্রাজ্যের আলবেনিয়া রাজ্যের স্কপিয়তে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার পরিবার ছিল আলবেনিয়ান বংশোদ্ভূত।

আহ্বান

১২ বছর বয়সে তিনি ঈশ্বরের কাজের জন্য আহ্বান পেয়েছিলেন। তিনি স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে তাকে খ্রীষ্টের কাজ করার জন্য একজন ধর্মপ্রচারক হতে হবে। ১৮ বছর বয়সে তিনি পিতা-মাতাকে ছেড়ে আয়ারল্যান্ডে ও পরে ১৯২৯ সালে ভারতে আইরিশ নান সম্প্রদায়ের "সিস্টার্স অব লরেটো" সংস্থায় যোগদান করেন। ডাবলিনে কয়েক মাস প্রশিক্ষণের পর তাকে ভারতে পাঠানো হয়। তিনি ভারতে ১৯৩১ সনের ২৪শে মে সন্ন্যাসিনী হিসেবে প্রথম শপথ গ্রহণ করেন পরে ১৯৩৭ সালের ১৪ই মে চূড়ান্ত শপথ গ্রহণ করেন।

সেবা কাজ

তিনি কোলকাতার দরিদ্র পল্লিতে দরিদ্রতম দরিদ্রদের মধ্যে কাজ করেন। যদিও তার আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না। তিনি বস্তির জন্য একটি উন্মুক্ত স্কুল শুরু করেছিলেন। ১৯৫০ সালের ৭ অক্টোবর তেরেজা "ডায়োসিসান ধর্মপ্রচারকদের সংঘ" করার জন্য ভ্যাটিকানের অনুমতি লাভ করেন। এ সমাবেশই পরবর্তীকালে "দ্য মিশনারিজ অব চ্যারিটি" হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। "দ্য মিশনারিজ অফ চ্যারিটি" হলো একটি খ্রীষ্ট ধর্মপ্রচারণা সংঘ ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান। ১৯৫০ সালে তিনি "নির্মল শিশু ভবন" স্থাপন করেন। এই ভবন ছিল এতিম ও বসতিহীন শিশুদের জন্য এক স্বর্গ। ২০১২ সালে এই সংঘের সাথে যুক্ত ছিলেন ৪,৫০০জনেরও বেশি সন্ন্যাসিনী। প্রথমে ভারতে ও পরে সমগ্র বিশ্বে তার এই ধর্মপ্রচারণা কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়ে। তার প্রতিষ্ঠিত চ্যারিটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে দরিদ্রদের মধ্যে কার্যকর সহায়তা প্রদান করে থাকে যেমন– বন্যা, মহামারি, দুর্ভিক্ষ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, নেশা, গৃহহীন, পারিবারিক পরামর্শদান, অনাথ আশ্রম, স্কুল, মোবাইল ক্লিনিক ও উদ্বাস্তুদের সহায়তা ইত্যাদি। তিনি ১৯৬০-এর দশকে ভারত জুড়ে এতিমখানা, ধর্মশালা এবং কুষ্ঠরোগীদের

ঘর খুলেছিলেন। তিনি অবিবাহিত মেয়েদের জন্য তার নিজের ঘর খুলে দিয়েছিলেন। তিনি এইডস আক্রান্তদের যত্ন নেয়ার জন্য একটি বিশেষ বাড়িও তৈরি করেছিলেন। মাদার তেরেজার কাজ সারা বিশ্বে স্বীকৃত এবং প্রশংসিত হয়েছে। তার মৃত্যুর সময় বিশ্বের ১২৩টি দেশে মৃত্যু পথযাত্রী এইডস, কুষ্ঠ ও যক্ষা রোগীদের জন্য চিকিৎসা কেন্দ্র, ভোজনশালা, শিশু ও পরিবার পরামর্শ কেন্দ্র, অনাথ আশ্রম ও বিদ্যালয়সহ দ্য মিশনারিজ অফ চ্যারিটির ৬১০টি কেন্দ্র বিদ্যমান ছিল।

পুরস্কার

মাদার তেরেজা ১৯৬২ সালে ভারত সরকারের কাছ থেকে "ম্যাগসেসে শান্তি পুরস্কার" এবং ১৯৭২ সালে "জওহরলাল নেহেরু পুরস্কার" লাভ করেন। তিনি ১৯৭৮ সনে "বালজান পুরস্কার" লাভ করেন। মাদার তেরেজা ১৯৭৯ সনে দুঃখী মানবতার সেবাকাজের স্বীকৃতিস্বরূপ "নোবেল শান্তি পুরস্কার" অর্জন করেন। ১৯৮০ সালে ভারতের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান "ভারতরত্ন" লাভ করেন। ১৯৮৫ সালে "প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অফ ফ্রিডম পুরস্কার" লাভ করেন। ২০১৬ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর ভ্যাটিকান সিটির সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারে একটি অনুষ্ঠানে পোপ ফ্রান্সিস তাকে "সন্ত" হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং ক্যাথলিক মিশনে তিনি "কোলকাতার সন্ত তেরিজা" নামে আখ্যায়িত হন।

মৃত্যু

তিনি ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৫ তারিখ ৮৭ বছর বয়সে কোলকাতার পশ্চিমবঙ্গে মৃত্যুবরণ করেন।

উইলিয়াম কেরি

জন্ম

উইলিয়াম কেরি ১৭৬১ সালের ১৭ই জুন ইংল্যান্ডের পলার্সপুরি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

আহ্বান

উইলিয়াম কেরি বাইবেলের যিশাইয় ৫৪ : ২-৩ পদের আলোকে ইংল্যান্ডে "অমর উপদেশ" দিয়েছিলেন। উপদেশটির প্রসিদ্ধ উদ্ধৃতিটি ছিল : "Expect great things from God; attempt great things for God." [ঈশ্বরের কাছ থেকে মহৎ কিছু প্রত্যাশা কর; ঈশ্বরের জন্য মহৎ কিছু কর]। তিনি ভারতীয় উপমহাদেশে মানুষের জীবন পরিবর্তন করার আহ্বান পেয়ে ইংল্যান্ড থেকে ভারতে আসেন। কেরি ১৭৯৩ সালের ১৩ই জুন একটি ব্রিটিশ জাহাজে লন্ডন থেকে যাত্রা করে নভেম্বর মাসে কোলকাতায় আসেন। তাকে "আধুনিক মিশনের জনক" বলা হয়।

কাজ

কেরি ১৭৯২ সালের অক্টোবর মাসে ইংল্যান্ডে ব্যাপ্টিস্ট মিশনারী সোসাইটি গঠন করেন। পরবর্তী সময়ে তা বিএমএস ওয়ার্ল্ড মিশন নামে রূপ নেয়। ১৭৯৪ সালে কেরি কোলকাতায় নিজের খরচে দরিদ্র শিশুদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু করেছিলেন। যা সমগ্র ভারতে প্রথম প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে বিবেচিত হয়। তিনি সামাজিক প্রথা সংস্কার করে মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় চালু করেছিলেন। ১৮০৭ সালে কেরিকে ব্রাউন

ইউনিভার্সিটি সম্মান সূচক "ডক্টর অফ ডিভিনিটি" ডিগ্রি প্রদান করেন। ১৮১৭ সালে দেশীয় ছাত্রদের মাঝে পুস্তকের অভাব মেটানোর জন্য কোলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপিত হয়। উইলিয়াম কেরির নেতৃত্বে ১৬জন ইউরোপীয়, ৪জন মৌলবি ও ৪জন বাঙালি হিন্দু নিয়ে এর পরিচালক সমিতি গঠন করা হয়। কেরি ১৮১৮ সালে "দিকদর্শন" নামে একটি মাসিক, "সমাচার দর্পণ" নামে একটি সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা এবং "Friends of India" নামে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। সেই বছর তিনি শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। যা ছিল এশিয়ার প্রথম ডিগ্রি প্রদানকারী কলেজ। পরে কলেজটি শ্রীরামপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ নেয়। তিনি ১৮২০ সালে কোলকাতার আলিপুরে এগ্রি হর্টিকালচারাল সোসাইটি অব ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। কেরি ও তার দল পাঠ্যপুস্তক ও অভিধান তৈরি করেছিলেন। তিনি বাংলা ও সংস্কৃতের ব্যাকরণ লিখেছিলেন। তিনি ছিলেন সমাজ সংস্কারক, সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ববিদ ও একজন ধর্ম প্রচারক।

তিনি সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার জন্য প্রচারণা চালিয়েছিলেন। পরে ১৮২৯ সালের ৫ই ডিসেম্বর সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হয়। যেদিন আইন পাস হয় সেদিনই তিনি নিজে ঘোড়ায় চড়ে কোলকাতার লোকদের এই আইনের কথা জানিয়ে দেন। শিশুবলি ও সুত্তির প্রথা বন্ধ করতে সাহায্য করেছিলেন। জাতিগত বৈষম্য প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। উদ্ভিদবিদ্যার সাথে তার ছিল ব্যাপক পরিচিতি। তাকে "ভারতের প্রথম সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ববিদ" খেতাব দেওয়া হয়। তিনি হিন্দু ক্লাসিক ও রামায়ণ ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। কেরি বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া, মারাঠি, হিন্দি এবং সংস্কৃত ভাষাসহ ৪৪টি ভাষায় এবং উপভাষায় সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বাইবেল অনুবাদ করেন। তিনি ভারতে প্রথম ছাপা মেশিন বা প্রেস চালু করেন।

মৃত্যু

১৮৩৪ সালের ৯ই জুন ৭৩ বছর বয়সে উইলিয়াম কেরি'র কর্মময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। তাকে শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশনারীদের সমাধি ক্ষেত্রে সমাহিত করা হয়।

খ্রীষ্টধর্মে সম্প্রীতি

খ্রীষ্টধর্মের অন্যতম একটি নীতিগত বিষয় হলো সমাজের সকল মানুষের সাথে সম্প্রীতিতে বসবাস করা। সৃষ্টিকে ভালোবেসে ও সম্প্রীতিতে অবস্থানের জন্য খ্রীষ্ট ধর্ম বিশ্বাসীরা সমাজে বিভিন্ন সেবাধর্মী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে মানুষের কাঙ্খিত বা প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ।

শিক্ষা

খ্রীষ্টধর্ম অনুসারীদের দ্বারা পরিচালিত বাংলাদেশে উচ্চতর গুণগত মানসম্পন্ন অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে সব ধর্মের মানুষ শিক্ষার সুযোগ পেয়ে থাকে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠন, মূল্যবোধ, নৈতিকতা চর্চা ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা রাখে। পবিত্র বাইবেলে লেখা আছে,"সবশেষে বলি, তোমরা সবাই পরস্পরের সঙ্গে মিল রেখে বসবাস করো; তোমরা সহানুভূতিশীল, একে অপরকে ভালোবাসো, দরদি ও নতনম্র হও" (১ পিতর ৩ : ৮)। খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা বিশ্বাস করে যে, সব ধর্মের সকল শিশুর জীবন গঠনের জন্য নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা তাদের দায়িত্ব।

অন্যদিকে দেশের শিক্ষার চাহিদাপূরণে এ প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের সাথে একযোগে সমাজকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সকলের শিক্ষা গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত।

স্বাস্থ্য

খ্রীষ্টধর্ম অনুসারীদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে বেশ কিছু স্বাস্থ্যসেবা ক্লিনিক, হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যসেবামূলক প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্প। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্য দিয়ে স্বাস্থ্য সচেতনতা উন্নয়ন, প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয় যা জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলে এর সুবিধা পেয়ে থাকে। শারীরিক, মানসিক ও আবেগিক অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে সমাজে সম্প্রীতি চর্চা করে থাকে।

সেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ

সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনকল্পে খ্রীষ্টধর্মের অনুসারীদের দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলো সমাজ ও মানুষের প্রয়োজন মেটাতে ও তাদের পাশে দাঁড়াতে সর্বদা তৎপর যেমন– বন্যার্তদের সাহায্য করা, খরা, জলোচ্ছাস, ভূমিকম্প ও প্রাকৃতিক বিপর্যায়গুলোতে সরকারের পাশাপাশি সর্বদা সমমনায় কাজ করা। স্বাধীনতা সংগ্রামে, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে, শান্তিস্থাপনে চার্চ ও চার্চের অঙ্গপ্রতিষ্ঠানগুলো সব সময় সম্প্রীতি চর্চা করে চলছে। বাইবেলে লেখা আছে,"একে অন্যকে ভাইয়ের মত গভীরভাবে ভালবাসো। নিজের চেয়ে অন্যকে বেশী সম্মান করো" (রোমীয় ১২ : ১০)।

উপহার ৩০-৩২

যে কাজটি ভালো লাগে তা তুমি বেছে নাও

এই সেশনগুলোর অংশ হিসেবে তুমি মাদার তেরেজা ও উইলিয়াম কেরি'র কর্মময় জীবন থেকে যা শিখেছ তার প্রেক্ষিতে মাদার তেরেজা'র জীবনের একটি কাজ ও উইলিয়াম কেরি'র জীবনের একটি কাজ বাছাই করবে। তারপর তুমি নিজে অথবা সহপাঠীদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।

মাদার তেরেজা'র জীবনের কোন কাজটি তোমাকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছে, তা তুমি বেছে নাও। অনুরূপভাবে উইলিয়াম কেরি'র জীবনের কোন কাজটি তোমাকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছে, সেটিও বেছে নাও। তাদের উভয়ের জীবন থেকে একটি করে কাজ নিজে করো। যদি তুমি তোমার সহপাঠীদের সাথে শ্রেণিকক্ষের বাইরে সম্পাদন করতে চাও, তাও করতে পারো।

তোমার উপস্থাপনা

তোমাকে শ্রেণিকক্ষে তোমার করা কাজ দুটি উপস্থাপন করতে হবে। অবশ্য এক্ষেত্রে শিক্ষক তোমাকে সাহায্য করবেন। উপস্থাপনে তোমার যা লাগবে শিক্ষক তোমাকে তা সরবরাহ করবেন। উপস্থাপন দিনে পর্যায়ক্রমে তোমরা একজন করে উপস্থাপন করবে। একদিনে হয়তো সবার উপস্থাপন সম্ভব নয় তাই ধারাবাহিকভাবে তোমাদের উপস্থাপন করতে হবে। শিক্ষক তোমাদের উপস্থাপন দেখবেন। উপস্থাপন শেষে তোমার সহপাঠীদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, তাহলে তুমি তাদের প্রশ্নের উত্তর দিও। তাদের সহজভাবে বুঝিয়ে বোলো।

তোমার শিক্ষকও তোমাকে হয়তো প্রশ্ন করবেন। সে প্রশ্নের উত্তর ভেবে-চিন্তে দিও। আর মনে রেখো একজন নৈতিক ও মানবিক গুণসম্পন্ন মানুষ যীশুখ্রীষ্টের শিক্ষা অনুসরণ করে পরিবার, সমাজ ও প্রকৃতির জনকল্যাণমূলক কাজ করে।

খ্রীষ্টধর্মের বিশেষ শব্দসমূহের বানানগুলোর একটি তালিকা

খ্রীষ্টধর্মের বিশেষ শব্দসমূহের বানানগুলোর একটি তালিকা এবং তার ভিন্ন ও একটু বদলে যাওয়া রূপগুলো নিচে দেখতে পারো। এই তালিকাটি একটু ধারণা দেওয়ার জন্য রাখা হলো, এর বাইরেও কিন্তু এরকম খ্রীষ্টধর্মের অনেক বিশেষ শব্দ তুমি দেখতে পাবে।

এই বইয়ে ব্যবহৃত বানান/শব্দ	বাংলা একাডেমি প্রস্তাবিত এবং অন্যান্য রূপ	ইংরেজি শব্দ ও তার উচ্চারণ
খ্রীষ্ট	খ্রিস্ট/খ্রীস্ট/খ্রিষ্ট	Christ (ক্রাইস্ট্/ক্রাইস্ট্)
যীশু	যিশু	Jesus (জীজাস্/জীসাস্)
খ্রীষ্টধর্ম	খ্রিস্টধর্ম/খ্রীস্টধর্ম/খ্রিষ্টধর্ম	Christianity (ক্রিস্টিঅ্যানাটি/ক্রিসচিয়ানিটি)
খ্রীষ্টান	খ্রিস্টান/খ্রীস্টান/খ্রিষ্টান/খ্রিস্তান/খ্রীশ্চান	Christian (ক্রিস্চান্/ক্রিশ্চিয়ান্/ক্রিস্টিয়্যান্)
অব্রাহাম	আব্রাহাম/ইব্রাহিম/ইব্রাহীম	Abraham (এইব্রাহ্যাম্/এইব্রাহাম্)
ইব্রীয়	হিব্রু	Hebrew (হীব্রু)
গাব্রিয়েল	গ্যাব্রিয়েল/জিবরাঈল/জিব্রাঈল/জিব্রাইল	Gabriel (গ্যাব্রিয়েল্)
থোমা	থমাস/টমাস/ঠমাস	Thomas (ঠমাস্/থমাস্)
দায়ূদ	দাউদ/ডেইভিড/ডেভিড/দাবিদ	David (ডেইভিড্)
নাসরত	নাসরৎ/নাজারেথ/নাজারথ	Nazareth (নাজারেথ্/নাজারথ্)
মথি	ম্যাথিউ	Matthew (ম্যাথিউ/মাথেয়)
মরিয়ম (মারীয়া)	মেরি/মারিয়া	Mary (ম্যারি)
যর্দন নদী	জর্দান নদী/জর্ডান নদী	Jordan River (যর্ডান্ রিভার্)
যিরূশালেম	জেরুসালেম/জেরুজালেম	Jerusalem (জেরুসালেম্/যেরুশালেম্)
যিহূদী	ইহুদি/ইহুদী	Jew (যু/জু)
যোষেফ	যোসেফ	Joseph (জোযেফ্/জোসেফ্)
যোহন	জন	John (জন্)
লূক	লুক	Luke (লুক্)
শমরীয়	সামারিটান/সাম্যারিটান্	Samaritan (সামারিটান্/সাম্যারিটান্)
শিমোন-পিতর	সাইমন পিটার	Simon Peter (সাইমন পিটার)

মেট্রোরেল (নির্মাণাধীন)

"বাঁচবে সময়, বাঁচবে পরিবেশ
যানজট কমাবে মেট্রোরেল"

এই রূপকল্পকে সামনে নিয়ে তৈরি হচ্ছে দেশের প্রথম এলিভেটেড মেট্রোরেল সিস্টেম। এই মেট্রোরেলের দৈর্ঘ্য উত্তরা থেকে কমলাপুর পর্যন্ত ২১.২৬ কিলোমিটার এবং তা দুইদিক থেকে ঘণ্টায় প্রায় ৬০,০০০ যাত্রী পরিবহন করতে পারবে। মেট্রোরেলের মাধ্যমে উত্তরা থেকে কমলাপুর পর্যন্ত দ্রুত পৌঁছানো যাবে এবং তা যানজট নিরসনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

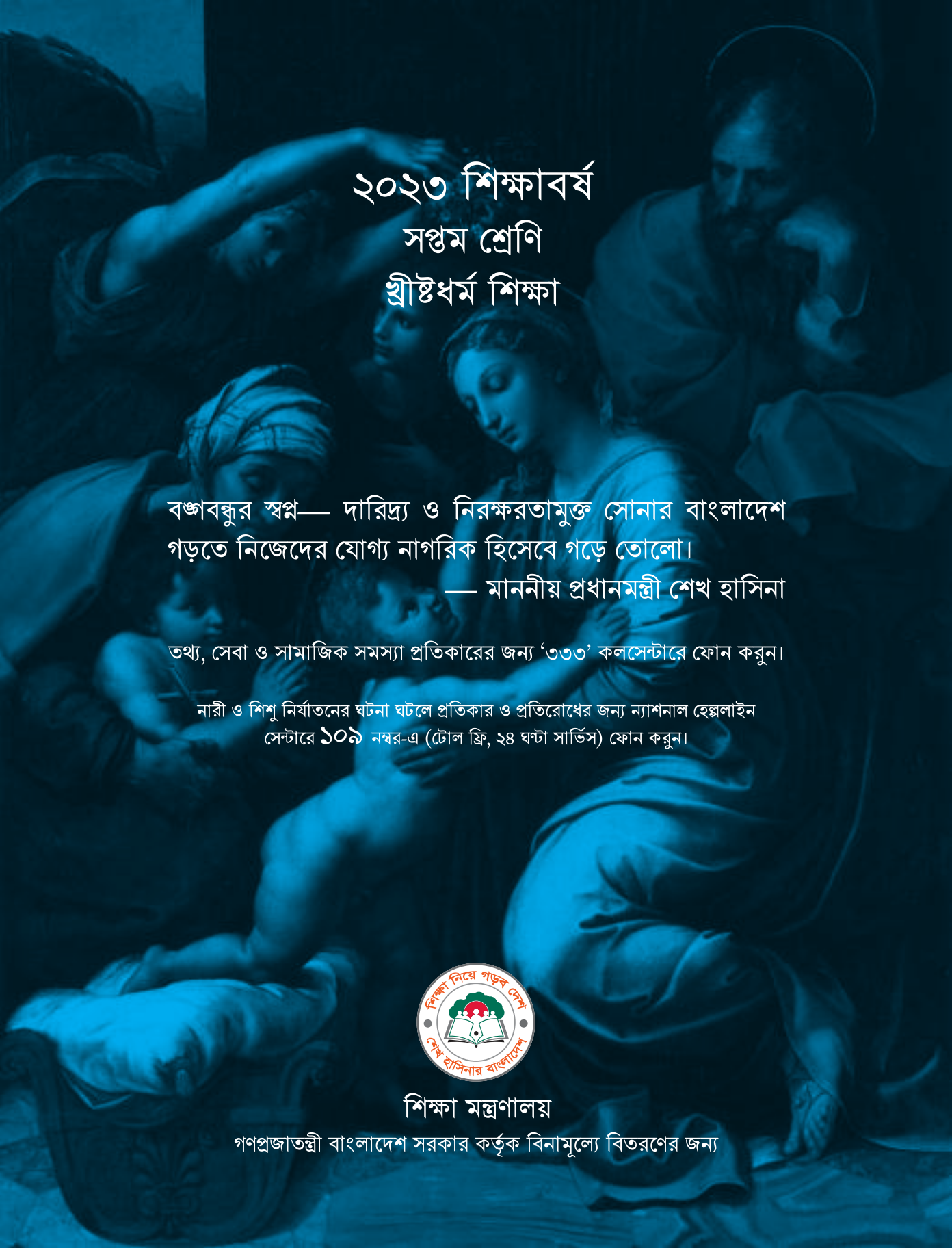

২০২৩ শিক্ষাবর্ষ

সপ্তম শ্রেণি

খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন— দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়তে নিজেদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলো।

— মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন।

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য